উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৭৪,৩৩২.৫৮ (-৭.৫১)
নিফটি : ২২,৫৫২.৫০ (+৭.৮০)

বেআইনি মদ বিক্রিতে মদত
কালিয়াগঞ্জ থানায় কর্তব্যরত এক সিভিকের বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে মদ বিক্রেতাদের সহযোগিতার অভিযোগ এনে ক্ষোভ উগরে দিলেন বাসিন্দারা। » ৬

একই ঘরে বসিয়ে পরীক্ষা
শিক্ষক নিগ্রহে কাঠগড়ায় ওঠা পরীক্ষার্থীদের একই ঘরে বসিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নেওয়া হল। পরীক্ষার্থীদের হাতে আক্রান্তের পরেও তল্লাশি থেকে পিছু হটতে নারাজ শিক্ষকরা। » ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা	রায়গঞ্জ	বালুরঘাট	শিলিগুড়ি
সর্বোচ্চ	৩০°	২৯°	২৯°	৩০°
সর্বনিম্ন	১৬°	১৪°	১৪°	১৭°

কম্বিনেশন নিয়ে ধোঁয়াশা রাখলেন সিতাংশু » ১২

২৩ ফাল্গুন ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 8 March 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 288

সাদা চোখে সাদা কথায়

ভূত খোঁজার কুশলী ছকে তৃণমূলের তিন কিসসা

গৌতম সরকার

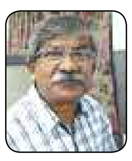

হইহই কাণ্ড, রইরই ব্যাপার। ভূতুড়ে কাণ্ড চারদিকে। ভুয়ো ভোটারের খোঁজ বাংলাজুড়ে। গ্রামে-শহরে, এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর পাড়ায় ভূতুড়ে ভোটার খোঁজার হিড়িক। সবাই ভোটার তালিকায় ভূত খুঁজছে। খোঁজ খোঁজ...। শুরুটা করেছে রাজ্যের শাসকদল। গোটা দলটাকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে- যেখান থেকে পারো, ভোটার তালিকায় ভূত খুঁজে বার করো। হ্যাঁ, সচেতনভাবেই 'যেখান থেকে পারো' শব্দটা লিখলাম। নাহলে কি ভূত ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষণা হয়!

অবাক লাগছে? এর জন্য পুরস্কার! অন্তত দুটো উদাহরণ দিই। প্রথমটা, শিলিগুড়িতে এক সভায় ওই পুরস্কারের লোভ দেখিয়েছেন তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ। দ্বিতীয়টি, আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটায় তৃণমূলের ব্লক কমিটি শহরের কাউন্সিলারদের জন্য ওই পুরস্কার ঘোষণা করেছে। পুরস্কারটা কী... নগদনারায়ণ না দলে ভালো পদ, তা এখনও স্পষ্ট নয়। শুনেছি, দক্ষিণবঙ্গের কোথাও লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবেন, জানিয়েছেন এক তৃণমূল বিধায়ক।

বিজেপিও ভুয়ো ভোটার খুঁজছে। কোথাও পদ্ম সমর্থকদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে বলে তৃণমূল ও প্রশাসনকে নিশানা করছে। শুধু নাকি আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকেই ৬ হাজার বিজেপি কর্মী-সমর্থকের নাম তালিকা থেকে স্রেফ হাপিস হয়ে গিয়েছে। মারাত্মক অভিযোগ। এক-দুজন নয়, ৬ হাজার নাম গায়েব! অথচ দেখুন, সংবাদমাধ্যমের কাছে নালিশ করেই ক্ষান্ত পদ্ম নেতারা। হইচই পরের কথা, প্রতিবাদ পর্যন্ত নেই।

শুভেন্দু অধিকারী ব্যস্ত শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাড়ায় ভূতুড়ে ভোটার খুঁজতে ও অফিস খুলতে। মমতাকে বেগম বলে গাল দিয়ে কিংবা কম্পার্টমেন্টাল মুখ্যমন্ত্রী

এরপর নয়ের পাতায়

রমজান মাসের প্রথম জুম্মাবারের আলিঙ্গন। শুক্রবার বালুরঘাটে। - মাজিদুর সরদার

অনুপ্রবেশে মদত, সীমান্তে 'সিন্ডিকেট'

বিধান ঘোষ

হিলি, ৭ মার্চ : হিলি সীমান্তে কড়া নজরদারিতে বারবার ধরা পড়ে যাচ্ছে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা। সম্প্রতি অনুপ্রবেশের সময় সীমান্তরক্ষীদের হাতে ধরা পড়েন অনেকেই। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করেই গোয়েন্দারা জানতে পারেন এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। তদন্তে হদিস মিলেছে একাধিক চক্রের। ছোট ছোট সিন্ডিকেট গড়ে অবৈধ অনুপ্রবেশের কারবারের রমরমা। বিপুল পরিমাণ টাকার বিনিময়ে ভারতীয় নথি তৈরি থেকে গন্তব্যে পৌঁছানো পর্যন্ত প্যাকেজ তৈরি করেছে চক্রের পান্ডারা।

একের পর এক বাংলাদেশি গ্রেপ্তারের ঘটনায় যেমন বিএসএফ, পুলিশ সাফল্য পেয়েছে, তেমনই সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশের কারবারের তালিকা বৃদ্ধি হতেই দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে গোয়েন্দাদের। সীমান্তের সুরক্ষা নিয়েও সিঁদুরে মেঘ দেখছেন পুলিশকর্তারা। সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশের কারবার বন্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে পুলিশ।

১৪ জানুয়ারি হিলি থানার চকগোপাল বিওপির সীমান্ত এলাকা থেকে অবৈধ পথে অনুপ্রবেশকারী বৃহন্নলাকে আটক করে সীমান্ত রক্ষীবাহিনী। ঘটনার তদন্তে বাংলাদেশ থেকে ভারতে অবৈধ পথে মানুষ পারাপারে যুক্ত কুশ বর্মনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তারপরেই জাল আধার কার্ড তৈরির অপরাধে ডুমরণের বাসিন্দা মিজানুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের বালুপাড়া পার্কিং এলাকায় সাইবার ক্যাফের দোকান রয়েছে। তারপরেই বাংলাদেশের চাঁইয়ের খোঁজ শুরু করে পুলিশ। তারপরেই ছদ্মবেশী রানা অর্থাৎ হিলির চেকপোস্ট এলাকার বাবুপাড়ার বাসিন্দা টোটোচালক নন্দদুলাল মজুমদারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ২৮ জানুয়ারি ফের চকগোপাল বিওপির সীমান্ত ফটকে দুই তরুণকে জাল আধার দেখান। নথি যাচাই প্রক্রিয়ায় সন্দেহ হতেই দুই বাংলাদেশি তরুণকে পাকড়াও করে হিলি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী। ঘটনার তদন্তে বাংলাদেশি অবৈধ অনুপ্রবেশের কারবারের মাথা

তথা টোটোচালক মহম্মদ মছিরউদ্দিন মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তারপরেই তদন্তে আরও গভীরে নিয়ে গিয়ে জাল আধার কার্ড তৈরির অপরাধে লালপুর গ্রামের বাসিন্দা কাজল দাসকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের চকদাপট এলাকায় সাইবার ক্যাফের দোকান রয়েছে। এরপরেই বুধবার ডাবরা এলাকার মাছের হ্যাচারি থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি মাছের ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

এরপর নয়ের পাতায়

ফাইনালের পর রোহিতের অবসর জল্পনা

দুবাই, ৭ মার্চ : একজনের বিদায়ের বাজনা বাজছে। অন্য একজনের প্রত্যাবর্তনের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে!

দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রবিবারের ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের ফাইনালের একদিন আগে ভারতীয় শিবির থেকে নানা তথ্য ও জল্পনা সামনে আসছে। যার মধ্যে মিশে রয়েছে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও শ্রেয়স আইয়ারের নাম।

নানা মহল থেকে দাবি করা হচ্ছে, রবিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালের ফল যাই হোক না কেন, ভারত অধিনায়ক রোহিত একইসঙ্গে নেতৃত্বের দায়িত্ব ছাড়ছেন ও ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছেন। জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার ও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে এই ব্যাপারে রোহিতের প্রাথমিক আলোচনাও হয়ে গিয়েছে বলে খবর। যদিও বিসিসিআইয়ের তরফে সরকারিভাবে এই ব্যাপারে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। রোহিতও এখনও পর্যন্ত মুখ বন্ধ রেখেছেন।

মূল চুক্তিতে ফিরছেন শ্রেয়স

তাঁর ঘনিষ্ঠমহলের তরফেও ভারত অধিনায়কের আগামীর ভাবনা ও পরিকল্পনা নিয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। ফলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফাইনালের ফলাফল যাই হোক না কেন, রোহিত কী করবেন, তা নিয়ে জল্পনা ক্রমশ চরম আকার নিয়েছে ইতিমধ্যেই। বিসিসিআইয়ের এক কর্তা আজ নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদের কাছে দাবি করেছেন, 'রোহিতের সিদ্ধান্তের উপর আস্থা রয়েছে বোর্ডের। ও যা সিদ্ধান্ত নেবে, সেটাই বোর্ডেরও সিদ্ধান্ত হবে।'

হিটম্যানের বয়স এখন ৩৭। তিনি খুব বেশিদিন ক্রিকেট খেলবেন না, সবারই জানা। দলের বর্তমান কোচ গৌতম গম্ভীর ও বোর্ডের একাংশ এখন থেকেই ২০২৭ একদিনের বিশ্বকাপের লক্ষ্যে নতুন অধিনায়ক বেছে নিতে চাইছেন। নতুন অধিনায়কের দৌড়ে প্রবলভাবে রয়েছেন বর্তমানে রোহিতের ডেপুটি শুভমান গিল। কিন্তু তাঁকে অধিনায়ক ঘোষণা করার আগে রোহিত কী সিদ্ধান্ত নেন, সেদিকে নজর রয়েছে বোর্ডের।

এরপর নয়ের পাতায়

ক্লোজড তিন অভিযুক্ত

তোলা চেয়ে সিভিকের দাদাগিরি

সৌরভ মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৭ মার্চ : হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তিন সিভিক ভলান্টিয়ারের প্রকাশ্যে দাদাগিরি। কর্তব্যরত অবস্থায় চালকের কাছ থেকে দাবিমতো তোলা না পাওয়ায় গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ। নাকা পয়েন্টের ঘরে ঢুকিয়ে ওই মারধরের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। যদিও ভিডিও-র সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। জেলা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ক্লোজ করা হয়েছে ওই তিন সিভিককে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বাংলা বিহার সীমানায় রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেলাবাড়ি নাকা পয়েন্টে। জখম গাড়িচালক হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। জখম গাড়িচালকের নাম রুহুল আলি। তাঁর বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুরের বাংরুয়া গ্রামে। ওই মারধরের ঘটনা শুক্রবার সকাল থেকেই সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে তিনজন সিভিক ভলান্টিয়ার ওই চালককে ঘরে ঢুকিয়ে বেধড়ক মারধর করছে। চালকের সহযোগী বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

ঘটনায় যুক্ত ওই তিন সিভিক ভলান্টিয়ার হলেন শাহ জামাল, আসামুল হক, এবং আশাদ আলি। ইতিমধ্যেই

এরপর নয়ের পাতায়

ভাইরাল হওয়া ভিডিও।

কী ঘটেছিল

- ভাইরাল ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে তিনজন সিভিক ভলান্টিয়ার ওই চালককে ঘরে ঢুকিয়ে বেধড়ক মারধর করছেন। চালকের সহযোগী বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছেন
- অভিযোগ, আক্রান্ত গাড়িচালক ব্যবসায়ীদের গোরু ডালখোলা হাট থেকে নিয়ে আসছিলেন। সঙ্গে ছিলেন গাড়ির মালিক
- ভেলাবাড়ি নাকা পয়েন্টে অভিযুক্ত ওই তিন সিভিক গাড়ি আটকান। অভিযোগ, সিভিকরা এক হাজার টাকা দাবি করেন। পাঁচশো টাকা দিতে চাইলে সেই টাকা নিতে অস্বীকার করেন সিভিকরা

এপিক বিভ্রান্তি রোধে ৩ মাসে ইউনিক নম্বর

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ : ভোটার তালিকা থেকে ভূত তাড়াতে শেষমেশ ওঝার দায়িত্ব নিল নির্বাচন কমিশন। সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র বা এপিক নম্বর নিয়ে তৃণমূল, কংগ্রেস সহ একাধিক বিরোধী দলের লাগাতার অভিযোগের জবাবে শুক্রবার কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আগামী তিন মাসের মধ্যে ভোটার তালিকা থেকে ভুয়ো ও নকল এপিক নম্বর চিহ্নিত করে তা সরিয়ে ফেলা হবে। যাঁদের নকল বা ডুপ্লিকেট এপিক নম্বর রয়েছে, তাঁদের একটি জাতীয় ইউনিক এপিক নম্বর দেওয়া হবে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এই সমস্যা যাতে তৈরি না হয় সেজন্য নতুন

> মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের আন্দোলনের নৈতিক জয় এই ঘোষণা। তাই নির্বাচন কমিশন এই কথা বলতে বাধ্য হয়েছে। তবে কমিশনের বিজ্ঞপ্তি জারির পরও ভোটার তালিকা স্ক্রুটিনিতে কোনও শিথিলতা করবে না তৃণমূল।
>
> **কুণাল ঘোষ**
> তৃণমূল মুখপাত্র

ভোটারদেরও একটি জাতীয় ইউনিক এপিক নম্বর দেওয়া হবে। কমিশনের এহেন সিদ্ধান্তে নৈতিক জয় দেখছে তৃণমূল।

তবে একইসঙ্গে তাদের প্রশ্ন, ২০০০ সাল থেকে ডুপ্লিকেট এপিক নম্বরের সমস্যা তৈরি হওয়ার পরও কেন এতদিনে তার সমাধান করা হল না? এই প্রসঙ্গে কমিশনের ভূমিকারও তীব্র বিরোধিতা করেছে রাজ্যের শাসকদল। তৃণমূলের সাফ কথা, দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কমিশনের মিথ্যাচারের পর্দাফাঁস করার পরই এই কেলেঙ্কারির পর্দা উঠেছে। সম্প্রতি তৃণমূলের এক কর্মীসভায় পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় ভূতুড়ে ভোটারদের নাম রয়েছে

এরপর নয়ের পাতায়

বহু নেশামুক্তিকেন্দ্র বেআইনি

রায়গঞ্জ, ৭ মার্চ : দীর্ঘদিন মাদকাসক্ত হয়ে অসুস্থ স্বামী নেশামুক্তি কেন্দ্রে ভর্তি। আর স্ত্রী কর্ণজোড়া জেলা প্রশাসন ভবন চত্বরের ফুটপাথে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চায়ের দোকান চালিয়ে অসম লড়াইয়ের মুখোমুখি। কিন্তু আসল পরিস্থিতি হল রায়গঞ্জ সহ জেলায় প্রায় ১৪টি নেশামুক্তি কেন্দ্র চলছে। আর সেগুলির মধ্যে ১টি মাত্র নেশামুক্তি কেন্দ্রের অনুমোদন রয়েছে।

রায়গঞ্জের কমলাবাড়ি এলাকায় একফালি টিনচালা করে দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে সাঁইত্রিশ বছরের বধূ মুনমুন দাসের সংসার। অষ্টম শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে মেয়ে। আর ছেলে কর্ণজোড়া হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া। কর্ণজোড়া শিক্ষা ভবনের প্রবেশপথের ফুটপাথ রাস্তায় দুটি টেবিল আর চেয়ার পেতে চা আর রুটি-ঘুগনির খোলামেলা দোকান। এভাবেই ছুটির দিন বাদে প্রায় প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত দোকানের খরিদ্দার সামলিয়ে বাড়ি ফিরতে হয়।

> জেলার রূপাহারে একমাত্র একটি নেশামুক্তিকেন্দ্রে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। বাকিদের কোনও লাইসেন্স এখনও নেই।
>
> **পূরণকুমার শর্মা**
> মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক

বিশ্ব নারী দিবসের আগের দিন শুক্রবার ধোঁয়া ওঠা গরম চা দিতে গিয়ে মুনমুন বলেন, 'স্বামী দীর্ঘদিন ধরে নেশায় আক্রান্ত হয়ে বাড়ির বিছানায় শয্যাশায়ী ছিলেন। মাঝরাতে হঠাৎ তীব্র চিৎকারে ছেলেমেয়েদের ঘুমোতে দিচ্ছে না। প্রতিবেশীরাও বিরক্ত। শেষপর্যন্ত চার মাস আগে নিরুপায় হয়ে নেশামুক্তি কেন্দ্রের হোমে স্বামীকে ভর্তি করতে হয়েছে। কিন্তু সেখানেও প্রচুর খরচ। মাসে প্রায় সাড়ে চার হাজার টাকা গুনতে হয়। কিন্তু সামান্য চায়ের দোকান করে ছেলেমেয়ের পড়াশোনার খরচ থেকে সংসারের খরচ, তারপর স্বামীর জন্য নেশামুক্তি কেন্দ্রের টাকা জোগাড় অসম্ভব হয়ে উঠছে।'

ওই মহিলার মতন বহু সংসারের স্বামীরা নেশামুক্তি কেন্দ্রে ভর্তি। আর স্ত্রীদের কেউ পরের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার সামলাচ্ছেন। আবার কেউ হোটেলে রাঁধুনির কাজ করছেন। কিন্তু জেলার নেশামুক্তি কেন্দ্রগুলোর অধিকাংশের সরকারি অনুমতি নেই। রায়গঞ্জ সহ জেলায় প্রায় ১৪টি নেশামুক্তি কেন্দ্র চলছে। ১টি মাত্র নেশামুক্তি কেন্দ্রের অনুমোদন রয়েছে। এমনকি মহিলা নেশামুক্তি কেন্দ্রটিরও অনুমোদন মেলেনি। এক নেশামুক্তি কেন্দ্রের কর্ণধার প্রসেনজিৎ সেন বলেন, 'জেলায় ১৪টির মধ্যে একটির অনুমোদন পাওয়া গেছে। মহিলা নেশামুক্তি কেন্দ্রের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন জমা পড়েছে।' তিনি স্বীকার করে নেন, নেশামুক্তিকেন্দ্রে নেশা আসক্ত স্বামী

এরপর নয়ের পাতায়

১১ পঞ্চায়েতে প্রধানের চেয়ারে মহিলা

রণবীর দেব অধিকারী

ইটাহার, ৭ মার্চ : সংরক্ষণের ঠেলায় পড়ে রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের অর্ধেক আসনেই এখন রাজ করছেন মহিলারা। কোথাও প্রধান, কোথাও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, আবার কোথাও জেলা পরিষদের সভাধিপতির চেয়ারেও বসে আছে অর্ধেক আকাশ। নারী ক্ষমতায়নের এমন নজির দেশ তথা সমাজের অগ্রগতির পরিচায়ক বটে। কেউ বলতেই পারেন 'এগিয়ে বাংলা', 'এগিয়ে ভারত'। কিন্তু বাস্তবেও কি তাই? পঞ্চায়েতি শাসন ব্যবস্থার সবচেয়ে নীচের স্তরে প্রধান পদে রাজ করছেন যে মহিলারা, কর্মক্ষেত্রে তাঁদের স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে হামেশাই। মহিলা প্রধানরা নাকি অনেকেই স্বামীর ভরসায় পঞ্চায়েত চালান বলে অভিযোগ শোনা যায়। প্রধান হিসেবে একজন মহিলা চালকের আসনে বসলেও স্টিয়ারিং নাকি থাকে তাঁর স্বামীর হাতেই। চলুন, আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে একটু খোঁজ নিয়ে দেখা যাক।

- হ্যালো, প্রধান বলছেন ?

- হ্যাঁ, বলছি।

- আপনিই প্রধান, নাকি আপনার স্ত্রী ?

- না না, আমার স্ত্রী প্রধান। আমি ওঁর স্বামী বলছি।

- তাহলে আপনার স্ত্রীকে একটু ফোনটা দিন।

- কী দরকার, বলুন না। আমিই কথা বলছি তো।

শুক্রবার ইটাহার ব্লকের এক পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে ফোনে কথা বলতে গিয়ে উপরের যে সংলাপ রচনা হল, তা থেকে কী ধারণা তৈরি হয়? ভোটে নির্বাচিত স্ত্রী প্রধানের চেয়ার আলো করে বসেন বটে, কিন্তু সাইড স্ক্রিন থেকে প্রোমোটার বা পরিচালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বকলমে পঞ্চায়েত চালান স্বামীরাই। সাধারণ মানুষের এই অভিযোগ অমূলক নয়। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে।

উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার ব্লকের মোট ১২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১১টিতেই রয়েছেন মহিলা প্রধান। এমনকি ইটাহার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিও একজন মহিলা। আপাততভাবে এই পরিসংখ্যান দেখে মনে হবে, ইটাহারে নারী ক্ষমতায়নের যেন স্বর্ণযুগ চলছে। গ্রামের শাসন ব্যবস্থা চালাচ্ছেন মহিলারাই।

কথা হচ্ছিল পতিরাজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মাধবী রায় বর্মনের সঙ্গে।

এরপর নয়ের পাতায়

মহিলা প্রধানের শাসনে পতিরাজপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। শুক্রবার।

Creative Visualization. Terms and Conditions Apply. New Packaging Design as compared to the old pack. 'Garg R et al. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol. 2018 Jun;7 (6):2222-2225. Applicable for women over age 30. Refer to pack for details. *Applicable for walk-in tests at all Apollo Diagnostic Centers. Additional ₹50 to be charged for home sample collections. Price may vary across cities. Offer valid from 1st March 2025 to 30th April 2025.

TENDER NOTICE

E-tenders are hereby invited by the Prodhan Where-
NIeT No. 06(e)/MGP/2024-25
Dated-05-03-2025
PUBLISHING DATE-07/03/2025
STARTING DATE-07/03/2025
CLOSING DATE-18/03/2025
OPENING DATE-21/03/2025
Details are available in Gram Panchayat office within working days from 11.00AM to 2.00PM & online
Sd/-
Prodhan
Mahendrapur Gram Panchayat
H.C.Pur-1, PS, Dist. Malda

TENDER NOTICE

E-tenders are hereby invited by the Prodhan Where-
NIeT No. 05(e)/MGP/2024-25
Dated-05-03-2025
PUBLISHING DATE-07/03/2025
STARTING DATE-07/03/2025
CLOSING DATE-18/03/2025
OPENING DATE-21/03/2025
Details are available in Gram Panchayat office within working days from 11.00AM to 2.00PM & online
Sd/-
Prodhan
Mahendrapur Gram Panchayat
H.C.Pur-1, PS, Dist. Malda

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ চুক্তি প্রদানের জন্য আইআরইপিএস পোর্টাল অর্থাৎ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। বিবরণ নিম্নরূপঃ **অকশনের ক্যাটিগরি** ঃ প্রতি রাউন্ড ট্রিপে (উভয় দিকে) পার্সেল ভ্যানে স্পেস লিজে দেওয়া। **ই-অকশন ক্যাটালগ নংঃ** এএসএন-পিএআরসি- ১৮০৩২৫। **অকশন শুরুর বিবরণ** ঃ ২১.০৩.২০২৫, সকাল ১১টা। **ট্রেন নং** ঃ ১৫৬২৫/১৫৬২৬ (দেওঘর-আগরতলা এক্সপ্রেস)। সকল সম্ভাব্য বিডারগণকে প্রদত্ত সূচি অনুযায়ী উপরোক্ত ই-অকশনে অংশগ্রহণ করতে ও সম্পূর্ণ বিবরণ জানতে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখতে হবে।

(ASN-370/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

এসি প্রতীক্ষা হলের উন্নতকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং মানব নিযুক্তির জন্যে ই-নিলাম

গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে বহু উদ্দেশীয় স্টল এবং পর্যটক কিয়স্ক ধরণের আধুনিক সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য সহিত এসি প্রতীক্ষা হলের উন্নতকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং মানব নিযুক্তির জন্যে ই-নিলাম। রেট ইউনিটঃ বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিনঃ ১০৯৬।

অকশন ক্যাটালগ সংখ্যা. পিএনইউ-জিএইচওয়াই-০১-২৫

এলইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-এলএমজি-জিএইচওয়াই-ডব্লিউআরএল-৩০-২৫-১ (পে এণ্ডইউজ-লাউঞ্জেস/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ক্লোক রুমস)	লামডিং মণ্ডলের অধীনের গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে বহু উদ্দেশীয় স্টল এবং পর্যটক কিয়স্ক ধরণের আধুনিক সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য সহিত এসি প্রতীক্ষা কক্ষ সমূহের উন্নতকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং মানব নিযুক্তি

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২০-০৩-২০২৫ তারিখে ১০.০০ ঘণ্টায়। **নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২০-০৩-২০২৫ তারিখে ১০.৩০ ঘণ্টায়। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লীজিং মোডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মাণ্ডলিক বাণিজ্যিক প্রবন্ধক, গুয়াহাটি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

দুরন্ত ঘূর্ণি... । শুক্রবার বালুরঘাটে। - অভিজিৎ সরকার

শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফা দাবি

গঙ্গারামপুর, ৭ মার্চ : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার প্রতিবাদে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে বৃহস্পতিবার গঙ্গারামপুরে একটি মিছিল করল সিপিএমের ছাত্র, যুব, মহিলা, শিক্ষক, শ্রমিক, খেতমজুর সহ সমস্ত গণসংগঠন। বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ এই মিছিলটি শুরু হয় গঙ্গারামপুর চৌপথি মোড় থেকে। গঙ্গারামপুর শহর পরিক্রমা করে পার্টি অফিসের সামনে এসে শেষ হয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের জীবনকুমার সরকার, অচিন্ত্য চক্রবর্তী, সুবীরকুমার দাস প্রমুখ।

NOTICE INVITING e-TENDER

N.I.e.T. No. WB/APD-I/EO-ET/05/2024-25, Dt. 07/03/2025. Last date and time for bid submission -17/03/2025 at 18.00 hours. For more information please visit : www.wbetenders.gov.in

Sd/-
Executive Officer
Alipurduar-I Panchayat Samity
Panchkolguri :: Alipurduar

কর্মখালি

SIP Abacus Siliguri Hakimpara inviting Graduate ladies with good communication skill to become teacher (Part Time). No teaching experience required. Send your bio-data @ 9064042757 for interview. No call will be entertained. Refer www.sipabacus.com for details. Training cost included with 100% job guarantee.

Delhi Public School

(DPS-Dooars) Ethelbari-Alipurduar, W.B.-735204. Affiliated to CBSE-New Delhi-affiliation No. 2430291. Applications are invited for the following posts :- PGT-Mathematics, TGT-Mathematics, PGT-English, Librarian-M Lib. Aspiring candidates may forward hand written Application with Mark Sheets to the Principal by 19/03/2025. The same can be mailed to dpsdooars@gmail.com, Principal.

Affidavit

আমি Pranay Kumar Adhikary, পিতা-Ramanimohan Adhikary, বিদ্যাসাগরপল্লি, পোস্ট+থানা-ফালাকাটা, জেলা-আলিপুরদুয়ার, আমার মেয়ের জন্ম সার্টিফিকেটে (1642) Pranay Kr. Adhikary নাম ভুল থাকায় আমি 06.03.2025 তারিখ আলিপুরদুয়ার নোটারি কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Pranay Kr. Adhikary থেকে Pranay Kumar Adhikary একই ব্যক্তিরূপে পরিচিত হলাম। (C/115193)

TENDER NOTICE

Inviting the tender of Bonafide contractor from Gourhand Gram Panchayat NIT No.-07/GGP/2024-25 Date-05-03-2025 Ref Memo No. 183/GGP/24-25 Date-05/03/2025 for farthar Datails please Contact GP Office of the undersinged.
Sd/-
Pradhan
Gourhand Gram Panchayat
Chanchal-II, Malda

জ্যোতিষ

ছেলে, মেয়ের, বিবাহে বিলম্ব, কালসর্প ও মাঙ্গলিক দোষ-খন্ডন, সংসারে অশান্তি, ছেলে-মেয়ে অবাধ্য, সন্তানহীন, জ্যোতিষ ও তন্ত্র, জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তন্ত্রসাধক, অধ্যাপক ডঃ শিব শঙ্কর শাস্ত্রী, এমএ পিএইচডি, যোগাযোগ :- 9002004418, নিজস্ব চেম্বার, শিলিগুড়ি, সেভক রোড।

পড়ুয়ার সংখ্যা কমায় ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা

শিক্ষকদের ঝগড়ায় স্কুলে পড়াশোনা লাটে

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৭ মার্চ : শিক্ষক-শিক্ষিকাদের গণ্ডগোলে নাজেহাল হতে হচ্ছে পড়ুয়াদের। নানান অজুহাতে প্রতিদিনই এই স্কুলকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। শুক্রবারও শিক্ষকদের মধ্যে গোলমাল বাধল স্কুল ছুটির পর গেটে তালা লাগানোর দায়িত্ব নিয়ে। ক্ষুব্ধ অভিভাবকদের অভিযোগ, স্কুলে পডড়াশোনার পরিবেশ নেই। তাই পড়ুয়ারও স্কুলে যেতে চায় না। এদিকে, স্থানীয়দের দাবি, শুধু দিনের গোলমাল নয়, রাতে স্কুল হয়ে উঠছে সমাজবিরোধীদের আখড়া।

বালুরঘাট শহরের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের শান্তি কলোনিতে এফপি স্কুলের ঘটনা। যেখানে ওই স্কুলের শিক্ষিকা প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী প্রধান শিক্ষক সহ আরেক শিক্ষকের বিরুদ্ধে জেলা শিক্ষা দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, 'সহকর্মী শিক্ষকরা আমাকে অকথ্য ভাষায় অপমান করেন। এমনকি আমার কাছ থেকে মিড-ডে মিলের জন্য প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে নেওয়া হয়। ফলে আমি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। দ্রুত আমাকে অন্য স্কুলে বদলির জন্য আবেদনও করেছি।'

ওই শিক্ষিকার বিরুদ্ধে পালটা অভিযোগ তুলে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের দ্বারস্থ হয়েছেন প্রধান শিক্ষক রঞ্জন কুণ্ডু। অভিযোগপত্রে প্রধান শিক্ষক জানান,'ওই শিক্ষিকা বিদ্যালয় পরিচালনার কোনও কাজে যুক্ত হতে চান না। তিনি সহকর্মীদের প্রতি মিথ্যা অভিযোগ ও অসহযোগিতা করছেন।'

শিক্ষকদের ঝগড়ায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারাও। তাঁদের দাবি,শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীদের পড়াবেন, নাকি ঝগড়া করবেন। তা ঠিক করুন। এভাবে নিজেদের বিবাদে পড়ুয়ারা আখেরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জিত বিশ্বাস বলেন,'ওই শিক্ষিকা মাঝেমধ্যেই কাঁদতে কাঁদতে স্কুল থেকে বের হন। স্কুলঘরের ভেতরের কথা আমরা জানি না। স্কুলের গেটে প্রায়ই তালা পড়ে না। রাতে মদ, গাঁজার আসর সহ অসামাজিক কার্যকলাপ চলে স্কুলের ভেতরে।'

এই স্কুল ঘিরেই বিতর্ক। শুক্রবার তোলা সংবাদচিত্র।

বিষয়টি অজানা নয় জেলা শিক্ষা দপ্তরেরও। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা জানান, 'আমার কাছে অভিযোগ এসেছে। আমি নিজে ওই স্কুলে গিয়ে সমস্যা খতিয়ে দেখব। সামগ্রিক বিষয় নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ডেকে সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করছি। রাতে অসামাজিক কার্যকলাপ রোধে স্থানীয় বাসিন্দা ও কাউন্সিলারের সঙ্গে কথা বলব।'

আমবাগানে তরুণের ঝুলন্ত দেহ

রতুয়া, ৭ মার্চ : শুক্রবার সকালে আমবাগান থেকে এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় রতুয়ার গোবরজনায়। মৃতের নাম শেখ জমিরুল (২১)। বাড়ি রতুয়া- ২ নম্বর ব্লকের চাঁদপাড়া গ্রামে। বাবা-মা বকাবকি করায় সে আত্মহত্যা করেছে বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের।

শেখ জমিরুল দীর্ঘদিন আগেই পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে। কোনও কাজকর্ম না করে সারাদিন মোবাইল নিয়ে পড়ে থাকত। এই নিয়ে আগেও একাধিকবার তাঁর বাবা বকাবকি করে। বৃহস্পতিবার রাতেও এই নিয়ে অশান্তি হয়। পরিবারের দাবি, এরপর রাতে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকজন ভাবেন যে, বকাবকি করায় সে হয়তো কোনও বন্ধুর বাড়িতে চলে গিয়েছে। কিন্তু সকালে তাঁরা খবর পান, গোবরজনায় একটি আমগাছে জমিরুলের মৃতদেহ ঝুলছে।

চাঁচল এসডিপিও সোমনাথ সাহা জানিয়েছেন, 'আজ সকালে পুখুরিয়া থানার গোবরজনায় শেখ জমিরুল নামের এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যার ঘটনা বলে মনে হচ্ছে।'

বাইক উদ্ধার

রায়গঞ্জ, ৭ মার্চ : বুধবার দুপুরে দেবীনগরের পোস্টঅফিস মোড় এলাকায় ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ সাহা বাড়িতে খেতে আসেন। সেই সময় তাঁর বাইকটি চুরি যায়। সঙ্গে সঙ্গেই পরিবারের লোকেরা রায়গঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। বাড়ির আশেপাশে বেশ কিছু সিসিটিভি থাকায় সেগুলো দেখে পুলিশ চোরের খোঁজে নামে। চার ঘণ্টার মধ্যে বালিজল ঘাট থেকে বিহার পালানোর সময় চোর সহ বাইকটি উদ্ধার করে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতরা হলেন গোয়ালপাড়ার বাসিন্দা মিঠুন হালদার এবং বীরঘইয়ের বাসিন্দা আক্কাস আলি। বৃহস্পতিবার সকালে চোরাই বাইক ফেরত নেওয়ার সময় পুলিশের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান বিশ্বজিতের পরিবারের সদস্যরা।

চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার ভাঙারি

কালিয়াগঞ্জ, ৭ মার্চ : বাড়ি বাড়ি ভাঙাচোরা কেনার অজুহাতে গৃহস্থবাড়ি থেকে কাঁসা ও পিতলের বাসনপত্র চুরির অভিযোগে এক তরুণকে বেঁধে রাখল পাড়ার বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার দুপুরে এই ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াগঞ্জ শহরের শান্তি কলোনি এলাকায়। ধৃত তরুণের নাম ছট্টু মাহাতো। বাড়ি ফুলতলা এলাকায়।

স্থানীয় বাসিন্দা সুরজিৎ সিংহ রায়ের বাড়ির উঠানে রাখা কাঁসা ও পিতলের পুজোর বাসনপত্র চুরি করার সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে ভাঙরি ওই তরুণ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৌখিক অভিযোগের ভিত্তিতে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ।

কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখার্জি বলেন, 'ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুক্রবার সকালে ধৃতকে রায়গঞ্জ আদালতে পেশ করা হবে।'

অনুপ্রবেশের চেষ্টা সীমান্তে

হেমতাবাদ, ৭ মার্চ : ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া কেটে এপারে প্রবেশের চেষ্টা করল একদল বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। বৃহস্পতিবার ভোররাতের ঘটনা, হেমতাবাদ ব্লকের মাকরহাট সীমান্তে। যদিও বিএসএফ জওয়ানরা ঘটনাস্থলে যেতেই তারা পালায়।

অটোম্যাটিক ব্লক সিগন্যালিং সিস্টেমের প্রবর্তন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসঅ্যান্ডটি/এপিডিজে/২৬, তারিখঃ ০৫-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ক্র.নং. ১ ই-টেন্ডার নং.ঃ এপি-এসটি-২৬-২০২৪-২৫, কাজের নাম ঃ এনজেপি/আলিপুরদুয়ার জংশনের অপারেটিং মডেল রূমে ট্রেনিংয়ের জন্য অটোম্যাটিক ব্লক সিগন্যালিং সিস্টেমের প্রবর্তন। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ ৫৯,৮২,৬৩৫/-, বিড সিকিউরিটিঃ ১,১৯,৭০০/-। ই-টেন্ডার **বন্ধ হবে** ০২-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং **খুলবে** ০২-০৪-২০২৫ তারিখে বন্ধ হওয়ার পরে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

রঙিয়া ডিভিশনে সার্বিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ আরএন-এসটি-২৫-২০২৪-২৫, তারিখ ঃ ০৫-০৩-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং ঃ আরএন-এসটি-২৫-২০২৪-২৫; কাজের নাম ঃ রঙিয়া ডিভিশনে নিউ বঙাইগাঁও/এ, নিউ বঙাইগাঁও/ডব্লিউ এবং এনসি গেট নং. আরএম-৫৭ (০৩) তিন বছরের জন্য মেসার্স স্ট্যাটিকনের এসএমপিএস ভিত্তিক আইপিএস সিস্টেমের সার্বিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্য ঃ ১২,০৫,৫২৩.৩৬/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ২৪,১০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ২৮-০৩-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিএসটিই, রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

TENDER NOTICE

E-tenders are hereby invited by the Prodhan Where-
NIeT No. 04(e)/MGP/2024-25
Dated-05-03-2025
PUBLISHING DATE-07/03/2025
STARTING DATE-07/03/2025
CLOSING DATE-15/03/2025
OPENING DATE-17/03/2025
Details are available in Gram Panchayat office within working days from 11.00AM to 2.00PM & online
Sd/-
Prodhan
H.C.Pur-1, PS, Dist. Malda

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬৭০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮২৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

ডান্স বাংলা ডান্স রাত ৯.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ দাদু নম্বর ওয়ান, ১০.০০ সেজ বউ, দুপুর ১.০০ পরিবার, বিকেল ৪.০০ রাখে হরি মারে কে, সন্ধে ৭.৩০ সেদিন দেখা হয়েছিল, রাত ১০.৩০ বোঝেনা সে বোঝেনা, ১.০০ হিরো নম্বর ওয়ান

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ পুত্রবধূ, দুপুর ২.৩০ টক্কর, বিকেল ৫.০০ জোয়ার ভাঁটা, রাত ১০.০০ প্রতিদান, ১২.৩০ একলা চলো

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ অরুন্ধতী, বিকেল ৪.১৫ দেবী চৌধুরানি, সন্ধে ৭.৩০ ম্যাডাম গীতারানি, রাত ১০.০০ দ্রৌপদী

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ চিরদিনের, সন্ধে ৭.৩০ বিশ্বাস অবিশ্বাস

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মান মর্যাদা, রাত ৯.০০ দুজনে

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ছায়াশরীর

জি সিনেমা : সকাল ১০.০০ ক্রু, ১২.৫০ বিবাহ, বিকেল ৪.২৭ গদর-টু, রাত ৮.০০ বনবাস, ১১.০০ বেদা

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : বেলা ১১.০০ হেলিকপ্টার ইলা, দুপুর ১.১৫ ইন্দু কি জওয়ানি, বিকেল ৫.৩০ মিস ভানুমতী, সন্ধে ৭.০০ নীরজা, রাত ৯.০০ অকিরা, ১১.১৫ চমেলি

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০৬ এন্টারটেইনমেন্ট, দুপুর ১.৪৫ সিম্বা, বিকেল ৪.৫৮ কিসি কা ভাই কিসি কি জান, রাত ৮.০০ ডাঙ্কি, ১১.১৮ হিরোপন্তি-টু

সেদিন দেখা হয়েছিল
সন্ধে ৭.৩০ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

হেলিকপ্টার ইলা বেলা ১১.০০
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

গদর-টু
বিকেল ৪.২৭ **জি সিনেমা**

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.০৩ বঙ্গিস্তান, দুপুর ১.২১ গল্লি বয়, বিকেল ৪.০৩ নাম শবানা, সন্ধে ৬.৩৬ শমিতাভ, রাত ৯.০০ বস্তর ঃ দ্য নকশাল স্টোরি, ১১.১৬ তুফান

মুভিজ নাউ : দুপুর ১২.০৫ এক্স মেন: ফার্স্ট ক্লাস, ২.১৫ এলিয়েন ভার্সেস প্রিডেটর, বিকেল ৫.৪০ আইস এজ ঃ ডন অফ দ্য ডাইনোসর্স, সন্ধে ৭.১০ সল্ট, রাত ৮.৪৫ হিটম্যান ঃ এজেন্ট ৪৭, ১০.২০ রকি-ফোর, ১১.৫৫ সেট আপ

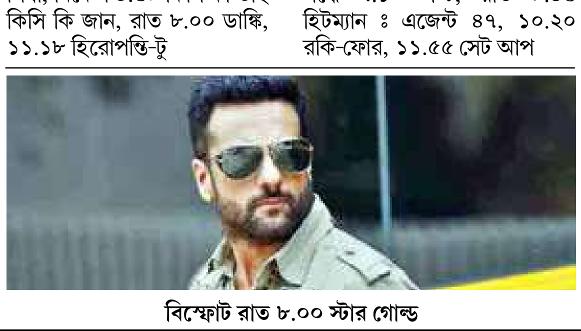

বিস্ফোট রাত ৮.০০ **স্টার গোল্ড**

রমজান মাসে ফলের দাম আকাশছোঁয়া

রায়গঞ্জ, ৭ মার্চ : রমজান মাসে রায়গঞ্জে ফলের বাজারে গিয়ে দিশেহারা মানুষ। ফল কিনতে হাত পুড়ছে আমজনতার। ফলের দাম এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে, যাঁরা প্রতিদিন নিয়ম করে ফল খান তাঁরাও এখন খাওয়া কমিয়ে দিয়েছেন। বুধবার রায়গঞ্জের বাজারে দাম ছিল, আপেল ২০০-২২০ টাকা প্রতি কেজি। মুসাম্বি ৯০-১১০ টাকা, আঙুর ১৫০-১৮০ টাকা, তরমুজ ৪০-৫০ টাকা, খেজুর ৩৫০-৪০০ টাকা, প্রতিটি লেবু ৮-১০ টাকা করে বিকোচ্ছে। ৪টি কলার দাম ২৫ টাকা।

শহর সংলগ্ন বিভিন্ন মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষ রায়গঞ্জের বিভিন্ন ফল বাজার থেকেই এই সময় ফল কিনে থাকেন। সূর্যাস্তের পর রোজা ভাঙার সময় শরবত ও বিভিন্ন ফল খাওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। কথা হচ্ছিল কাদের মহম্মদের সঙ্গে। তিনি জানান, 'আমার বাড়ি গ্রামে হলেও প্রতিবার রোজাতে ফল কিনতে রায়গঞ্জেই যাই। এবারও গিয়েছি। কিন্তু ফলের দাম আকাশছোঁয়া। তবুও কিনতে হচ্ছেই।' পারভেজ আহমেদের দাবি, 'রোজাতে ফল তো খেতেই হয়। বেশি দাম হওয়া সত্ত্বেও কিনতে হচ্ছে। কিছু করার নেই।' অন্যদিকে তন্ময় ঘোষ নামে এক তরুণের কথায়, 'চিকিৎসকের পরামর্শে বাবাকে প্রতিদিন ফল খাওয়াতে হয় বেশি পরিমাণে। কিন্তু রমজান মাসের জন্য এখন একমাস বেশি দাম দিয়ে ফল কিনতে হবে।'

তবে দাম বেশি হওয়ার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন ফল বিক্রেতারাও। রাজেন্দ্র প্রসাদ নামে এক ফল বিক্রেতার দাবি, 'প্রতি বছর রমজান মাসে ফলের দাম বাড়ে। এবছরও বেড়েছে। রমজান মাস চলে গেলে আবার দাম কমে যাবে। দাম বেশি হলেও ফল দেদার বিক্রি হচ্ছে।' একই কথা ফল বিক্রেতা বিট্টু রায়ের। তাঁর মন্তব্য, 'রমজান মাস বছরে একবারই আসে। তাই এই সময় যে ফলের দাম বেশি হবে সেটাই স্বাভাবিক। প্রতি বছরই এই সময় ফলের দাম বেড়ে যায়। এবারেও বেড়েছে।'

দোকান নির্মাণ বন্ধ করলেন ভূমিকর্তা

বালুরঘাট, ৭ মার্চ : দমকলকেন্দ্রের দেওয়াল ঘেঁষে টিন ও সিমেন্টের পিলার দিয়ে তৈরি চলছিল দোকান। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান বালুরঘাট ব্লক ভূমিকর্তা রণেন্দ্রনাথ মণ্ডল। হিলি-বালুরঘাট রাজ্য সড়কের পাশের জায়গাগুলিতে অনেক আগেই দোকান গজিয়ে উঠেছে। কিন্তু রাজ্য সড়ক থেকে যে রাস্তা বালুরঘাট কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের দিকে গিয়েছে, ওই রাস্তার দুদিকেই খালি জায়গার অধিকাংশই সরকারি। ওই রাস্তায় রয়েছে মৎস্য দপ্তর, দমকলকেন্দ্র, বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির আরণ্যপার্ক ইত্যাদি। দমকলের দেওয়াল ঘেঁষে সরকারি জমিতে মঙ্গলবার সকালে একটি দোকান তৈরি হচ্ছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান ভূমিকর্তা। তিনি দাঁড়িয়ে থেকে ওই দোকানটি উচ্ছেদ করান।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পোস্ট-ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট লটের জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন ক্যাটালগ আহ্বান করছেন। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ** ডব্লুভিএম-২০২৫-০৪। **অকশন শুরুঃ** ২২.০৩.২০২৫ তারিখ বেলা ১১.৪৫ মিনিট। **মালদা ডিভিসনে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনের জন্য ই-অকশন। এলইকিউ. নংঃ** এএ/১। **লট নং/ক্যাটিগরিঃ** এমএসএস-এমএলডিটি-এসবিজি-ডব্লুভিএম-১৪-২৪-১। **স্টেশন ঃ** গোড্ডা, হাঁসডীহা, মির্জা চৌকী, সাহিবগঞ্জ, বড়হারোয়া, তীনপাহাড় ও রাজমহল। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(MLD-241/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সামান্য কারণে রেগে গিয়ে হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর মিলতে পারে। **বৃষ :** যদি অর্থ বিনিয়োগের কোনও পরিকল্পনা থাকে তাহলে তা করতে পারেন। বিদেশযাত্রার যোগ। **মিথুন :** বাবার সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে। সমস্যা কেটে যাবে। কর্মপ্রার্থীদের শুভযোগ। **কর্কট :** কোনও তৃতীয় ব্যক্তির কারণে সংসারে সমস্যা তৈরি হতে পারে। বয়স্কদের স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতন থাকতে হবে। **সিংহ :** ব্যবসা নিয়ে সামান্য সমস্যা থাকলেও তা মিটে যাবে। পরিবারের সকলের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। **কন্যা :** পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে আইনি ঝামেলা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। **তুলা :** না জেনে কাউকে বাড়ির কোনও গুরুত্বপূর্ণ নথি দেবেন না। কর্মপ্রার্থীরা ভালো যোগাযোগ পেতে পারেন। **বৃশ্চিক :** বহুজাতিক কোনও কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। মায়ের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখুন। **ধনু :** বেহিসেবি খরচে বেসামাল হওয়ার সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষার পড়ুয়ারা বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। **মকর :** নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। পেটের কারণে কোনও আনন্দ অনুষ্ঠান বাতিল করতে হতে পারে। **কুম্ভ :** পরিবারে সুখ শান্তি বজায় থাকবে। সন্ধের পর বাড়িতে আত্মীয় সমাগমে আনন্দ। **মীন :** ভাইবোনেদের সঙ্গে সম্পর্কের তিক্ততা আরও বাড়বে। বকেয়া অর্থ ফেরত পেয়ে স্বস্তি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৩ ফাল্গুন ১৪৩১, ভাঃ ১৭ ফাল্গুন, ৮ মার্চ, ২০২৫, ২৩ ফাগুন, সংবৎ ৯ ফাল্গুন সুদি, ৭ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৫৮, অঃ ৫।৩৯। শনিবার, নবমী দিবা ১১।৫৪। আর্দ্রানক্ষত্র রাত্রি ২।৪০। আয়ুষ্মানযোগ রাত্রি ৭।৪৬। কৌলবকরণ দিবা ১১।৫৪ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১১।১৭ গতে গরকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ২।৪০ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে-একপাদদোষ, রাত্রি ২।৪০ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, দিবা ১১।৫৪ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৭।৪৪ মধ্যে ও ১।১৬ গতে ২।৪৪ মধ্যে ও ৪।১১ গতে ৫।৩৯। কালরাত্রি ৭।১১ মধ্যে ও ৪।২৬ গতে ৫।৫৭ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- দিবা ১১।৫৪ মধ্যে দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- নবমীর একোদ্দিষ্ট এবং দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৯।৩৮ গতে ১২।৫৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৮ গতে ১০।২৯ মধ্যে ও ১২।৩ গতে ১।৩৮ মধ্যে ও ২।২৫ গতে ৩।৫৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

এই এজলাসে আর আসব না : কল্যাণ

কলকাতা, ৭ মার্চ : হাতজোড় করে ভরা এজলাসে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের কাছে ক্ষমা চাইলেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিচারপতিকে বললেন, 'মাফ করবেন। এই এজলাসে আর মামলা করব না।' যাদবপুরের ঘটনায় শিক্ষামন্ত্রীর নিরাপত্তার ক্ষেত্রে রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি। পালটা আপত্তি জানান কল্যাণ। তখনই দুজনে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন। কল্যাণ বলেন, 'আমি দুঃখিত। যদি আদালতকে অসম্মান করে থাকি তাহলে আমি আর এই আদালতে শুনানির জন্য আসব না।'

যাদবপুরের মামলায় তিনি লড়বেন বলে এদিন বিচারপতি ঘোষের এজলাসে সময় চাইতে গিয়েছিলেন কল্যাণ। ওই সময় বিচারপতি বলেন, 'ওইদিন শিক্ষামন্ত্রীর ওপর এভাবে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল জনতা। তাহলে নিরাপত্তা দেওয়ার দরকার কী? পুলিশের দুর্বলতা রয়েছে।' কিন্তু বিচারপতির যুক্তি মানতে চাননি কল্যাণ। তিনি বলেন, 'এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রুটি। সব ক্ষেত্রে নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে ঢোকা যায় না। কোনও রাজনৈতিক সভা বা দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কর্মী সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায় না। এখন যদি হাইকোর্টের লিগাল সেল কোনও বৈঠক ডাকে সেখানে আমি গেলে কি নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে যাব? তখন আমার ক্ষেত্রে যদি এমন হয় পুলিশ কী করবে?'

কথোপকথনের মাঝেই কল্যাণের উদ্দেশে বিচারপতি বলেন, 'আপনি এমনভাবে আদালতের সঙ্গে কথা বলেন, তাতে এই আদালত নিজেকে অসম্মানিত মনে করছে।' উত্তরে কল্যাণ বলেন, 'আমি দুঃখিত। একপেশে দেখানো হলে কিছু করার নেই। আমি আর এই কোর্টে মামলা করব না।' বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'আমার মনে হয়েছে কোর্টকে ম্যালাইন করার চেষ্টা হয়েছে। গঠনমূলক সমালোচনা এক জিনিস আর ম্যালাইন করার বিষয়টি আলাদা।' এই কথা শুনেই কল্যাণ হাতজোড় করে বলেন, 'মাফ করুন। কোনও মামলাতেই আমি আর এখানে শুনানি করতে আসব না।'

ভূতুড়ে ভোটার ধরবেন সভাপতিরা

অভিষেকের 'না', কোর কমিটি স্থগিত

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ মার্চ : মূলত তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপত্তি ও জেলায় জেলায় দলের পুরোনো কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ নিরসনের জন্যই জেলাস্তরের কোর কমিটি গঠন স্থগিত করে দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃহস্পতিবার দুপুরে দলের রাজ্যস্তরের কোর কমিটি ও জেলা সভাপতিদের নিয়ে বৈঠকে জেলাস্তরে কোর কমিটি ঘোষণা করেছিলেন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। বিষয়টি নজরে আসার পরই অভিষেক তাঁর আপত্তি দলনেত্রীকে জানান। দলের শীর্ষনেতাদের নিয়ে বৈঠক করেন মমতা। জেলাস্তরে কোর কমিটি রাখা হবে কি না, তা নিয়ে রাত পর্যন্ত টানাপোড়েন চলে। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন, এই কোর কমিটি আপাতত স্থগিত থাকছে। কোর কমিটি হবে কি না তা দলনেত্রী ঠিক করবেন। আপাতত দলের জেলা ও ব্লক সভাপতিরাই ভূতুড়ে ভোটার ধরার কাজ করবেন।

কোর কমিটি গঠনের বিষয়টি যেহেতু দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী ঘোষণা করেছিলেন, তাই দলের প্রবীণ নেতারা মনে করেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর সম্মতিতেই তা গঠিত হয়েছে। কারণ, মমতার 'ইয়েসম্যান' বলে পরিচিত বক্সী। কিন্তু এই কোর কমিটি গঠনের বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর অগোচরে ছিল। দলের অন্দরের খবর, অভিষেক যুক্তি দিয়েছেন, মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে লোকসভা ও বিধানসভার অধিবেশন রয়েছে। কোর কমিটিতে থাকা বিধায়ক ও সাংসদরা তাঁদের এলাকায় থাকতে পারবেন না। তাহলে এইসময় ভূতুড়ে ভোটার ধরার কাজ কে করবেন? তাই জেলা ও ব্লক সভাপতিদেরই এই দায়িত্ব নিতে হবে। স্থানীয় নেতৃত্বকে অগ্রাহ্য করে কমিটি গঠন হলে নীচুতলায় তার প্রভাব পড়বে। দলের নেতাদের একাংশ অভিষেকের এই যুক্তিকে মেনে নেন। মমতাও তাতে সম্মতি দেন। তাই রাত পর্যন্ত বহু টানাপোড়েনের পর কমিটি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃহস্পতিবার তৃণমূলের মুখপত্র জাগো বাংলার সান্ধ্য সংস্করণে লেখা হয়েছিল, 'কোর কমিটি গঠন করা হয়েছে'। কিন্তু শুক্রবার প্রভাতী সংস্করণে লেখা হয়, 'কোর কমিটি স্থগিত'। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই পরিবর্তনকে দলের অভ্যন্তরীণ সমীকরণে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কারণ, কোর কমিটির অনেক সদস্য শুক্রবার সকাল পর্যন্তও জানতে পারেননি যে ওই কোর কমিটি স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে।

তৃণমূল সূত্রে খবর, ১৫ মার্চ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলের জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করবেন। ওই বৈঠকের পর এই কোর কমিটি নিয়ে দলনেত্রী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আপাতত দলের জেলা ও ব্লক সভাপতিরাই ভূতুড়ে ভোটার চিহ্নিত করতে এলাকায় ঝাঁপাবেন।

ঘটনাক্রম

- বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা স্তরে কোর কমিটি ঘোষণা করেছিলেন সুব্রত বক্সী
- বিষয়টি নজরে আসার পরই অভিষেক তাঁর আপত্তি দলনেত্রীকে জানান

যাদবপুরে মিটিং, মিছিল এখন বন্ধ

কলকাতা, ৭ মার্চ : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ ছাড়া ১৩ মার্চ পর্যন্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় কোনওরকম কর্মসূচি করা যাবে না, জানালেন বিচারপতি তীর্থংকর ঘোষ। শুক্রবার যাদবপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে বিজেপির মিছিল সংক্রান্ত মামলায় এমনই নির্দেশ দিলেন বিচারপতি।

বিচারপতির নির্দেশ, কোনও সংগঠন আপাতত ওই এলাকায় কর্মসূচি করতে পারবে না। পুলিশকে যথাযথ নজরদারিও করতে বলা হয়েছে। তবে এই মিছিলের অনুমতি দিয়েছে আদালত। বিচারপতির নির্দেশ, রবিবার সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে অবধি নবীনা সিনেমা হল থেকে যাদবপুর থানার ১০০ গজ আগে পর্যন্ত বিজেপি মিছিল করতে পারবে। শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট থানা ও আয়োজকদের।

নির্দেশ হাইকোর্টের

ব্রাত্যর পাশে

কলকাতা, ৭ মার্চ : যাদবপুর ইস্যুতে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর পাশে দাঁড়ালেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। যাদবপুরে শিক্ষামন্ত্রীর ওপর হামলার ঘটনাকে পূর্বপরিকল্পিত বলে দাবি করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, 'শিক্ষামন্ত্রী হঠাৎ তিন বছর পরে '২৬-এর ভোট যখন দরজায় কড়া নাড়ছে, তখন যাদবপুরে যেতে গেলেন কেন?' যদিও বিজেপির আঁতাতের অভিযোগ উড়িয়ে এদিন বিধানসভায় অধ্যক্ষ বলেন, 'এসব আঁতাতের তত্ত্ব মনগড়া। এই ঘটনার পরেও তিনি আহত ছাত্রের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন। খোঁজ নিয়েছেন।'

রোজার জন্য অধিবেশনে কাটছাঁট

কলকাতা, ৭ মার্চ : রমজান মাসের জন্য বিধানসভার আসন্ন অধিবেশন বিকাল ৪টের মধ্যে শেষ করতে অনুরোধ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ১০ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় ও শেষ দফার অধিবেশন। শুক্রবার অধিবেশনের কর্মসূচি স্থির করতে বিধানসভার কার্যনির্বাহী কমিটির (বিএ) বৈঠক বসে। সেই বৈঠকের শেষে এই কথা জানিয়েছেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিকে এপ্রিল মাসে রাজ্য সরকারের তৈরি দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন হওয়ার কথা। '২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্দির পরিকল্পনাকে 'ছদ্ম হিন্দুত্ব' বলে এদিন কটাক্ষ করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বিধানসভার আসন্ন অধিবেশন চলবে ১০ মার্চ থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে রমজান মাস। শাসকদলের বিধায়কদের একটা বড় অংশই সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের। তাঁদের কথা মাথায় রেখেই মুখ্যমন্ত্রী অধ্যক্ষকে চলতি অধিবেশনের সময় কিছুটা কাটছাঁট করার অনুরোধ করেছেন। এদিন বিএ কমিটির বৈঠকের পর অধ্যক্ষ বলেন, 'রোজা চলছে। অনেক বিধায়ক রোজা রাখেন। তাই মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ করেছেন, বিকাল ৪টের মধ্যে যাতে অধিবেশনের কাজ শেষ করা যায়। আমরা সেটাই চেষ্টা করছি।'

সাউথসিটি মল কিনছে মার্কিন সংস্থা

কলকাতা, ৭ মার্চ : পূর্বাঞ্চলের সবথেকে বড় শপিং মল সাউথসিটি কিনতে চলেছে আমেরিকার লগ্নি সংস্থা ব্ল্যাক স্টোন। ইতিমধ্যে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। ৩৫০০ কোটি টাকায় এই মলটি তারা কিনতে পারে। এই মুহূর্তে ভারতে দেশের ১৪টি শহরে ১৮টি মল কিনেছে ওই সংস্থা। ২০০৮ সালে এই মলটি চালু হয়েছিল। এখানেই রয়েছে বৃহত্তম ফুড কোর্ট। ১২৫০টি গাড়ি একসঙ্গে পার্ক করা যায়। এছাড়া বহু নামি কোম্পানির আউটলেটও এখানে রয়েছে।

চলতি মাসে ফল প্রকাশ

কলকাতা, ৭ মার্চ : মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যেই উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশ হবে। শুক্রবার একথা জানিয়েছেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য।

মার্চের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ হওয়ার কথা। সেক্ষেত্রে তৃতীয় সপ্তাহ নাগাদ উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। এবছরের উচ্চমাধ্যমিক শুরু হয়েছে ৩ মার্চ থেকে। মোট পরীক্ষার্থী ৫ লক্ষ ৯ হাজার।

প্রশ্ন অনেক, উত্তর দায়সারা

কুশমণ্ডির একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা বাগিচাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। ওই পঞ্চায়েতের প্রধান মৌমিতা পারভিন। তৃণমূল পরিচালিত বোর্ডে তিনি প্রায় দেড় বছর ধরে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। রাজ্যের শাসকদলের প্রধান হওয়া সত্ত্বেও নানা উন্নয়নমূলক কাজে অনেকটাই পিছিয়ে তাঁর পঞ্চায়েত। তাঁকেই নানা প্রশ্ন **উত্তরবঙ্গ সংবাদের**।

জনতার চার্জশিট

বাগিচাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

মৌমিতা পারভিন
প্রধান, বাগিচাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

প্রশ্ন : পানীয় জলের সমস্যা কতটা মেটাতে পেরেছেন ?

উত্তর - সবখানে পানীয় জলের সমস্যা মেটানো সম্ভব হয়নি। হাজারিপাড়া ও খারুয়া গ্রামে জলের অভাব আছে। এছাড়াও উখুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানীয় জলের অভাব আছে তবে খুব দ্রুত এই জলের সমস্যা মেটানো হবে। জলের কষ্ট সবচেয়ে বেশি পঞ্চায়েত এলাকার আদিবাসীপাড়ায়।

প্রশ্ন : রাস্তার সমস্যা নিয়ে কী ভাবছেন?

উত্তর : রাস্তা নেই বিন্নাকুড়িতে। আলপথ দিয়ে যাতায়াত করেন গ্রামের মানুষজন। আলপথ থেকেই বড় রাস্তা করা যায়, যদি মানুষ নিজেরাই জমি দান করতে এগিয়ে আসেন। এছাড়া পঞ্চায়েতে আসার জন্য চৌরাস্তা থেকে পঞ্চায়েত অফিস পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার ভীষণ প্রয়োজন। যদিও ওই রাস্তা সংস্কারের দায়িত্ব জেলা পরিষদের।

প্রশ্ন : পঞ্চায়েত এলাকার সমস্ত নোংরা আবর্জনা বয়ে নিয়ে যায় শ্রীমতী নদী। নদী পরিষ্কার কিংবা খননের কোনও উদ্যোগ পঞ্চায়েত কি নিয়েছে?

উত্তর : না, শ্রীমতী খনন হয়নি। ভবিষ্যতে কী হবে পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি।

প্রশ্ন : কতগুলো পরিবারের আবাসের তালিকায় নাম নেই ?

উত্তর - কমপক্ষে এক হাজার মানুষের নাম নেই আবাসের তালিকায়। সকলেই ঘর পাওয়ার উপযুক্ত।

প্রশ্ন : হরিরামপুরের বাজার, অফিস, সব আপনার পঞ্চায়েতে। এখানকার নোংরা কীভাবে পরিষ্কার হচ্ছে ?

উত্তর : সম্প্রতি একটি আবর্জনা ফেলার জায়গা তৈরি করা হয়েছে। ছোট ছোট ভ্যান গাড়িতে করে বিভিন্ন প্রান্তের নোংরা এনে সেখানে রাখা হচ্ছে। তবে পুরোপুরি কাজ শুরু হয়নি।

প্রশ্ন : সম্প্রতি সমীক্ষায় দেখা গেছে হরিরামপুরের বাল্যবিবাহের পরিসংখ্যান জেলার মধ্যে এগিয়ে। পঞ্চায়েত কী ভাবছে?

উত্তর : বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাল্যবিবাহ হচ্ছে চুপিসারে। প্রতিটি সংসদে সংসদ সদস্যরা এই বিষয়ে সচেতনতামূলক বার্তা দিচ্ছেন। কিন্তু এর মাঝেও বাল্যবিবাহ ঘটে যাচ্ছে।

প্রশ্ন : হরিরামপুরে সবচেয়ে বড় সমস্যা ড্রেন। অভিযোগ, ড্রেন পরিষ্কার করে না পঞ্চায়েত।

উত্তর : এই অভিযোগ ঠিক নয়। পঞ্চায়েত থেকে নিয়মিত ড্রেন পরিষ্কার করা হয়। সাধারণ নাগরিকদের সচেতন হওয়া জরুরি।

একনজরে

মোট গ্রাম সংসদ-- ২৭
বিজেপি- ১১
তৃণমূল- ১৪
সিপিএম- ২
পরে তৃণমূলে যোগ দেন সিপিএমের দুই সদস্য
বর্তমানে তৃণমূলের সংখ্যা - ১৬ জন
আয়তন-- ৩৬.৮৪ বর্গ কিলোমিটার
জনসংখ্যা-- ২৮ হাজার ৫৩৬ জন

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

মাছ ধরতে ব্যস্ত।। আলিপুরদুয়ারের শিসামারা নদীতে ছবিটি তুলেছেন ফালাকাটার শুভঙ্কর পরিড়া।

থালা-বাসন বাজিয়ে আইসিডিএস-এ বিক্ষোভ

মানিকচক, ৭ মার্চ : মানিকচকের শেখপুরা মধ্যমপাড়া আইসিডিএস কেন্দ্রে অনিয়ম ও নিম্নমানের খাদ্যসামগ্রী পরিবেশনের অভিযোগ উঠল। এর প্রতিবাদে শুক্রবার স্থানীয় মহিলারা থালাবাসন বাজিয়ে বিক্ষোভ দেখান। কেন্দ্রের কর্মী ও সহায়িকাকে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে আটকে রাখেন শেখপুরা মধ্যমপাড়া গ্রামের মহিলারা। অভিযোগ, আইসিডিএস সেন্টারটি নিয়মিত খোলাই হয় না। আর খোলা থাকলেও গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের নিম্নমানের খাদ্যসামগ্রী পরিবেশন করা হয়। বারবার অভিযোগ জানিয়েও লাভ হয়নি। শেষমেশ আইসিডিএস সেন্টারের কর্মীদের আটকে রেখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। যদিও অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন কর্মী ওয়াহেদা খাতুন।

স্থানীয় গৃহবধূ ফাতেমা খাতুনের অভিযোগ, 'নিম্নমানের খাদ্যসামগ্রী পরিবেশন করা হয়। নিয়মিত ডিমও দেওয়া হয় না। কোনও কারণ ছাড়াই চারদিন ধরে বন্ধ সেন্টার। তাই আমরা বাধ্য হয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছি।'

যদিও এই প্রথম নয়, এর আগেও একই অভিযোগে বেশ কয়েকবার বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। এমনটাই দাবি এলিজা খাতুন নামে আরেক গৃহবধূর। তিনি বলেন,'এই কেন্দ্রটি কোনও নিয়ম না মেনেই খোলা ও বন্ধ করা হয়। কিছু জিজ্ঞাসা করলেই দুর্ব্যবহার করা হয়। শিশুদের পড়াশোনা হয় না। বারবার অভিযোগ জানিয়েও প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।'

তবে এই সমস্ত অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন কেন্দ্রের ওয়ার্কার ওয়াহেদা বেগম। তাঁর দাবি, 'তিনদিন ধরে ব্লকে ট্রেনিং থাকায় আমি সেন্টারে যেতে পারিনি। তবে আমি না থাকলেও হেল্পার গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের জন্য প্রতিনিয়ত খাবার দিয়েছেন। ষড়যন্ত্র করে মহিলারা মিথ্যা বলছেন।'

বিষয়টি জানতে পেরে ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ করেছেন মানিকচক ব্লকের আইসিডিএস আধিকারিক দীপনারায়ণ কুণ্ডু। তিনি বলেন, 'সুপারভাইজার মারফত খোঁজ নিয়ে দেখেছি ঘটনাটি সত্যি। ওয়ার্কার ট্রেনিংয়ে থাকলেও কেন্দ্রে কোনওমতে খাবার পরিবেশন বন্ধ করা যাবে না। তা সত্ত্বেও খাবার বন্ধ করা হয়েছে। তাই ওয়ার্কারকে শোকজ করা হয়েছে।'

কাঠবোঝাই ট্রাক আটক

ইটাহার, ৭ মার্চ : আকাশমণি গাছের কাঠবোঝাই একটি ট্রাক আটক করল পুলিশ ও বন দপ্তর। বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা নাগাদ ইটাহার থানার কালোমাটিয়া এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে ট্রাকটি দাঁড়িয়েছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ইটাহার থানার পুলিশকে নিয়ে অভিযান চালান বন দপ্তরের কর্মীরা। লক্ষাধিক টাকার কাঠ সহ গাড়িটি আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে কাঠগুলি ঝাড়খণ্ড থেকে আনা হচ্ছিল।

বন দপ্তরের রেঞ্জ অফিসার সৌভিক ঝা বলেন, 'সন্দেহজনকভাবে কাঠবোঝাই একটি ট্রাক আটক করা হয়েছে। বৈধ চালান ও নথিপত্র আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

ভুয়ো ভোটার বিতর্কে কড়া প্রশাসন

কুমারগঞ্জ, ৭ মার্চ : রাজ্যে ভুয়ো ভোটার ইস্যুতে বিতর্ক চলার মধ্যেই কুমারগঞ্জ ব্লক প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কুমারগঞ্জ ব্লক প্রশাসন বৃহস্পতিবার জরুরি এক সভার আয়োজন করে।

বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাসের নেতৃত্বে আয়োজিত এই সভায় সমস্ত বুথ লেভেল অফিসার ও ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় যুক্ত সুপারভাইজাররা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে বিডিও স্পষ্ট নির্দেশ দেন যে, এখন থেকে শুধুমাত্র কাগজপত্র জমা দিলেই ভোটার তালিকায় নাম তোলা, সংশোধন বা ভোটকেন্দ্র পরিবর্তন করা যাবে না। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, আবেদনকারীকে নির্দিষ্ট দিনে ব্লক অফিসে এসে শুনানিতে নিজে উপস্থিত থাকতে হবে।

বিডিও আরও বলেন, 'এতদিন হিয়ারিং বাধ্যতামূলক ছিল না। আবেদনকারীর নথিপত্র এবং বিএলও-র রিপোর্ট ঠিক থাকলেই ভোটার তালিকায় নাম তোলা বা সংশোধন করা হত। কিন্তু এখন থেকে আবেদনকারীর শারীরিক উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।'

প্রশাসনের দাবি, নতুন নিয়ম কার্যকর হলে ভোটার পরিচয় সংক্রান্ত জালিয়াতি রোধ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

পাটবোঝাই পিকআপ ভ্যানে আগুন

বৈষ্ণবনগর, ৭ মার্চ : পাটবোঝাই পিকআপ ভ্যানের গাড়িতে আগুন লাগায় চাঞ্চল্য ছড়াল বৈষ্ণবনগর থানার কৃষ্ণপুর পঞ্চায়েতের চরসুজাপুর কার্তিকপাড়ায়।

কালিয়াচক ৩ নম্বর কার্তিকপাড়া গ্রামে দাঁড়িয়ে থাকা একটি পিকআপ ভ্যান পাটবোঝাই করছিল। সেই সময় হঠাৎই কোনওভাবে গাড়িটিতে আগুন লেগে যায়।

স্থানীয় বাসিন্দা তাপস মণ্ডল বলেন,'আমাদের এলাকার সবাই এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। কিন্তু আগুনকে বাগে আনতে না পারায় খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীকে। মালদা থেকে একটি দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ক্ষতির পরিমাণ লক্ষাধিক টাকা। কীভাবে আগুন লেগেছিল, তা খতিয়ে দেখতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।'

খোয়া যাওয়া মোবাইল ফেরাল পুলিশ

পতিরাম, ৭ মার্চ : হারিয়ে যাওয়া ও চুরি হওয়া ১৬টি মোবাইল ফিরে পেলেন তাঁদের প্রকৃত মালিকরা। কয়েক মাসে পতিরাম থানায় মোবাইল চুরির একাধিক অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তদন্ত চালিয়ে পুলিশ ১৬টি মোবাইল উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। শুক্রবার থানার তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে মোবাইলগুলি প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

পতিরাম থানার আধিকারিক সৎকার স্যাংবো জানান, 'অভিযোগ পাওয়ার পর থেকে আমরা তদন্তে নেমেছিলাম। ১৬টি মোবাইল উদ্ধার করে সেগুলি প্রকৃত মালিকদের ফিরিয়ে দিলাম। ভবিষ্যতে এমন আরও অভিযান চালিয়ে জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।'

শব্দবাজি নষ্ট করল পুলিশ

ডালখোলা, ৭ মার্চ : বাজেয়াপ্ত হওয়া নিষিদ্ধ শব্দবাজি নষ্ট করল পুলিশ। শুক্রবার ডালখোলা পুরসভার ডাম্পিং গ্রাউন্ড সংলগ্ন এলাকায় পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বম্ব ডিসপোজাল দল নিষিদ্ধ শব্দবাজি নষ্ট করে। বিভিন্ন সময় ডালখোলা থানার পুলিশ এই নিষিদ্ধ শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করেছিল। সূত্রের খবর, প্রায় ৪৫ কেজি নিষিদ্ধ বাজি এদিন নষ্ট করা হয়। কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এলাকায় অ্যাম্বুল্যান্স ও দমকল বাহিনী উপস্থিত ছিল।

দুর্ঘটনা

ইটাহার, ৭ মার্চ : দাঁড়িয়ে থাকা পিকআপ ভ্যানকে ধাক্কা দিল পেঁয়াজ বোঝাই ট্রাক। শুক্রবার ভোরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারের বেকিডাঙ্গা এলাকায়। ট্রাকের অতিরিক্ত গতির কারণেই এই দুর্ঘটনা, প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় ট্রাকের ড্রাইভার ও খালাসি আহত হন। তাদের উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেলে পাঠানো হয়।

মদ উদ্ধার

বৈষ্ণবনগর, ৭ মার্চ : ১২০ বোতল দেশি মদ সহ এক তরুণকে আটক করে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। শুক্রবার আর্সেনিক ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এলাকা থেকে তাকে আটক করে। পুলিশসূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এদিন বেদরাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের দাড়িয়াপুর আর্সেনিক ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এলাকায় হানা দিয়ে টোটো সহ এক তরুণকে আটক করে পুলিশ। টোটোতেই উদ্ধার হয় বেআইনি মদ।

শৈশবের যেসব খেলা শুধু টিকে আছে গ্রামে। শুক্রবার বালুরঘাটে। - অভিজিৎ সরকার

শ্বশুরের টাকা 'ছিনতাই' জামাইয়ের

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৭ মার্চ : সংসার খরচ তো দেওয়া দূর অস্ত, নেশাগ্রস্ত স্বামীই উলটে স্ত্রীর কাছে হাতখরচ নেয়।। তাই স্ত্রী অভিমান করে স্বামীকে ছেড়ে দিল্লি চলে গিয়েছেন শ্রমিকের কাজে। স্ত্রীর অবর্তমানে হাত খরচের টাকা জোগাড় করতে ফুচকা ব্যবসায়ী শ্বশুরের দোকান গাড়ি আটকে টাকা দাবি করে জামাই। আর সে টাকা দিতে অস্বীকার করলে, শ্বশুরের কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নিয়ে পালায় ওই গুণধর।

কোনও উপায় না পেয়ে টাকা উদ্ধার করতে জামাইয়ের বাড়িতে শ্বশুর গেলে বেধে যায় তুলকালাম। জামাই ও শ্বশুরের পরিবারের হাতাহাতিতে রণক্ষেত্র চেহারা নেয় বালুরঘাট ব্লকের বড় কাশিপুর গ্রাম। দুপক্ষের সংঘর্ষে চারজন কমবেশি আহত হয়েছেন। এদিন দুই তরফে বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। গতকাল রাতে ওই গোলমালের খবর পেয়ে বালুরঘাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

জানা গিয়েছে, বড় কাশিপুর গ্রামের সত্য বর্মনের সাথে ওই গ্রামেরই ফণী হাজরার মেয়ের বিয়ে হয়েছিল দীর্ঘদিন আগে। ওই দম্পতির ছেলেমেয়েরাও এখন বড় হয়ে গিয়েছে। সত্য বর্মনের মেয়ের যেমন বিয়ে হয়ে গিয়েছে, তেমনই ছেলেও দিল্লিতে কাজ করে। এদিকে স্বামীর সাথে থেকে গেছিলেন সত্য বর্মনের স্ত্রী। কিন্তু নেশাগ্রস্ত স্বামী সংসার খরচা দেয় না, উলটে বাড়ির টাকা ছিনিয়ে নিয়ে নেশা করে আসে বলে স্ত্রী অভিমান করে দিল্লিতে ছেলের কাছে চলে গিয়েছে। এরপরে কার্যত টনক নড়ে সত্য বর্মনের। তার বৃদ্ধ মাকে নিয়ে সংসার চালাতে সমস্যা হওয়ায়, সে কিছুদিন নেপালেও শ্রমিকের কাজ করতে গিয়েছিল। সম্প্রতি সে বাড়ি ফিরে আসে। একদিকে স্ত্রী বাড়িতে না থাকা ও অন্যদিকে টাকাপয়সা হাতে না থাকায় প্রবল সমস্যায় পড়ে যায় সত্য। সব রাগ গিয়ে পরে শ্বশুরের ওপরে।

সত্যর ফুচকা ব্যবসায়ী শ্বশুর ফণী হাজরার অভিযোগ, 'বৃহস্পতিবার রাতে ফুচকার দোকান নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তা আটকে টাকা চায় জামাই সত্য। অস্বীকার করলে ধাক্কা মেরে ১১০০ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়।' এরপর ফণী হাজরা ও তাঁর স্ত্রী মিলে সত্যর মায়ের কাছে অভিযোগ জানাতে যায়। ওই সময়েই বেয়ান ও জামাই মিলে তাদের প্রবল মারধর শুরু করে বলে অভিযোগ।

এদিকে সত্যর মা সরস্বতী বর্মনের অভিযোগ, 'আচমকা বেয়াই-বেয়ান বাড়িতে ঢুকে আমাদের মারধর শুরু করে দেয়। ঘটনায় আমি আহত হই। ছেলেকেও মারধর করেছে।' বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস বলেন, অভিযোগ খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হবে।

মুখাশিল্প 'গমীরা' আসছে সেলুলয়েডে

রণবীর দেব অধিকারী ও চন্দ্রনারায়ণ সাহা

রায়গঞ্জ, ৭ মার্চ : দুই দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ মুখাশিল্প গমীরা এবার বড় পর্দায়। সৌজন্যে পরিচালক ডাঃ স্বর্ণায়ু মৈত্র। বৃহস্পতিবারই প্রকাশ্যে এল তাঁর পরিচালনায় নির্মিত ভামিনী ছবির প্রথম ঝলক। ছবিটিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন টলিউড অভিনেত্রী প্রিয়াংকা সরকার, অভিনেতা তথাগত মুখোপাধ্যায় ও সন্দীপ ভট্টাচার্য। রয়েছেন বলিউড অভিনেতা উমাকান্ত পাটিলও। গমীরা শিল্পকে সামনে রেখেই আবর্তিত হয়েছে একটি রহস্য উদ্ঘাটনের গল্প। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে জেলার প্রাচীন এই লোকশিল্প নতুন আঙ্গিকে আপামর মানুষের কাছে উপস্থাপিত হবে বলে আশাবাদী গমীরা শিল্পের গবেষক ডঃ অভিজিৎ চৌধুরী।

অভিজিৎবাবু পেশায় ইটাহার হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক। তিনি বলেন, 'এই গমীরা নৃত্য শিল্পকলা একটি বিলুপ্তপ্রায় মুখোশ নাচ। আগামী ২৫ এপ্রিল বড় পর্দায় আসতে চলেছে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছায়াছবি ভামিনী। সেই ছবিতে এক গমীরা নৃত্যশিল্পীর ভূমিকায় দেখা যাবে প্রিয়াংকাকে। তবে ছবিতে বাস্তবের গমীরা শিল্পীদেরও দেখা যাবে ওই ছায়াছবিতে।'

পরিচালক স্বর্ণায়ু মৈত্র শোনালেন কীভাবে এগিয়েছে সিনেমার কাহিনী। ৪ জন সাহসী মেয়ে বাহা, মুন্নি, মেঘা ও সুহিতার অশুভর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের গল্প রয়েছে এই সিনেমায়। ছবিতে সুহিতার চরিত্রে অভিনয় করছেন প্রিয়াংকা সরকার। নাচের পাশাপাশি সুহিতা অধ্যাপনাও করেন। প্রতিবাদী এই মেয়েটি নাচের দলকে টিকিয়ে রাখতে অসামাজিক কাজের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। বালুরঘাটে চলছিল একটি অনৈতিক ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল। তার বিরুদ্ধেই শিল্পীদের প্রতিবাদ নিয়ে এই ছবি। প্রথমবার জুটি হিসেবে অভিনয় করছেন তথাগত এবং প্রিয়াংকা। মারাঠি অভিনেতা উমাকান্ত পাটিল এই ছবিতে ইন্দ্র আহুজার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন এক স্পেশাল অফিসারের চরিত্রে। স্বর্ণায়ু বলেন, 'সব মিলিয়ে একটি রোমহর্ষক ক্রাইম থ্রিলার উপভোগ করবেন দর্শকরা। থ্রিলার হলেও এই ছবিতে লোকশিল্প গমীরা নৃত্যের আঙ্গিকে গল্পকে ব্যবহার করা হয়েছে।'

পরিচালক জানান, দিনাজপুরের প্রেক্ষাপটে গোটা ছবিটির শুটিং হয়েছে বালুরঘাট, কুশমণ্ডিতে। এখানে মালদা ও দুই দিনাজপুরের প্রায় ৩০ জন থিয়েটার কর্মী অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছেন। ৪৫ লক্ষ টাকার মতো বাজেটের এই ছবিতে মাঙ্গলিকা নাট্যদল, খন অ্যাকাডেমির শিল্পীরাও অভিনয় করেছেন।

টলিউড ও বলিউডের সঙ্গে পাল্লা দেবেন মাটির শিল্পীরাও

অভিনয়ের সুযোগ পেয়ে খুশি মুখাশিল্পী ভোলানাথ সরকার, আসারু সরকার, বিক্রম সরকার, শিবেশ সরকার, প্রদীপ সরকারের মতো কৃষিজীবীরা। অজিত, মতিকান্ত, শুভঙ্কর, সুকেনের মতো কলেজপড়ুয়া উচ্ছ্বসিত। তাঁরা বলেন, 'গমীরার মূল সুর অশুভর বিরুদ্ধে লড়াই করে শুভশক্তির জয়। ওঁকার ফিল্ম প্রোডাকশনের বাণিজ্যিক ছবিতেও সেই গল্পকেই ধরা হয়েছে সেলুলয়েডে। এই সিনেমা দেখে গমীরা নৃত্য নিয়ে সকলের আগ্রহ বৃদ্ধি পেলে বেঁচে উঠবে লুপ্তপ্রায় প্রাচীন এই লোকশিল্প।'

সাত লক্ষ টাকায় রাস্তা সংস্কার

বালুরঘাট, ৭ মার্চ : বালুরঘাটে আদিবাসী অধ্যুষিত আয়নাপাড়ায় চলাচলের একমাত্র রাস্তা দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল। অবশেষে বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে সেই রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হল। শুক্রবার দুপুরে বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখণ্ড পঞ্চায়েত এলাকায় কাজের সূচনা করেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার। উপস্থিত ছিলেন প্রধান দেবদূত বর্মন, স্থানীয় জেলা পরিষদের সদস্য অশোক কুজুর প্রমুখ।

বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার জানান,'বেশিভাগ রাস্তা হয়ে গেলেও কিছুটা রাস্তা মাটির ছিল। বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে প্রায় ২০০ মিটার এই মাটির রাস্তাটি কংক্রিটের করা হচ্ছে। এর জন্য খরচ হচ্ছে ৭ লক্ষ টাকা।'

কোটি টাকার মাদক ধ্বংস

হিলি, ৭ মার্চ : ১৯ বছর ধরে মালখানায় জমে থাকা মাদকদ্রব্য বিনষ্ট করল হিলি থানার পুলিশ। শুক্রবার দুপুরে থানা চত্বরে ডিএসপি হেডকোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদের উপস্থিতিতে প্রায় কোটি টাকার মাদকদ্রব্য নষ্ট করা হয়।

যন্ত্র দিয়ে মাটি খোঁড়ার পর কাফ সিরাপ, গাঁজা, নেশার ট্যাবলেট, মদ সহ একাধিক মাদকদ্রব্য গর্তে ফেলা হয়। পরে আগুন ধরিয়ে সেগুলি নষ্ট করা হয়।

ডিএসপি হেডকোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ বলেন,'২০০৬ সাল থেকে হিলি থানার মালখানায় বাজেয়াপ্ত করা মাদকদ্রব্য জমে ছিল। নির্দিষ্ট আইনানুগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ড্রাগস ডিসপোজাল কমিটির উপস্থিতিতে মাদকদ্রব্যগুলির ডিস্ট্রয় করা হয়।'

চোর সন্দেহে ধৃত তরুণ

বালুরঘাট, ৭ মার্চ : চোর সন্দেহে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল বালুরঘাট থানার পুলিশ। ধৃতের নাম সঞ্জিত রায়(৩২)। বালুরঘাট শহরের চকভৃগু এলাকায় তার বাড়ি। বৃহস্পতিবার ওই এলাকায় একটি সরকারি পানীয় জলের মেশিন বসানোর কাজ শুরু হয়েছিল। ওই প্রকল্পের তালা ভেঙে তিনি পাম্প চুরি করেন। তদন্তের সূত্র ধরেই পুলিশ ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে।

পথসভা

পতিরাম, ৭ মার্চ : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ব্রাত্য বসুর উপর বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের আক্রমণের অভিযোগ তুলে প্রতিবাদ সভা হল মাঝিয়ান ক্যাম্পাসে। সারা বাংলা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতি এবং ওয়েবকুপার যৌথ উদ্যোগে এদিনের প্রতিবাদ কর্মসূচি আয়োজিত হয়।

বাল্যবিবাহ রোধে সীমান্ত গ্রামে শিবির

নিউজ ব্যুরো

৭ মার্চ : বাল্যবিবাহ রোধে সীমান্তবর্তী গ্রাম ডাংবিরলে এবার সচেতনতার প্রচারে এগিয়ে এল বিএসএফ। বৃহস্পতিবার গোপালবাটীর ডাংবিরল প্রাথমিক স্কুল প্রাঙ্গণে এক সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। বিএসএফের পক্ষে হিলি অ্যান্টি-হিউম্যান ট্রাফিকিং ইউনিটের প্রতিনিধি ডাংবিরলের সচেতনতামূলক সভায় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য, শিক্ষিকারা, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহ ১৬৪ জন গ্রামবাসী। শিবিরে বাল্যবিবাহের কুফল, আইনগত দিক এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সচেতনতা শিবিরের মাধ্যমে অভিভাবক ও কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয় এবং সমাজকে আরও সক্রিয়ভাবে এই কুপ্রথা প্রতিরোধের আহ্বান জানানো হয়।

বাল্যবিবাহ কিশোরী ও কিশোরদের ভবিষ্যৎকে ঝুঁকির মুখে ফেলে এবং সমাজে একাধিক সমস্যা সৃষ্টি করে। প্রশাসনের প্রচেষ্টা ও সচেতনতা প্রচারের পরও, গত এক বছরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় প্রায় সাত হাজার বাল্যবিবাহ হয়েছে। এর মধ্যে আঠারো বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন সাড়ে চার হাজার নাবালিকা। এই খবর প্রকাশিত হয় একমাত্র উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সমাজকল্যাণ দপ্তর শক্তিবাহিনী সহ একাধিক সমাজসেবী সংগঠনের উদ্যোগে আজ এক দিবসীয় শিশু নির্যাতন ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সভা অনুষ্ঠিত হল কুশমণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতির সভাঘরে। উপস্থিত ছিলেন বিডিও নয়না দে, আইসি তরুণ সাহা, শক্তিবাহিনীর আহ্বায়ক মিজানুর রহমান সহ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মরিয়ম মার্ডি ও ব্লকের আধিকারিক, সাধারণ মানুষ ও ছাত্রছাত্রীরা।

সেমিনারে মহিলারা। শুক্রবার তোলা সংবাদচিত্র।

সভায় বিএমওএইচ অমিত দাস মাতৃত্বজনিত মৃত্যুর তথ্য পেশ করতে গিয়ে বলেন গত তিন বছরে একজন করে ১৫ বছরের কমবয়সি মায়ের মৃত্যু ঘটেছে। ২০২৩-'২৪ সালে কুশমণ্ডি ব্লকে ৩,৮৭২ জন নথিভুক্ত গর্ভবতীর মধ্যে ১৫ জনের বয়স ১৫ বছরের কম। ২০২৪-'২৫ বর্ষে নথিভুক্ত গর্ভবতী মায়ের মধ্যে ১১ জনের বয়স ১৫ বছর। অপরিণত বয়সে বিয়ের ফলে মাতৃত্বজনিত মৃত্যু কমাবার সরকারি প্রয়াস থাকলেও এটা যে কোনওভাবেই আটকানো যাচ্ছে না, তা এদিন বিএমওএইচ অমিত দাসের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে যায়।

শক্তিবাহিনীর জেলার আহ্বায়ক মিজানুর রহমান জানান, 'এই সমস্যা দূরীকরণেই গোটা জেলাজুড়ে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে জেলা প্রশাসনের তরফে। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের পাশাপাশি জেলার প্রত্যেকটি পঞ্চায়েতের সংসদে সভা করা হবে।' বিডিও নয়না দে জানান, 'ব্লকের আটটি পঞ্চায়েতের প্রতিটি সংসদে এবং প্রতিটি স্কুলে এই কর্মসূচি লাগাতার ভাবে করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।'

বৃহস্পতিবার বংশীহারী ব্লক প্রশাসনের সহযোগিতায় ও শক্তিবাহিনীর পরিচালনায় বাল্যবিবাহ, নারী পাচার ও যৌন হেনস্তা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে একটি সেমিনার হল বংশীহারী বিডিও অফিসের টাউন সভাকক্ষে। এদিন সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন বংশীহারীর বিডিও পূজা মিনা, জয়েন্ট বিডিও মানবেন্দ্রনাথ সাহা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গণেশ সাহা প্রমুখ।

শক্তি বাহিনীর পক্ষে স্বরূপ বসাক বলেন, 'আমরা বহু চেষ্টার পরেও বাল্যবিবাহ এবং নারী পাচার বন্ধ করতে পারছি না। সেজন্য আজ সকলের কাছে বাল্যবিবাহ, নারী পাচার এবং যৌন হেনস্তা বন্ধ করতে আবেদন জানিয়েছি।'

Great Eastern™
We serve you best
WATCH CRICKET CARNIVAL IN A BIGGER SCREEN
FREE BAT
on every purchase of LED TV & AC*
NEWLY OPENED AT RAGHUNATHGANJ
Beside Motherland, Opp. Biswas Marble, M: 9547476737
Upto CASH BACK 26000* On Debit & Credit Cards
Upto 36 MONTH EMI
1 EMI OFF
0 DOWN PAYMENT*
30 DAYS REPLACEMENT* GUARANTEE
BAJAJ FINSERV
IDFC FIRST Bank
kotak Kotak Mahindra Bank
HDB FINANCIAL SERVICES
SAMSUNG SONY LG LLOYD AKAI ONIDA Panasonic Haier
24 LED TV ₹ 5990
32 SMART TV ₹ 8990
32 GOOGLE TV ₹ 10490
32 QLED GOOGLE TV ₹ 12990
43 SMART TV ₹ 17490
43 GOOGLE TV ₹ 18390
43 4K GOOGLE TV ₹ 22990
43 4K QLED ₹ 25490
55 4K GOOGLE TV ₹ 32490
55 4K QLED ₹ 35990
65 4K GOOGLE TV ₹ 44990
75 4K GOOGLE TV ₹ 75990
FREE MIXI + KETTLE
ONIDA 1.5 Ton - Inverter ₹ 32490*
Godrej 1.5 Ton - Inverter ₹ 33990*
Haier 1.5 Ton - Inverter ₹ 36990*
VOLTAS 1.5 Ton - Inverter ₹ 36990*
Panasonic 1.5 Ton - Inverter ₹ 39990*
IFB 1.5 Ton - Inverter ₹ 35990*
MITSUBISHI ELECTRIC 1.5 Ton - Inverter ₹ 38990*
ONIDA 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 37990*
Godrej 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 38990*
Haier 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 43990*
VOLTAS 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 42990*
Panasonic 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 49990*
IFB 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 40990*
MITSUBISHI ELECTRIC 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 46990*
LLOYD 1.5 Ton - Inverter ₹ 36490*
BLUE STAR 1.5 Ton - Inverter ₹ 38990*
LG 1.5 Ton - Inverter ₹ 38990*
HITACHI 1.5 Ton - Inverter ₹ 38990*
SAMSUNG 1.5 Ton - Inverter ₹ 35990*
Carrier 1.5 Ton - Inverter ₹ 37990*
Whirlpool 1.5 Ton - Inverter ₹ 33990*
LLOYD 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 42490*
BLUE STAR 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 45990*
LG 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 46990*
HITACHI 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 45990*
SAMSUNG 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 42990*
Carrier 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 43990*
Whirlpool 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 38990*
GREAT EASTERN TRADING CO.
TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 97+ STORES
OUR LOCATIONS NEAR YOU
BRANCHES:
SILIGURI Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall 84200 55257
BAGDOGRA Near Station More, Opp. Lower Bagdogra 85840 38100
RAIGANJ Near Sandha Tara, Bhawan 85840 64028
MALDA Pranta Pally, N H 34 85840 64029
BALURGHAT B.T. Park, Tank More 90739 31660
JALPAIGURI Siliguri Main Road, Beguntari 98301 22859
S.F. ROAD Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road 85840 64025
COOCHBEHAR N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi 84200 55240
DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718
OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT.
*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock last. *Price includes cashback & exchange offer. *Offer applicable on selected models & Brands
WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444
LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI HYUNDAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA Carrier oppo vivo HAVELLS

নারী যখন দশভূজা...

সামনে রংয়ের উৎসব। তার আগে গাজোলের কারখানায় আবির তৈরিতে ব্যস্তা। ইংরেজবাজারে প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে রাজপথে। শুক্রবার ছবি দুটি তুলেছেন পঙ্কজ ঘোষ ও স্বরূপ সাহা।

মালদার গর্ব বিভা, রায়গঞ্জের সঞ্চিতা

মালদা ও রায়গঞ্জ, ৭ মার্চ : নারী হয়েও সাহস দেখিয়েছিলেন বিভা সমাদ্দার। শুধুমাত্র অধ্যাপনায় নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। নিজেকে একজন এনসিসি ক্যাডার তৈরি করেছিলেন। তার সুবাদে কলেজের এনসিসি'র দায়িত্ব তাঁর কাঁধে তুলে দেওয়া হয়। জন্ম মালদায়। লেখাপড়াও এই জেলায়। তবে কর্মসূত্রে বিভা সমাদ্দার কলকাতায় থাকেন।

২০০৭ থেকে কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজের সমাজতত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। ২০১৬ তে ওই কলেজের এনসিসির দায়িত্ব তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়। বর্তমানে এনসিসির -২ নম্বর বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের অফিসার। সেখান থেকেই ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে নানান কাজ করে চলেছেন। ভালো কাজের সুবাদে তিনি এবার পেলেন রক্ষাসাথী পদক। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম কোনও মহিলা এনসিসি অফিসার সর্বোচ্চ এই পদক পেলেন। বিভা সমাদ্দার বলেন, 'মেয়েরা যত এগোবে সমাজের উন্নতি হবে। সমাজে মহিলা এবং পুরুষের সমান গুরুত্ব রয়েছে। সবাইকে সেটা বুঝতে হবে।' বর্তমানে ডিফেন্সে মেয়েরা পিছিয়ে আছে। মেয়েদের মধ্যে আগ্রহ বাড়াতে হবে। এর জন্য সমাজের প্রতিটি শ্রেণির মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

এই প্রথম নয়, এর আগেই এনসিসি অফিসার হিসাবে ভালো কাজের সুবাদে একাধিক পুরস্কার পেয়েছেন মালদার মেয়ে বিভা সমাদ্দার। দুইবার গভর্নর মেডেল পেয়েছেন। একবার বেস্ট অফিসার পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তিনি। তখন থেকেই কাজের প্রতি তাঁর আরও বেশি আগ্রহ বেড়ে যায়। তাঁর কথায়, 'ছোটবেলায় বাবা এবং বিয়ের পর স্বামী যেভাবে আমাকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তাতে আমি গর্বিত। কোনওদিন মেয়ে বলে আমাকে কোনও কাজে তাঁরা বাধা দেননি। আমাকে সারাক্ষণ এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। আমার পরিবারের পুরুষেরা বুঝেছেন নারী পুরুষ সমান। এই বার্তা সমাজের প্রতিটি পরিবারে প্রতিটি স্তরের মানুষের মনের মধ্যে থাকা অত্যন্ত জরুরি।'

ভালো খবর এল রায়গঞ্জ থেকেও। ক্যানসারে আক্রান্তদের মানসিক অবসাদ দূর করতে অনন্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন রায়গঞ্জের সঞ্চিতা সাহা। এই রোগে আক্রান্তদের চুল দান করে তিনি তাঁদের পাশে দাঁড়ালেন।

শিক্ষকদের বিবাদে লাটে পড়াশোনা

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৭ মার্চ : সহকর্মীদের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ তুলেছেন এক শিক্ষিকা। পালটা অভিযোগ তুলেছেন প্রধান শিক্ষকও। স্কুলের মধ্যে প্রধান শিক্ষক ও সহশিক্ষিকার এই বিবাদের খবর পৌঁছেছে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ থেকে শুরু করে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছেও। বিবাদের জেরে লাটে উঠেছে পড়াশোনা। কমছে পড়ুয়া।

মাঝেমধ্যেই গণ্ডগোল বেধে যাচ্ছে স্কুল চত্বরে। শুক্রবার স্কুলের গেটে তালা দেওয়া নিয়ে আবার বচসা তৈরি হয়। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে অভিভাবকদের মধ্যেও। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ আবার অভিযোগ তুলেছেন, রাতে স্কুলে সমাজবিরোধীদের তাণ্ডব বাড়ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বালুরঘাট শহরের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের শান্তি কলোনি এলাকায়।

> ওই শিক্ষিকা মাঝেমধ্যেই কাঁদতে কাঁদতে স্কুল থেকে বের হন। স্কুলঘরের ভেতরের কথা আমরা জানি না। স্কুলের গেটে প্রায়ই তালা পড়ে না। রাতে মদ, গাঁজার আসর সহ অসামাজিক কার্যকলাপ চলে স্কুলের ভেতরে।
>
> **সঞ্জিত বিশ্বাস, স্থানীয় বাসিন্দা**

বালুরঘাট শহরের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের শান্তি কলোনিতে রয়েছে এফপি স্কুল। যেখানে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের গণ্ডগোলে নাজেহাল হতে হচ্ছে পড়ুয়াদের। যার জেরে ক্রমশ পড়ুয়ার সংখ্যাও কমে আসছে স্কুলটিতে। ওই স্কুলের শিক্ষিকা প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী প্রধান শিক্ষক সহ আরেক শিক্ষকের বিরুদ্ধে জেলা শিক্ষা দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, 'সহকর্মী শিক্ষকরা আমাকে অকথ্য ভাষায় অপমান করেন। এমনকি আমার কাছ থেকে মিড-ডে মিলের জন্য প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে নেওয়া হয়। ফলে আমি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। দ্রুত আমাকে অন্য স্কুলে বদলির জন্য আবেদনও করেছি।'

ওই শিক্ষিকার বিরুদ্ধে পালটা অভিযোগ তুলে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের দ্বারস্থ হয়েছেন প্রধান শিক্ষক রঞ্জন কুণ্ডু। অভিযোগপত্রে প্রধান শিক্ষক জানান, 'ওই শিক্ষিকা বিদ্যালয় পরিচালনার কোনও কাজে যুক্ত হতে চান না। তিনি সহকর্মীদের প্রতি মিথ্যা অভিযোগ ও অসহযোগিতা করছেন।'

শিক্ষকদের ঝগড়ায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারাও। তাঁদের দাবি, শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীদের পড়াবেন, নাকি ঝগড়া করবেন। তা ঠিক করুন। এভাবে নিজেদের বিবাদে পড়ুয়ারা আখেরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

বিষয়টি অজানা নয় জেলা শিক্ষা দপ্তরেরও। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা জানান, 'আমার কাছে অভিযোগ এসেছে। আমি নিজে ওই স্কুলে গিয়ে সমস্যা খতিয়ে দেখব। সামগ্রিক বিষয় নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ডেকে সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করছি। রাতে অসামাজিক কার্যকলাপ রোধে স্থানীয় বাসিন্দা ও কাউন্সিলারের সঙ্গে কথা বলব। প্রয়োজনে প্রশাসনের দ্বারস্থ হব।'

জল চাইতে বিডিও অফিসে মহিলারা

কুশমণ্ডি, ৭ মার্চ : মার্ক- টু টিউবওয়েল থেকে উঠছে না জল। চালু হয়নি 'জল জীবন মিশন' প্রকল্পও। স্বাভাবিকভাবেই নেই খাবার জল। পঞ্চায়েত সদস্য বাণী রায় নিজেও একই অবস্থার স্বীকার। অগত্যা খাবার জলের জন্য বাড়ি থেকে দশ কিলোমিটার দূরে কুশমণ্ডি বিডিও অফিসে এসে বিডিওর কাছে খাবার জল চাইলেন কালিকামরা পঞ্চায়েতের পুনোট ও দেউলবাড়ি গ্রামের মহিলারা। মহিলাদের দাবি শুনে আশ্বস্ত করলেন বিডিও নয়না দে।

পুনোট গ্রামের লক্ষ্মী রায় বলেন, 'গত পনেরো দিন ধরে খাবার জলের সমস্যা দেখা দিয়েছে। মার্ক- টু টিউবওয়েলে পঞ্চাশবার পাম্প করলে একফোঁটা জল পড়ে। একজনের বাড়িতে পাম্পসেট চালিয়ে কোনওমতে খাবার জল নিয়ে আসছি।'

বিডিও নয়না দে জানিয়েছেন, 'আগামী এক মাসের মধ্যে জলের সমস্যা দূর হবে।'

বিডিওর কাছে এই কথা শোনার পরে এই একমাস জল কীভাবে পাওয়া যাবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় মহিলারা। তাঁদের কথা, আগামী এক মাস আমরা কোথায় জল পাব।

বিডিও নয়না দে এই প্রসঙ্গে বলেন, 'খুব দ্রুত জলের সমস্যা দূর করার সব প্রচেষ্টা চলছে। পুরনো টিউবওয়েলগুলো সংস্কার করার জন্য প্রধানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

পঞ্চায়েত সদস্য বাণী রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

বেআইনি মদ বিক্রিতে 'মদত' সিভিকের

কালিয়াগঞ্জ থানায় প্রমীলাবাহিনী

অনির্বাণ চক্রবর্তী

অভিযোগপত্র হাতে থানায়। শুক্রবার কালিয়াগঞ্জে। - সংবাদচিত্র

কালিয়াগঞ্জ, ৭ মার্চ : ফের সিভিক ভলান্টিয়ারের পোশাকে লাগল কলঙ্কের দাগ। এবার কালিয়াগঞ্জ থানায় কর্তব্যরত এক সিভিকের বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে মদ বিক্রেতাদের সহযোগিতার অভিযোগ এনে ক্ষোভ উগরে দিলেন ধনকৈল অঞ্চলের সুষরা গ্রামের প্রমীলাবাহিনী। বেআইনি মদ বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে গণস্বাক্ষরিত অভিযোগপত্র পড়ল কালিয়াগঞ্জ থানায়। শুক্রবার দুপুরে শাড়ির আঁচল দিয়ে কোমর কষে কালিয়াগঞ্জ থানায় আসেন সুষরা গ্রামের মহিলারা। তাঁদের অভিযোগ, সুষরা গ্রামের তাপসী রায় দেবশর্মা এবং শম্ভু দেবশর্মা বাড়ি থেকে বেআইনিভাবে মদ বিক্রি করছেন। মদ বিক্রি বন্ধ করতে বললে উলটে হুমকি দেওয়া হয় গ্রামবাসীদের।

গ্রামের বাসিন্দা আশা সরকারের অভিযোগ, 'এলাকায় কর্তব্যরত প্রফুল্ল নামক সিভিক প্রতিবার কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ অভিযান করার আগে বেআইনি মদ বিক্রেতাদের সচেতন করে দেয়। ফলে সাহস পেয়ে মদ বিক্রি বেড়ে গিয়েছে আমাদের গ্রামে। রাত হলেই দুষ্কৃতীদের অত্যাচারে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে ভয় করছে।' আরেক স্থানীয় বাসিন্দা উলো দেবশর্মা ক্ষোভ উগরে জানালেন, 'আগে পুলিশ অভিযান চালানোয় মাঝে মদ বিক্রি বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু, কিছুদিন হল আবার শুরু হয়েছে। শুনতে পাচ্ছি, আজ সকালে মদ বিক্রি বন্ধ করতে বললে উলটে শম্ভু এবং তার স্ত্রী তাপসী কালিয়াগঞ্জ থানায় আমাদের নামে অভিযোগ করেছে। এবার পুলিশ স্থায়ীভাবে মদ বিক্রির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।'

স্থানীয় এক গৃহবধূ অভিযোগের সুরে বলেন, 'বাড়িতে অল্পবয়স্কা মেয়েকে রেখে জমিতে যাই। মনে সবসময় কুচিন্তা আসে। কারণ শুধু রাতে নয়, দিনেও মদ বিক্রেতার বাড়িতে অচেনা লোকেরা যাতায়াত করে। এভাবে দিন চলতে পারে না। মেয়েছেলেরা স্নান করতে গেলে মদ্যপ অবস্থায় ব্যাটাছেলেরা উঁকি দেয়। কুকথা বলে। তাই পুলিশ প্রশাসনের কাছে আবেদন, দ্রুত তাপসী ও শম্ভুকে ডেকে বেআইনিভাবে মদ বিক্রি বন্ধ করা হোক। তাহলে সুষরার মানুষ স্বস্তিতে নিঃশ্বাস ফেলবে।'

দিন কয়েক আগে ধনকৈল গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্মীপুর বেলতলি রেলগেট এলাকায় চায়ের দোকানের আড়ালে বেআইনিভাবে মদ বিক্রিকে কেন্দ্র করে দুইপক্ষের সংঘর্ষে আগুনে পুড়ে যায় দুটি টিনের বাড়ি। আহত হন দুইজন। কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ গিয়ে এলাকা নিয়ন্ত্রণে আনে। বেআইনিভাবে মদ বিক্রিকে কেন্দ্র করে এতবড় ঘটনার পরও এখনও কি টনক নড়েনি পুলিশের? উত্তরে কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায় জানালেন, 'আগেও গ্রাম ও শহরে বেআইনি মদ বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে কালিয়াগঞ্জ থানা অভিযান চালিয়েছে। গ্রেপ্তারও করেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।'

মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরে অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থায় ঘাটতি

গাজোলে জমির সন্ধানে প্রশাসন, স্বপ্নপূরণের পথে

গাজোল, ৭ মার্চ : দীর্ঘ প্রতিক্ষার অবসান।

গাজোলে পাচ্ছে একটি দমকলকেন্দ্র। সরকারের তরফে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। এটি তৈরি করবে হুগলি নদী সেতু কমিশনার (হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার বা এইচআরবিসি)। দমকল কেন্দ্রের জন্য শালবোনা মোড়ের কাছে তুঁত অফিসের জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। নির্দেশনামা জারি হতেই শুক্রবার বিকেলে প্রস্তাবিত জায়গা পরিদর্শন করেন বিডিও সুদীপ্ত বিশ্বাস, ভূমিকর্তা বিশ্বজিৎ রায়, বিশিষ্ট শিল্পপতি বিধানচন্দ্র রায় সহ অন্যরা। .৪৭ একর জমি দমকল দপ্তরকে হস্তান্তর করা হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হবে।

গাজোলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ভরসা করতে হয় মালদার দমকলকেন্দ্রের ওপরে। সেখান থেকে দমকলের ইঞ্জিন আসার আগেই যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে যায়। ঘোড়াপির থেকে গাজোলে আসতে দমকলের সময় লেগে যায় প্রায় এক ঘন্টা। আর যানজট থাকলে তো কথাই নেই। সেই সময়টা আরো অনেক বেড়ে যায়। যার ফলে দমকল এসে পৌঁছলে অনেক ক্ষেত্রেই দমকল কর্মীদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসীরা।

গত দুই বছরের পরিসংখ্যান বলছে গাজোলে বড় মাপের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে গেছে বেশ কয়েকটি। চাকদা পাড়া জুট মিলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মালদা থেকে দুটি ইঞ্জিন এসেছিল। পাশাপাশি বুনিয়াদপুর থেকেও এসেছিল একটি ইঞ্জিন। গত বছর জুন মাসে পাওয়ার হাউস সংলগ্ন আটটি দোকান আগুনে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। আগস্ট মাসে আলালে চারটি পরিবারের বাড়িঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে প্রায় দেড়শ বিঘা জমির গম পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ওই মাসেই আলালে বড়সড়ো অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৪ লাখ টাকা। এছাড়াও ছোটখাটো প্রচুর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেই চলেছে। দমকল দপ্তরের মালদার ডিভিশনাল কমিশনার শিবানন্দ বর্মন বলেন, 'গাজোলে একটি কেন্দ্র তৈরির জন্য সরকার থেকে সবুজ সংকেত পাওয়া গিয়েছে। তৈরি করবে এইচআরবিসি।'

মালদা বণিক সভার জেলা সভাপতি উজ্জ্বল সাহা বলেন, 'সব দিকে লক্ষ্য রেখেই দমকলকেন্দ্র তৈরির জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।' গাজোল ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক তথা বিশিষ্ট শিল্পপতি বিধানচন্দ্র রায় বললেন, 'আমরা দীর্ঘদিন ধরে দমকলকেন্দ্র স্থাপনের জন্য তদ্বির করে আসছি। মুখ্যমন্ত্রী, তাঁর দপ্তর এবং জেলা শাসককেও চিঠি করা হয়। একাধিকবার আমরা জেলাশাসকের সঙ্গে বৈঠকও করেছি।'

তিনি আরও জানিয়েছেন, 'বহুদিন আগেই এর জন্য জমি চিহ্নিত করা হয়েছিল। কাজও শুরু হয়ে যায়। মাঝপথে সেই কাজ একটু থমকে গিয়েছিল। অবশেষে দমকলকেন্দ্র তৈরির জন্য নির্দেশিকা জারি হয়েছে।'

তপনে দমকলকেন্দ্র নিয়ে জোরালো দাবি

বিপ্লব হালদার

তপন, ৭ মার্চ : ভোট-তা সে বিধানসভা হোক বা লোকসভা নেতা-নেত্রীদের প্রচারে শোনা যায় তপনে দমকল কেন্দ্র নির্মাণের প্রতিশ্রুতি। ভোট শেষ, প্রতিশ্রুতিরও ইতি। এমনকি এলাকায় 'দাদা-দিদিদের' দেখাও পাওয়া যায় না। এবার জোট বেঁধেছে এলাকার বাসিন্দারা।

আয়তনের দিক থেকে রাজ্যে তৃতীয়স্থানে তপন ব্লক। ৪৪১ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে থাকা এই ব্লকে বাস করেন প্রায় তিন লক্ষ মানুষ। অধিকাংশের ঘর কাঁচা। সরকারি হিসেবে অনুযায়ী গত এক বছরে তপনে আগুনে বাড়ি পুড়েছে প্রায় ২৭টি। বেসরকারিভাবে আরও বেশি। গতকালও তপনে একটি পুড়েছে। তপনের কোনও গ্রামে আগুন লাগলে বালুরঘাট কিংবা গঙ্গারামপুর থেকে দমকলের ইঞ্জিন এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়। ততক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে যায় সব কিছু।

২০১৮ সালে দমকলকেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য তপন হাইস্কুলের পাশে দিঘির পাড়ে জায়গা দেখা হয়েছিল। তপনবাসী আশায় বুক বেঁধেছিলেন। ব্যস এপর্যন্তই। বছর ঘুরলে আবার একটা বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে তপনে দমকলকেন্দ্র গড়ে তোলার দাবি উঠেছে।

দুই মাস আগে আনসার আলি দেখেছিলেন আগুন গিলেছে গ্রামের দুটি বাড়িতে। সেই আতঙ্ক এখনও কাটিয়ে তিনি উঠতে পারেননি। আনসার আলি বলেন, 'দুই মাস আগে আমাদের গ্রামে দুটি বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। গঙ্গারামপুর থেকে দমকল আসতে আসতে অনেকটা দেরি হওয়ায় সব শেষ হয়ে যায়। তপনে দমকলকেন্দ্র হলে কিছুটা রক্ষা করা যেত।'

শিক্ষক অলোক সরকার বলেন, 'তপনে কোথাও আগুন লাগলে হয় বালুরঘাট না হলে গঙ্গারামপুর থেকে দমকল আসে। অথচ প্রতি বছর এখানে অনেক বাড়ি আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। খেটে খাওয়া মানুষ সর্বস্বান্ত হচ্ছেন।' ২০১৮-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি বলেন, 'কয়েক বছর আগে তপন স্কুলের পাশে দিঘির পাড়ে

এক বছরে আগুনে পুড়েছে ২৭টি বাড়ি

দমকল কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য প্রশাসনের তরফে জায়গা দেখা হয়েছিল। এতে আমরা সকলেই স্বস্তিতে ছিলাম। দমকল কেন্দ্র আর হয়নি। দমকল গড়ে উঠলে তপনের মানুষ কিছুটা হলেও রক্ষা পাবে।

বিডিও তীর্থঙ্কর ঘোষ বলেন, 'গত একবছরে তপনে প্রায় ২৫টির মতো বাড়ি পুড়েছে। দমকল গড়ে তোলার বিষয়টি নিয়ে ঊর্ধ্বর্তন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করব।' বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'তপনে দমকলকেন্দ্র গড়ে ওঠা ভীষণ জরুরি। বিষয়টি বিধানসভায় তুলে ধরব।'

তপনের এই জায়গাতে দমকলকেন্দ্র গড়ে ওঠার কথা ছিল। - সংবাদচিত্র

তিনদিন পরেও খোঁজ নেই নাবালিকার

রায়গঞ্জ, ৭ মার্চ : নিখোঁজ হওয়ার দু'দিন পরেও নাবালিকার সন্ধান দিতে পারল না পুলিশ, এমনই অভিযোগ উঠল এবার। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রায়গঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ তৃণমূল নেতা কৈলাসচন্দ্র বর্মন।

রায়গঞ্জের এক গ্রামের বাসিন্দা ওই নাবালিকা। স্থানীয় একটি স্কুলের দশম শ্রেণির পড়ুয়া সে। গত ৪ মার্চ দুপুরে বাবা-মা মাঠে কাজে চলে যাওয়ায় বাড়িতে একাই ছিল নাবালিকা। বাড়িতে কেউ না থাকায় সেই সুযোগে তাকে ফুসলিয়ে নিয়ে চলে যায় বলে অভিযোগ। এক তরুণের নাম ও ফোন নম্বর সহ অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও পুলিশ কেন তাকে খুঁজে পাচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কৈলাস। তাঁর বক্তব্য, 'নারীপাচারচক্র এই জেলায় সক্রিয়। এই নাবালিকার নিখোঁজের পিছনে এমন চক্র থাকতে পারে। পুলিশ সক্রিয় হলে মেয়েটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে।'

দুর্ঘটনায় মৃত চালক

মালদা, ৭ মার্চ : বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে আপাতত একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মৃত ব্যক্তির নাম উদয় বর্মন (২৭)। বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমণ্ডিতে। বৃহস্পতিবার দুপুরে মোটরবাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন উদয়বাবু। বংশীহারী থানা এলাকায় একটি ট্র্যাক্টরের সঙ্গে মোটরবাইকের সংঘর্ষ হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা উদয়বাবুকে উদ্ধার করে প্রথমে রশিদপুর হাসপাতাল ও পরে মালদা শহরের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করেন। নার্সিংহোমে ভর্তি করার খানিকক্ষণ পরেই মৃত্যু হয় উদয়বাবুর।

গুদামে আগুন

রায়গঞ্জ, ৭ মার্চ : রায়গঞ্জ শহর লাগোয়া সোহারই এলাকায় শুক্রবার সকালে ভয়াবহ আগুন লাগল একটি টায়ারের গুদামে। ঘন জনবসতি এলাকায় এই অগ্নিকাণ্ডে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। রায়গঞ্জ থেকে দুটি দমকলের ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও স্থানীয়দের অভিযোগ, দমকল দেরিতে পৌঁছেছে। মাস দুয়েক আগেও ওই এলাকায় একটি বিস্কুট কারখানায় আগুন লেগেছিল।

এদিন সকালে টায়ারের গুদামে থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন গুদামের নিরাপত্তাকর্মী সহ স্থানীয়রা। খবর পেয়ে দমকলের ২টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কিন্তু ততখনে অনেকটাই আগুনের গ্রাসে চলে গেছে।

স্থানীয় বাসিন্দা তনয় বণিক বলেন, 'এর আগেও এই গুদাম কর্তৃপক্ষের বিল্ডিংয়ে আগুন লেগেছিল। কিন্তু তারপরেও অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়নি। অবৈধভাবে এখানে ব্যবসা করছেন মালিকপক্ষ।'

গুদাম মালিকপক্ষের তরফে রাজীব সোমানির দাবি করেন, 'রাতে গুদাম বন্ধ ছিল। কীভাবে এই ঘটনা ঘটল তা স্পষ্ট নয়। দমকল আরও দ্রুত এলে আগুন এতটা ছড়াত না।' যদিও দমকল আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাস বলেন, 'খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঘটনাস্থলে চলে আসি। দ্রুততার সঙ্গে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। না হলে আরও বড় ঘটনা ঘটতে পারত। ওখানে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা কেমন ছিল, তা খতিয়ে দেখা হবে।'

বাইক আরোহীকে পিটিয়ে খুনে ধৃত

কালিয়াগঞ্জ, ৭ মার্চ : এক বাইক আরোহীকে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের নাম নিত্যানন্দ হাজরা। বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে পুলিশ খবর পায় সে রাঁধুনিপাড়ায় তাঁর বাড়িতে রয়েছে। সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে পুলিশ সেখান থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।

খুনের ঘটনাটি ঘটে গত ১২ ডিসেম্বর। ওই দিন রাঁধুনিপাড়ায় একটি বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল। রাত সাড়ে আটটা নাগাদ করণদিঘির প্রসন্ন মণ্ডলের বাইক ধাক্কা মারে বিয়েবাড়িতে আসা এক ব্যক্তিকে। বিয়েবাড়ির অতিথিদের মধ্যে কয়েকজন প্রসন্ন এবং তাঁর বন্ধুকে বেধড়ক মারধর করে। গুরুতর জখম অবস্থায় শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে তাঁকে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসা চলছিল। তবে কিছুদিন বাদে কোমায় চলে যায় প্রসন্ন। পরবর্তীতে তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনায় একাধিকজনের বিরুদ্ধে কালিয়াগঞ্জ থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযুক্তদের মধ্যে একজন হলেন নিত্যানন্দ হাজরা।

কাপড়ের ব্যাগের প্রচার

গঙ্গারামপুর, ৭ মার্চ : গঙ্গারামপুর ব্লক ও উদয় গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ বিরোধী বিশেষ অভিযান চালানো হল শুক্রবার। ক্যারিব্যাগের পরিবর্তে কাপড়ের ব্যাগ বিতরণ করা হয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে। ফুলবাড়ি বাজারে এই অভিযান চলে। প্রথমেই ফুলবাড়ি বাজার এলাকায় সচেতনতামূলক মিছিল করা হয়। এরপর বাজারের বিভিন্ন দোকানে অভিযান চালান প্রশাসনিক কর্তা ও জনপ্রতিনিধিরা।

প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের পরিবর্তে কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়। গঙ্গারামপুরের বিডিও অর্পিতা ঘোষাল জানান, 'সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে সচেতন করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

রাস্তা নির্মাণ

মালদা, ৭ মার্চ : শহরে ২টি বড় রাস্তার কাজের সূচনা হয়ে গেল শুক্রবার। এদিন ইংরেজবাজারের ৩ ও ২৯ নম্বর ওয়ার্ডে দুটি রাস্তার কাজের সূচনা করেন চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী।

প্রথম রাস্তাটি মালঞ্চপল্লি রেলগেট থেকে হেলথ সেন্টার পর্যন্ত। এই কাজের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৩৫ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় রাস্তাটি ৩ ও ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের কমন রাস্তা। কৃষ্ণপল্লি তুলসীমোড় থেকে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র স্কুল পর্যন্ত রাস্তার কাজের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ২০ লক্ষ টাকা।

পাচারের আগে সিরাপ উদ্ধার

গঙ্গারামপুর, ৭ মার্চ : বাংলাদেশে পাচারের আগেই নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার করল সীমান্তবর্তী জওয়ানরা। সেই সঙ্গে এক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতের নাম হায়দার চৌধুরী (৪০)। তাঁর বাড়ি গঙ্গারামপুর থানার শালুকুড়ি গ্রামে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গঙ্গারামপুর থানার মল্লিকপুর বিওপি ক্যাম্পের জওয়ানরা গোপনসূত্রে মাদক পাচারের খবর পান। সেইমতো বিএসএফ জওয়ানরা ওঁত পেতে বসে থাকেন। রাত বাড়তে একদল পাচারকারী কাঁটাতারের বেড়া কেটে পাচারের চেষ্টা করছিল। সেসময় বিএসএফ জওয়ানরা রুখে দাঁড়ালে পাচারকারীরা পালিয়ে যান।

বাকিদের সঙ্গে পালাতে গিয়ে আহত হন হায়দার। এরপরে বিএসএফ জওয়ানরা তাঁকে ধেরে ফেলে। উদ্ধার হয় প্রায় ১২৫ বোতল কাফ সিরাপ। আহতকে উদ্ধার করে ভর্তি করা হয় গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। বিএসএফ জওয়ানরা উদ্ধার হওয়া কাফ সিরাপগুলি গঙ্গারামপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পাশাপাশি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। এদিন গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে।

এর পেছনে কে বা কারা জড়িত রয়েছে, সে বিষয়ে তদন্ত করে দেখা হবে। আসল অপরাধীকে খুঁজতে আমরা সব সময় তৎপর।

বকেয়া গ্র্যান্টের অর্ধেক

রায়গঞ্জ, ৭ মার্চ : নির্দেশ মোতাবেক কম্পোজিট গ্র্যান্টের পঞ্চাশ শতাংশ টাকা পাবে জেলার প্রাথমিক স্কুলগুলি। তবে আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে বাকি পঞ্চাশ শতাংশ টাকা প্রদানের দাবিও উঠেছে জেলাজুড়ে।

কম্পোজিট গ্র্যান্টের নির্দেশিকা জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কৃতিত্ব নিতে আসরে নেমে পড়েছে সমস্ত শিক্ষক সংগঠন। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উত্তর দিনাজপুর জেলার সভাপতি গৌরাঙ্গ চৌহান বলেন, 'একমাত্র আমাদের সংগঠনই বিগতদিনে কম্পোজিট গ্র্যান্টের অর্থ বরাদ্দের দাবিতে সরব হয়ে একাধিকবার স্মারকলিপি প্রদান করেছে। কম্পোজিট গ্র্যান্ট ছাড়া স্কুল চালানো সমস্যা হয়ে পড়েছিল।'

বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি দুলাল রাজবংশীর কথায়, 'কম্পোজিট গ্র্যান্ট না দেওয়ায় শিক্ষকদের চরম আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়ে গাঁটের টাকায় পর্যন্ত বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন খরচ চালাতে হয়েছে। এরপর দীর্ঘ কয়েক মাস বিদ্যালয়ের বিদ্যুৎ বিল বাকি থাকায় জেলায় জেলায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করার নোটিশও হয়েছে। কিন্তু পুরো অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি।'

নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সম্পাদক নির্মল বোস বলেন, 'পুরো টাকা দেওয়ার জন্য আবার ডিআই'কে ডেপুটেশন দেব।'

দে দৌড়... আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে মহিলাদের দৌড় প্রতিযোগিতা। শুক্রবার বিকানেরে।

পদ্মাপারে পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন ভারত

হিজবুত তাহরীরের মিছিলে রণক্ষেত্র

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ৭ মার্চ : ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফেরত চেয়ে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস যখন ভারতের ওপর ক্রমাগত চাপ বাড়ানোর কৌশল নিয়েছেন, তখন পদ্মাপারের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং হিন্দু সংখ্যালঘুদের জান-মালের ওপর লাগাতার হিংসা নিয়ে পালটা চাপ দেওয়ার কৌশল নিল মোদি সরকার। শুক্রবার কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল শুক্রবার বলেন, 'বাংলাদেশে যেভাবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে তাতে আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। যে সমস্ত চরমপন্থীকে গুরুতর অপরাধের জন্য সাজা দেওয়া হয়েছিল তাদের মুক্তি দেওয়ায় পরিস্থিতি আরও সাংঘাতিক হয়েছে।'

জয়সওয়াল বলেন, 'বাংলাদেশে বসবাসকারী হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সুরক্ষা নিশ্চিত করা, পাশাপাশি তাঁদের সম্পত্তি ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করা সে দেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্ব।' রীতিমতো পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি বলেন, '২০২৪ সালের ৫ অগাস্ট থেকে ২০২৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে যে ২,৩৭৪টি ঘটনার রিপোর্ট করা হয়েছে, তার মধ্যে মাত্র ১,২৫৪টি ঘটনার সত্যতা পুলিশ নিশ্চিত করেছে। আরও উদ্বেগের বিষয় হল, এই ১,২৫৪টি ঘটনার ৯৮ শতাংশকেই 'রাজনৈতিক' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।' বিদেশমন্ত্রক বলেছে, 'আমরা আশা করি, বাংলাদেশ সরকার কোনও বিভাজন না টেনে প্রতিটি হত্যাকাণ্ড, অগ্নিসংযোগ এবং হিংসার ঘটনার নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করবে এবং অপরাধীদের কঠোর বিচারের আওতায় আনবে।'

বাংলাদেশে দ্রুত নির্বাচন করানোর দাবি জানিয়ে জয়সওয়াল বলেন, 'আমরা শান্তিপূর্ণ, স্থিতিশীল বাংলাদেশের পক্ষে। চলমান বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে দ্রুত নির্বাচনের আয়োজন করা জরুরি।'

বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের আশঙ্কা যে একেবারে অমূলক নয়, সেটা এদিনের ঘটনায় পরিষ্কার। শুক্রবার জুম্মার নমাজ শেষ হওয়ার পর নিষিদ্ধ সংগঠন হিজবুত তাহরীরের ব্যানারে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম থেকে একটি মিছিল বেরোয়। মিছিলটি পল্টন থেকে বিজয়নগরের দিকে এগোলে পুলিশ বাধা দেয়। সাউন্ড গ্রেনেড এবং কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটিয়ে মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়। তাতে বেশ কয়েকজন আহত হন। পুলিশের সঙ্গে যোগ দেন সেনাবাহিনীর সদস্যরাও। বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়। ঢাকা মহানগর পুলিশের তরফে সাফ জানানো হয়েছিল, তাদের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা হলে হিজবুত তাহরীরের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

হাতি-ড্রাগনের সম্পর্ক চায় চিন

বেজিং, ৭ মার্চ : সাফল্যকে সার্বিক স্তরে নিয়ে যেতে হলে ড্রাগনকে হাতির সঙ্গে জোট বাঁধতে হবে। এর সুফল পাবে দু-পক্ষই। শুক্রবার বেজিংয়ে চিনা পার্লামেন্ট ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসের অধিবেশনের ফাঁকে এক সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানিয়েছেন চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই। তাঁর বক্তব্যে ড্রাগন হল চিন, আর হাতি ভারত।

এশিয়ার দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যে ধারাবাহিক টানাপোড়েন নিয়ে ওয়াংকে প্রশ্ন করেছিলেন এক সাংবাদিক। জবাবে তিনি বলেন, 'চিন সবসময় বিশ্বাস করে দু'দেশের উচিত একে অন্যের সাফল্যে অংশীদার হওয়া। ড্রাগন-হাতির পারস্পরিক সহযোগিতাই দু-পক্ষের এগিয়ে যাওয়ার একমাত্র রাস্তা।' তিনি বলেন, 'ড্রাগন এবং হাতির মধ্যে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক দুই দেশের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। ড্রাগন এবং হাতিকে একসঙ্গে নাচিয়ে দিতে হবে। একে অপরের বিরুদ্ধে কথা না বলে পরস্পরকে সাহায্য করতে হবে। তাতেই দুই দেশের লাভ। যদি এশিয়ার বৃহত্তম দুই অর্থনীতি একজোট হয়, সমগ্র বিশ্বের পক্ষেই তা লাভজনক।' ওয়াংয়ের মতে, দীর্ঘদিন ধরে ভারত ও চিন একে অন্যের বিরুদ্ধে শক্তি খরচ করছে। সীমান্তে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দু'দেশের বাহিনী। এর ফলে চিন বা ভারত কেউ লাভবান হচ্ছে না। তাঁর বক্তব্য, 'আমাদের উচিত একে অপরকে অবমূল্যায়ন করার পরিবর্তে একে অপরের সঙ্গে কাজ করা। একে অপরের গতিবিধির দিকে নজরদারি করার বদলে পরস্পরকে সাহায্য করার বহু কারণ আমাদের রয়েছে। এইভাবে আমরা আমাদের দেশ ও সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষা করতে পারব।'

গালওয়ান সংঘাতের পর ভারত-চিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে বড়সড়ো ফাটল ধরেছে। দু'দেশ প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখাজুড়ে লক্ষ লক্ষ সেনা মোতায়েন করেছিল। সবচেয়ে জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয় পূর্ব লাদাখে। দুই সেনাবাহিনীর কোর কমান্ডার স্তরে দফায় দফায় আলোচনার পরেও জট কাটছিল না। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করেছিলেন ওয়াং ই। সেই বৈঠকের পর দু-পক্ষই কিছুটা নমনীয় অবস্থান গ্রহণ করে। এরপর গতবছর রাশিয়ার কাজানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন চিনা

> ড্রাগন এবং হাতির মধ্যে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক দুই দেশের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। ড্রাগন এবং হাতিকে একসঙ্গে নাচিয়ে দিতে হবে। একে অপরের বিরুদ্ধে কথা না বলে পরস্পরকে সাহায্য করতে হবে। তাতেই দুই দেশের লাভ। যদি এশিয়ার বৃহত্তম দুই অর্থনীতি একজোট হয়, সমগ্র বিশ্বের পক্ষেই তা লাভজনক।
>
> **ওয়াং ই,** *চিনের বিদেশমন্ত্রী*

প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। তারপর ধাপে ধাপে সীমান্তের একাধিক জায়গা থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নিয়েছে ভারত ও চিন। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যও চলছে স্বাভাবিকভাবে। এমন এক সময়ে চিনা পণ্যের ওপর করের পরিমাণ বাড়িয়েছে আমেরিকা। ভারতের ক্ষেত্রেও পারস্পরিক শুল্কনীতি কার্যকর করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প। এবার চিনা বিদেশমন্ত্রীর ভারতের সঙ্গে জোট গঠনের পক্ষে সওয়াল তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

ওয়াং বলেন, 'চিন ও ভারত হাত মেলালে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বৃহত্তর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হবে। একটি শক্তিশালী গ্লোবাল সাউথ গঠনের সম্ভাবনা জোরালো হবে। ড্রাগন, হাতির মেলবন্ধনই আমাদের সামনে একমাত্র বাস্তবতা। একে অপরকে হতাশ করার বদলে আমাদের উচিত পরস্পরকে সমর্থন করা। দু-দেশের জনগণের মৌলিক স্বার্থে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির প্রয়োজন।'

ব্যাকফুটে ট্রাম্প, কাঁদলেন ট্রুডো

ওয়াশিংটন ও টরন্টো, ৭ মার্চ : ভেবেছিলেন ক্ষমতায় বসেই আমেরিকাকে রাতারাতি নিজের মতো করে গড়ে নেবেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতি চলবে তাঁর অঙ্গুলিহেলনে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সেই ইচ্ছাপূরণ আপাতত দুরস্ত। মঙ্গলবার থেকে কানাডা ও মেক্সিকোর পণ্যের ওপর বাড়তি কর চাপিয়েছিল ট্রাম্প সরকার। ৪৮ ঘণ্টা কাটল না সেই সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটতে বাধ্য হল তারা। বৃহস্পতিবার ট্রাম্প নিজেই ঘোষণা করলেন, ২ এপ্রিল পর্যন্ত দুই প্রতিবেশী দেশ থেকে আমদানি করা পণ্যে বাড়তি কর আদায়ের সিদ্ধান্ত স্থগিত থাকবে। সরাসরি স্বীকার না করলেও আমেরিকার শেয়ার বাজারে ধসের কারণেই ট্রাম্প যে নিজের অবস্থান থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছেন তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই।

আমেরিকা পিছু হটতেই নিজের রাজনৈতিক ভিত পোক্ত করার চেষ্টা শুরু করে দিয়েছেন কানাডার বিদায়ি প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। বৃহস্পতিবার এক সাক্ষাৎকারে কান্না ভেজা চোখে আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধ হোক বা অন্য কোনও বিষয়ে তিনি কানাডাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন বিদায়ি প্রধানমন্ত্রী।

আমেরিকা কানাডা ও মেক্সিকোর পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ হারে কর চাপিয়েছিল। মার্কিন পণ্যের ওপর পালটা কর আরোপ করে কানাডা। সেই পথে হাঁটার কথা জানিয়েছিল মেক্সিকো। প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে আমেরিকার পণ্য আমদানি-রপ্তানি ধাক্কা খাওয়ার আশঙ্কা প্রবল হয়ে ওঠে মার্কিন লগ্নিকারীদের মধ্যে। শুরু হয় শেয়ার বিক্রির হিড়িক। ধস নামে আমেরিকার শেয়ার বাজার। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গাড়ি সংস্থাগুলি। অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে বুঝে ফোর্ড, জেনারেল মোটর্স ও স্টেলান্টিসের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন ট্রাম্প। তার পরেই শুল্ক-যুদ্ধে রাশ টানার কথা জানান। তাতেও অবশ্য লগ্নিকারীদের আস্থা ফেরেনি। শুক্রবারও শেয়ারের পতন লক্ষ করা গিয়েছে।

তবে ট্রাম্পের সিদ্ধান্তে বিদায়বেলায় স্বস্তিতে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। আমেরিকার পিছু হটাকে পরোক্ষে নিজের কৃতিত্ব বলে দাবি করেছেন তিনি। রবিবার

> কানাডার প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে যতদিন ছিলাম সব সময় দেশের ও কানাডীয়দের ভালোর জন্য কাজ করেছি। যখন চলে যাচ্ছি তখনও মানুষকে আশাহত করিনি।
>
> **জাস্টিন ট্রুডো**

কানাডার নতুন প্রধানমন্ত্রীর নাম জানাতে পারে শাসকদল লিবারাল পার্টি। তার আগে এক সাক্ষাৎকারে ট্রুডো বলেন, 'কানাডার প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে যতদিন ছিলাম সব সময় দেশের ও কানাডীয়দের ভালোর জন্য কাজ করেছি। যখন চলে যাচ্ছি তখনও মানুষকে আশাহত করিনি।' ট্রাম্পের শুল্ক স্থগিতের সিদ্ধান্তকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, 'এই বিরতি সাময়িক। ভবিষ্যতে ওয়াশিংটনের সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধ জারি থাকবে। আমাদের লক্ষ্য এই শুল্ক পুরোপুরি তুলে নিতে ওদের বাধ্য করা।' বলতে বলতে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন কানাডার ১০ বছরের প্রধানমন্ত্রী। শুরু থেকে কানাডার পণ্যের ওপর ট্রাম্পের শুল্ক বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন ট্রুডো। মার্কিন পণ্যের ওপর পালটা কর চাপিয়েছেন। যার জেরে কানাডার অন্দরে ট্রুডোর জনপ্রিয়তা কিছুটা হলেও বেড়েছে বলে সাম্প্রতিক সমীক্ষায় ইঙ্গিত মিলেছে। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়লেও আগামী নির্বাচনে লিবারাল পার্টি জয় পেলে ট্রুডোর প্রধানমন্ত্রিত্বে ফেরার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

সুইসাইড নোটে তরুণের অভিযোগ স্ত্রীর বিরুদ্ধে

মুম্বই, ৭ মার্চ : আগরার মানবের পর এবার মুম্বইয়ের নিশান্ত। স্ত্রীর বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ তুলে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন আরও এক তরুণ। সামাজিক ও আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষ নির্যাতনকারী এবং নারী নির্যাতিত, এই বদ্ধমূল ধারণাকে আবারও প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন নিশান্ত ত্রিপাঠী। মুম্বইয়ের এক হোটেলের ঘর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পাওয়া গিয়েছে সুইসাইড নোট। সেখানে স্ত্রী ও মাসির নামে অভিযোগ জানিয়েছেন নিশান্ত।

পুলিশ জানিয়েছে, ২৮ ফেব্রুয়ারি হোটেলের ঘর থেকে নিশান্তের দেহ উদ্ধার হয়। আত্মহত্যার আগে ঘরের দরজায় 'ডু নট ডিসটার্ব' (বিরক্ত করবেন না) বোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছিলেন ওই তরুণ। সন্দেহ হওয়াতেই হোটেলের কর্মীরা অন্য চাবি দিয়ে দরজা খুলে নিশান্তকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। ঘর থেকে যে সুইসাইড নোটটি উদ্ধার হয়েছে, সেখানে স্ত্রী অপূর্বা পারেখের উদ্দেশে নিশান্ত লিখেছেন, 'তুমি যখন এই চিঠির কথা জানতে পারবে, ততক্ষণে আমি আর এই পৃথিবীতে নেই। জীবনের শেষপর্বে এসে তোমার প্রতি রাগ হচ্ছে না বরং ভালোবাসার অনুভূতি হচ্ছে। সেটা কখনও যাবে না।... মা আমার লড়াইয়ের কথা জানেন। কিন্তু তুমি আর প্রার্থনা মাসি আমাকে বাঁচতে দিলে না। তোমাদের অনুরোধ করছি আমি চলে যাওয়ার পর মাকে অন্তত শান্তিতে বাঁচতে দিও।'

নিশান্তের চিঠির ভিত্তিতে অপূর্বা এবং প্রার্থনার বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ।

আসন পুনর্বিন্যাসের যুদ্ধে ৭ রাজ্যকে চিঠি

মমতাকে পাশে চান দক্ষিণের স্ট্যালিন

চেন্নাই, ৭ মার্চ : লোকসভার আসন পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশনের প্রশ্নে এবার মোদি সরকারের বিরুদ্ধে অহিন্দিভাষী রাজ্যগুলির জোট গড়ার তোড়জোড় শুরু করলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। আর সেই জোটে দক্ষিণী রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি। ডিএমকে সভাপতি জানিয়েছেন, ডিলিমিটেশনের নামে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির যেভাবে কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা হচ্ছে তা রুখতে একটি জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি গঠন করেছেন তিনি। তাতেও তৃণমূলের তরফে প্রতিনিধি পাঠানোর আর্জি জানিয়েছেন স্ট্যালিন। ঘটনা হল, ডিলিমিটেশন নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে তৃণমূল, কংগ্রেস, সিপিএম, আপ, শিরোমণি অকালি দল, ওয়াইএসআর কংগ্রেস, বিআরএস, এআইমিমের পাশাপাশি বিজেপি এবং এনডিএ শরিক টিডিপিকে ডেকেছেন স্ট্যালিন। ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়াকে গণতান্ত্রিক অবিচার বলে আখ্যা দিয়ে তার মোকাবিলায় যৌথ আন্দোলনের রূপরেখা তৈরির বার্তাও দিয়েছেন স্ট্যালিন।

এদিকে ডিলিমিটেশনের প্রশ্নে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী যখন কোমর বাঁধছেন তখন ত্রি-ভাষা নীতি নিয়ে তাঁকে পালটা চ্যালেঞ্জ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। শুক্রবার রানিপেতে সিআইএসএফের ৫৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। সেখানে শা বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির

কল্যাণে তামিলনাড়ুর পরীক্ষার্থীরা তামিল ভাষাতে সিআইএসএফের পরীক্ষা দিতে পারেন। আমি তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি, আপনি তামিল ভাষায় ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিকেল শিক্ষার ব্যবস্থা করুন। এতে রাজ্যের শিক্ষার্থীরাই উপকৃত হবেন।'

আগে স্ট্যালিন কেন্দ্রকে জানিয়েছিলেন, ১৯৭১ সালের জনগণনাকে ভিত্তি করে অন্তত ৩০ বছর আসনসংখ্যা একই রাখা উচিত। সেই আবহে এবার স্ট্যালিন অহিন্দিভাষী একাধিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন। মমতা ছাড়াও আর যাঁদের তিনি চিঠি দিয়েছেন তাঁরা হলেন, কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন, কর্ণাটকের সিদ্দারামাইয়া, তেলেঙ্গানার রেবন্ত রেড্ডি, অন্ধ্রপ্রদেশের চন্দ্রবাবু নাইডু, পঞ্জাবের ভগবন্ত মান এবং ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝি। স্ট্যালিন এদিন চিঠিতে লিখেছেন, ডিলিমিটেশন নিয়ে আলোচনার জন্য ২২ মার্চ চেন্নাইয়ে জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির বৈঠক ডাকা হয়েছে। যে সমস্ত রাজ্য সফলভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং সুশাসন বজায় রেখেছে তাদের ডিলিমিটেশনের মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যগুলির অধিকার এবং উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ হাতে পাওয়ার যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াইয়েরও ডাক দিয়েছেন তিনি। কেন্দ্র যেভাবে ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া করতে চায় তা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী বলে জানান তিনি। স্ট্যালিনকে সমর্থন জানিয়ে রেবন্ত রেড্ডি বলেন, 'দক্ষিণ ভারতে বিজেপির কোনও প্রতিনিধিই নেই। তাই ডিলিমিটেশন নামক অস্ত্রের মাধ্যমে তারা প্রতিশোধ নিচ্ছে। বিজেপি দক্ষিণ ভারতকে শেষ করে দিতে চাইছে।'

মোদির নিরাপত্তায় শুধু মহিলা পুলিশ

আহমেদাবাদ, ৭ মার্চ : নারী অর্ধেক আকাশ নয়। পূর্ণ আকাশ। গৃহকোণ থেকে যুদ্ধক্ষেত্র, কূটনীতির ময়দান থেকে মহাকাশেও দাপিয়ে বেড়ানোর স্পর্ধা দেখাচ্ছেন মহিলারা। ৮ মার্চ শনিবার আন্তর্জাতিক নারীদিবসে গুজরাটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নিরাপত্তার দায়িত্বে এবার থাকছেন এক ঝাঁক মহিলা পুলিশ। শুধু মহিলা পুলিশই থাকবেন। এদেশে প্রথম এই উদ্যোগ। আগামীকাল ভানসি বোরসিতে লাখপতি দিদি সম্মেলন। এখানে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী।

নারী দিবস উপলক্ষ্যে নভসারির ভানসি বোরসি গ্রামের হেলিপ্যাডে প্রধানমন্ত্রীর পৌঁছোনো থেকে শুরু

আন্তর্জাতিক নারীদিবস

করে অনুষ্ঠান কেন্দ্র পর্যন্ত সবটুকুর নিরাপত্তা দেখবেন গুজরাট পুলিশের বিভিন্ন স্তরে কর্মরত মহিলারা। তাঁদের তদারকি করবেন বর্ষীয়ান আইপিএস অফিসার ও গুজরাটের স্বরাষ্ট্রসচিব নিপুণা তোরওয়ানে।

গুজরাটের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হর্ষ সাংভি জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর কনভয়ের যাত্রাপথ ও অনুষ্ঠান কেন্দ্রগুলিতে ২,১০০-রও বেশি কনস্টেবল, ৮৭ জন এসআই, ৬১ পুলিশ ইনস্পেকটর, ১৬জন ডিএসপি, পাঁচ এসপির সঙ্গে থাকবেন একজন আইজি ও এডিজিপি। সাংভির কথা, আগামীকাল গুজরাট এক বিশেষ বার্তা দিতে চলেছে। তা হল গুজরাটকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখতে নারী পুলিশের ভূমিকা, তাদের অবদান কোনও অংশে কম নয়।

নাগপুরে পতঞ্জলি ফুডপার্কের উদ্বোধন কাল

নাগপুর, ৭ মার্চ : খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণে নিজেদের উপস্থিতি আরও জোরালো করছে পতঞ্জলি। মহারাষ্ট্রের নাগপুরে একটি ফুডপার্ক তৈরি করেছে পতঞ্জলি আয়ুর্বেদ লিমিটেড। সংস্থার এমডি আচার্য বালকৃষ্ণ এক সাংবাদিক বৈঠকে জানান, 'পতঞ্জলি মেগা ফুড অ্যান্ড হারবাল পার্ক' নামের ওই কেন্দ্রটি আগামী দিনে এশিয়ার সবচেয়ে বড় কমলালেবু প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে পরিণত হবে। ৯ মার্চ পার্কের উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও জাহাজমন্ত্রী নীতিন গড়করি এবং মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। বালকৃষ্ণ জানিয়েছেন, খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রটির দৈনিক উৎপাদনক্ষমতা ৮০০ টন। সেখানে এ গ্রেড ছাড়াও বি ও সি গ্রেডের অকালপক্ক এবং ঝড়ের কারণে পড়ে যাওয়া কমলা প্রক্রিয়াকরণ করা যাবে। কমলালেবু, আমলা, ডালিম, পেয়ারা, আঙুর, লাউ, গাজরের রস ছাড়াও এখানে আম, কমলার পাল্প এবং পেঁয়াজ ও টম্যাটোর পেস্ট তৈরি করা হবে। পতঞ্জলি মেগা ফুড অ্যান্ড হারবাল পার্ক অত্যাধুনিক পরিকাঠামোর সুবাদে শূন্য অপচয়কেন্দ্র হিসাবে কাজ করবে বলে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে।

নয়া ফরমান

বেঙ্গালুরু, ৭ মার্চ : নয়া ফরমান। বাড়ি বসে কাজের দিন শেষ। কর্মীদের উপস্থিতি নিয়ে নয়া নির্দেশিকা ইনফোসিসের। বাড়ি থেকে কাজ করলেও মাসে অন্তত ১০ দিন অফিসে আসা বাধ্যতামূলক। অ্যাপে উপস্থিতিও জানাতে হবে। ১০ মার্চ থেকে নিয়ম চালু হবে।

ধর্ষণ মামলায় বিয়ের শর্তে জামিন অভিযুক্তের

এলাহাবাদ, ৭ মার্চ : বিয়ে করলেই সাত খুন মাফ! ধর্ষক হয়ে যায় স্বামী? এদেশে 'সামাজিক চাপে' ধর্ষিতাকে ধর্ষকের বিয়ে করার নজির বিরল নয়। বলিউডি সিনেমাতেও 'সুপারস্টার' গ্রাম-মোড়লের নির্দেশে ধর্ষকের সঙ্গে ধর্ষিতার বিয়ের নিদান রয়েছে। এবার সেই বিয়ের শর্তেই ধর্ষণে অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর করেছে এলাহাবাদ হাইকোর্ট। আদালত অভিযোগকারিণীকে ৩ মাসের মধ্যে বিয়ের নির্দেশ দিয়েছে অভিযুক্তকে।

২৩ বছরের এক তরুণীর অভিযোগের ভিত্তিতে ২০২৪ সালে রাজস্থানের শিকার জেলার বাসিন্দা বছর ২৬-এর এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছিল আগ্রা পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ (ধর্ষণ), ৫০৬ (ফৌজদারি ভীতি প্রদর্শন) ধারা এবং তথ্যপ্রযুক্তি আইনে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তরুণীর দাবি, উত্তরপ্রদেশ পুলিশে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে তাঁর কাছ থেকে ৯ লক্ষ টাকা নিয়েছে অভিযুক্ত। শুধু তাই নয়, এরপর প্রতারক তরুণ তাঁকে ধর্ষণ ও হেনস্তা করে। তরুণীর আপত্তিকর ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখায়।

যদিও ধর্ষণের অভিযোগ স্বীকার করেনি অভিযুক্ত। ঘটনার ৪ মাস পর এফআইআর দায়ের নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তার আইনজীবী। আগ্রার দায়রা আদালত জামিনের আবেদন খারিজ করে দেওয়ার পর অভিযুক্ত হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল। সেই মামলায় অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর করতে গিয়ে অভিযোগকারিণীকে বিয়ের শর্ত দিয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষাণ পহলের একক বেঞ্চ। আদালতের পর্যবেক্ষণ, ওই তরুণীকে বিয়ে করে তাঁর দেখাশোনার দায়িত্ব নিতে রাজি হয়েছে অভিযুক্ত তরুণ। তাই ৩ মাসের মধ্যে বিয়ে করতে হবে এই শর্তে তার জামিন মঞ্জুর করা হচ্ছে। তবে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের সঙ্গে অভিযোগকারিণী কি একমত? অথবা আদালতে তিনি বক্তব্য পেশের সুযোগ পেয়েছেন কি না সেই ব্যাপারে কিছু জানা যায়নি।

নির্দেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ হল, সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যতক্ষণ না একজন ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষণ তাঁর জীবন বা স্বাধীনতার অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না।

অফিসারের আত্মহত্যা

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ : শুক্রবার সকালে দিল্লির চাণক্যপুরীর আবাসিক ভবনের ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলেন আইএফএস অফিসার জিতেন্দ্র রাওয়াত। তিনি কিছুদিন থেকেই বিষণ্ণতায় ভুগছিলেন। চিকিৎসাও চলছিল। বিদেশমন্ত্রকের বর্ষীয়ান অফিসার রাওয়াত মন্ত্রকের আবাসিক ভবনের দ্বিতলে মায়ের সঙ্গে থাকতেন। তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তান থাকেন দেরাদুনে। বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, শোকের মুহূর্তে মন্ত্রক তাঁর পরিবারের পাশে। দিল্লি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। পরিজনদের সব রকম সহায়তা দেওয়া হবে। পরিবারের গোপনীয়তার সম্মান রাখতে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে না।

আদানিদের হাতেই ধারাভি প্রকল্প

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ : ধারাভি প্রকল্পে আপাতত স্বস্তি বহাল থাকল শিল্পপতি গৌতম আদানির। শুক্রবার একটি মামলা খারিজ করে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, ধারাভি পুনর্বিকাশ প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে। বেশ কিছু রেল কোয়ার্টারও ভেঙে ফেলা

সুপ্রিম কোর্টে খারিজ আর্জি

হয়েছে। এই অবস্থায় কাজের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করতে রাজি হয়নি প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। আদানিগোষ্ঠীর পক্ষে বম্বে হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছিল, সেটি বাতিলের আর্জিও খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। মহারাষ্ট্র সরকার এবং আদানিদের নোটিশ পাঠিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। ২৫ মে পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে। ধারাভি প্রকল্পের নিলাম প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত আরব আমিরশাহির সেকলিংক টেকনলজিস কর্পোরেশনের টেন্ডার বাতিল করে আদানি প্রোজেক্টস লিমিটেডের হাতে ধারাভি প্রকল্পের বরাত দিয়েছিল মহারাষ্ট্র সরকার। রাজ্য সরকারের ওই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে সেকলিংক টেকনলজিস। তারা প্রথমে ধারাভি প্রকল্পের জন্য ৭২০০ কোটি টাকার বরাত দিয়েছিল। কিন্তু ২০২২ সালে সেকলিংকের ২০১৯ সালের বরাত বাতিল করে নতুন করে নিলাম ডেকেছিল একনাথ শিন্ডের সরকার। শেষমেশ ৫০৬৯ কোটি টাকার বরাত দিয়ে ধারাভি প্রকল্প আদানির হাতে চলে যায়।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন উত্তর ২৪ পরগণা -এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা অনিল কুমার চৌধুরী - কে 25.11.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির টিকিট নম্বর 50E 28966 এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "যখন আমি জানতে পারলাম যে আমি ডিয়ার লটারিতে এক কোটি টাকা জিতেছি, তখন এটি আমার জন্য একটি আশ্চর্যজনক এবং খুবই আনন্দজনক মুহূর্ত ছিল। আমি অত্যন্ত খুশি ছিলাম কারণ আমি কখনও ভাবিনি যে আমি জীবনে এক কোটি টাকা জিতবো। এটি আমাদের আর্থিক দায়িত্ব এবং চাহিদা পূরণে সাহায্য করবে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৮৮ সংখ্যা, শনিবার, ২৩ ফাল্গুন ১৪৩১

ওড়িশায় চেনা খেলা

নেহরু-গান্ধি পরিবার বাদে দেশের বাকি সব মনীষীকে আঁকড়ে ধরার কৌশল বিজেপির বরাবরের। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত থাকার ইতিহাস আরএসএস বা বিজেপির পূর্বসূরি ভারতীয় জনসংঘের না থাকায় বাধ্য হয়ে এই কৌশল তাদের নিতে হয়। গুরু গোলওয়ালকার বা বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে নিয়ে এ দেশে আগ্রহ সীমিত। আবার গান্ধিজির ঘাতক নাথুরাম গডসেকে হিন্দুত্বের প্রতীক মনে করলেও দেশের মানুষের ভাবাবেগের কারণে তাঁকে নিয়ে মাতামাতি করাটা সমস্যাজনক।

তাই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে বিজেপিকে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের প্রতীক হিসেবে মহাত্মা গান্ধির চশমা ব্যবহার করতে হয়। আবার কখনও দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে মতানৈক্যের গল্পের গোরুকে গাছে তুলে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সবথেকে বড় মূর্তি স্থাপন করতে হয়। গেরুয়া শিবিরের নিজস্ব কোনও জাতীয় আইকন না থাকায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং ভারতের সংবিধান তৈরির খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান বিআর আম্বেদকরকে নিয়ে মাতামাতি করতে হয়।

পদ্ম ব্রিগেডের এই কৌশল যে নিছক লোকদেখানো, সেটা ওড়িশাবাসী এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। রাজনৈতিক মতাদর্শ যাই হোক, ওড়িশাবাসীর কাছে দলমতনির্বিশেষে বিজু পট্টনায়েক নিঃসন্দেহে একজন আইকন। ওড়িশার সাধারণ মানুষ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, রাজ্যের উন্নয়নে বিজু এবং তাঁর ছেলে নবীন পট্টনায়েকের অবদান যথেষ্ট। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব বিজুর গুণমুগ্ধ বলে নিজেদের দাবি করেন। বিজুর জন্মদিনে শ্রদ্ধাও জানান তাঁরা।

অথচ পালাবদলের ওড়িশায় এখন থেকে আর বিজু পট্টনায়েকের জন্মদিনকে পঞ্চায়েতিরাজ দিবস হিসাবে পালন করার গত তিন দশকের পরম্পরায় ছেদ টেনেছেন ওড়িশার এখনকার বিজেপি সরকার। বিজুর জন্মদিনে ছুটির প্রথাও প্রত্যাহার করা হয়েছে। পাশাপাশি বিজেডি আমলে তৈরি ৪০টি সরকারি প্রকল্পের নাম বদলে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওড়িশার মোহনচরণ মাঝির সরকার। ওই প্রকল্পগুলির বেশ কয়েকটি বিজুর নামে আছে।

বিজু পট্টনায়েকের ঐতিহ্যকে মুছে ফেলার এই পদক্ষেপের স্বাভাবিকভাবেই সমালোচনা করেছে ওড়িশার প্রধান বিরোধী দল বিজেডি। কংগ্রেসও আপত্তি তুলেছে। আইকন আঁকড়ে ধরার খেলা এবং কাজ ফুরিয়ে গেলে তাঁকে লোকচক্ষুর আড়ালে পাঠিয়ে দেওয়ার এই খেলা বিজেপির নতুন নয়। ভোট ও ক্ষমতার প্রয়োজনে আইকন ব্যবহারের এই কৌশল আরেকবার বেআব্রু হল।

গান্ধিজি, নেতাজি, প্যাটেল, আম্বেদকর থেকে বিজু পট্টনায়েকের অবদানকে ভোটের স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও বিজেপি এবং সংঘ পরিবার যে ধরনের হিন্দুত্বে বিশ্বাসী, তার সঙ্গে ওই মহান নেতাদের মতাদর্শ খাপ খায় না। হাজার চেষ্টা করলেও তা সম্ভব নয়। কিন্তু বৃহত্তর সমাজের কাছে পৌঁছোনোর জন্য ওই মনীষীদের অন্তত প্রকাশ্যে আঁকড়ে ধরা হয়। কিন্তু চরিত্রগত, ভাবনাগত অবস্থান যে একেবারে আলাদা, সেটা বারবার সামনে চলে আসে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা সংসদে দাঁড়িয়ে আম্বেদকরের নামোচ্চারণের বদলে ভগবানের নাম করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। যাঁর লেখা বর্ণপরিচয় পড়ে আপামর বাঙালি বাংলা ভাষার পাঠ শিখেছে, সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার অভিযোগে জড়িয়ে আছে বিজেপির নাম। পশ্চিমবঙ্গের জনমানসে ছাপ ফেলার লক্ষ্যে প্রায়ই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দের নাম নেন বিজেপির নেতারা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বা স্বামীজির সংকীর্ণ মানসিকতামুক্ত, উদার, ধর্মনিরপেক্ষ, পরমতসহিষ্ণুতার সঙ্গে বিজেপি-আরএসএসের মনুবাদী চিন্তাভাবনা খাপ খায় না।

ভোট এলেই ভারত-পাকিস্তান, হিন্দু-মুসলিম, দেশভক্ত-দেশদ্রোহী ইত্যাদি দ্বন্দ্ব উসকে তোলা হয় ভোটারদের মধ্যে মেরুকরণ ঘটানোর লক্ষ্যে। যা বিজেপির কাছে ক্ষমতা দখলের সিঁড়ি ভাঙা অঙ্কে লেটার মার্কস অর্জনের মতো। ক্ষমতায় আসার মাত্র আট মাসের মধ্যে ওড়িশাকে বিজেপি ধীরে ধীরে বিজু পট্টনায়েকমুক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। আগামীদিনে সেই কৌশল অন্য অহিন্দিভাষী রাজ্যেও যে করা হবে না, তা হলফ করে বলা কঠিন।

অমৃতধারা

একজন মানুষের নিজের কাছে নিজের প্রাণ যতখানি প্রিয়, অন্য মানুষের কাছে, অন্য জীবের কাছে শুধু মানুষ কেন অন্য জীবের ক্ষেত্রেও এটা সত্য- নিজের নিজের প্রাণ প্রত্যেকের কাছেই ততখানিই প্রিয়। যিনি এটা অনুভব করেন তথা নিজের প্রাণকে তিনি যতখানি ভালোবাসেন, অন্যের প্রাণকেও তিনি ততখানিই ভালোবাসেন, তাঁকেই সাধু বলা হয়। আর এটা বুঝে, এই অনুভবের ফলে তিনি অন্যের প্রতি দয়াশীল হন। শরীরে ভস্ম মাখলে বা বিশেষ ধরনের পোশাক পরলেই কেউ সাধু হয়ে গেল, তা নয়। সাধু হতে গেলে নিজের ভেতরটাকে রাঙাতে হবে। পরমপুরুষ-পরমাত্মা কোথায় আছেন? তিনি তোমার প্রাণের ভেতরে, মনের ভেতরে লুকিয়ে আছেন।

-শ্রীশ্রী আনন্দমূর্তি

ড্রাগ দুনিয়ায় সুতীব্র লজ্জায় ভারত

বিবিসির স্টিং অপারেশনে ফাঁস ভারতে তৈরি নিষিদ্ধ ওষুধের উৎস। যার দৌলতে আফ্রিকার একাধিক দেশে ভয়ংকর সমস্যা।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

জোহানেসবার্গের রাস্তায় দেখা হল আফ্রিকার অন্য কোনও দেশের নাগরিকের সঙ্গে। ভারতীয়, শুনেই সে আপনাকে বলিউডের কোনও হিন্দি গানের কলি শুনিয়ে দেবে।

জার্মানির কোনও জঙ্গলে হয়তো রোনাল্ডোর দেশের বিশ্বকাপ টিমের ক্যাম্পে হাজির হয়তো বঙ্গসন্তান। ভারতীয়? বুঝলেই পর্তুগিজ তরুণী ভাঙা উচ্চারণে গেয়ে উঠতে পারেন, কুছ কুছ হোতা হ্যায়। সে দেখেছে ছবিটা।

কোরিয়ার রাস্তাতেও এমন অভিজ্ঞতা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ইন্ডিয়াকে ওখানে সবাই বলে ইন্দো। আমাদের নতুন প্রজন্ম যেমন কোরিয়ান পপ শুনলে জেগে ওঠে, ওখানেও বলিউডের গান জানে অনেকে। কালই দেখলাম, 'চান্দা হ্যায় তু' গান গেয়ে বাচ্চাকে ঘুম পাড়াচ্ছে কোরিয়ান তরুণ।

কাজাখস্তান থেকে রাশিয়া, পুরোনো সোভিয়েত দেশগুলো ঘুরলে অনেক জায়গাতেই ভারত নামে জান কসম হিন্দি ছবির রাজকীয় নাচের জন্য।

এমন কিছু বলতে বলতে, লিখতে লিখতে আপনি যদি শোনেন, ভারতের জন্যই আফ্রিকার বেশ কিছু দেশে লোকে গণহারে মরতে বসেছে, কেমন লাগবে তা হলে?

গর্বের পাহাড় থেকে নেমে পড়বেন একেবারে লজ্জার উপত্যকায়। শুনতে অবিশ্বাস্য লাগবে প্রথমে। তবে বাস্তব এটাই। ঘানা, নাইজিরিয়া, আইভরি কোস্টের মতো বেশ কিছু দেশে অসংখ্য মৃত্যুর কারণ হচ্ছে ভারতে তৈরি বেআইনি কিছু ওষুধ। ব্যথার চিকিৎসায় ওসব ব্যবহার হয়, আবার মাদক হিসেবেও ব্যবহার হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে মুম্বইয়ের এক ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থার উদ্যোগে।

ভাবতে পারেন, এই ওষুধগুলোর কোনও লাইসেন্স নেই! রপ্তানি হচ্ছে বেআইনি পথে! তীব্র আসক্তির ওই ওপিওয়েড এমনভাবে বাজারে ছাড়া হচ্ছে, প্যাকেজিং দেখলে মনে হবে, এ তো বৈধ ওষুধ। দুটো আলাদা ওষুধ ঠিকঠাক। অথচ মেলালেই বিপদ। টাপেন্ডাটলের মতো শক্তিশালী ওপিওয়েড আর পেশি শিথিল করে দেওয়া ওষুধ ক্যারিসোপ্রোডল মিশিয়ে তৈরি হচ্ছে এমন ওষুধ। প্রচুর নেশা হয় বলে এমন ওষুধ ইউরোপে নিষিদ্ধ। অথচ ভারতে দিব্যি তৈরি হচ্ছে।

আমরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিশ্বের তিন নম্বর হতে চলেছি বলে একদিকে গর্ব করছে মোদি সরকারের মন্ত্রীসভা। ওদিকে, ওই বেআইনি ওষুধ তৈরি বা বিক্রি করা বন্ধ করতে পারিনি। এমন ওষুধ বিক্রির লাইসেন্স নেই বিশ্বে। ভয়ংকর মেক্সিকো, হাইতি, ভেনেজুয়েলা, আফগানিস্তানেও এমন ওষুধ তৈরি হয় না। আমাদের দেশে তবু এসব তৈরি হচ্ছে।

এতদিন কেউই জানত না এমন কেচ্ছার কথা। বিবিসি স্টিং অপারেশনে গত মাসে এটা ফাঁস করার পর ছিছিক্কার বিশ্বে। ঘানা, নাইজিরিয়া, আইভরি কোস্টের অনেক শহর ও গ্রামে মেড ইন ইন্ডিয়া ছাপ লাগানো এই ওষুধ মিলছে। যেখানে লোগো মুম্বইয়ের অ্যাভিও কোম্পানির। মুম্বই ঠিক নয়, মুম্বই শহরতলির পালঘর জেলায়। সেই কোম্পানিতেই স্টিং অপারেশন চালিয়েছে বিবিসি। সেই রিপোর্টার গিয়েছিলেন নাইজিরিয়ায় এসব বিক্রি করবেন বলে। চিমা ওকোরি, চিবুজোর, ক্রিস্টোফারদের দেশ নাইজিরিয়াই এমন ট্যাবলেটের সবচেয়ে বড় বাজার। ভারত থেকে প্রথমে ঘানায় এসব যায় জাহাজে। ঘানা থেকে অন্য দেশে।

ভারতীয় কোম্পানির অন্যতম মালিক বিনোদ শর্মা লুকোনো ক্যামেরার সামনে দিব্যি বলেছিলেন, 'এটা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ক্ষতিকর। তবে আজকাল এটাই ব্যবসা। এই ট্যাবলেট কেউ দুটো বা তিনটে খেলে রিল্যাক্সড ভাববে নিজেদের। নেশা হতে পারে।'

এমন পড়লে সবার আগে মনে পড়ে আমাদের দেশের বহু শহর ও গ্রামের একটা ছবি। স্টেশন থেকে হাসপাতাল, সব জায়গায় দেওয়ালে সাঁটা এক ধরনের পোস্টার-- নেশামুক্তির উপায়। প্রচুর লোক যেমন নেশা ধরানোর কাজে উৎসাহী, প্রচুর লোক তেমন নেশামুক্তির কাজে জীবন দিয়েছেন। বাংলায়। ভারতে। বিদেশে।

বিশ্বের এই অংশে মাদক নিয়ে কী না হয়? আফগানিস্তান এবং মায়ানমারে চলে আফিম চাষের লড়াই, কোথায় বেশি উৎপাদন? শেষ খবর বলছে, আফিম চাষে আফগানিস্তানকে হারিয়েছে মায়ানমার। তালিবান ক্ষমতায় এসে আর যাই করুক, আফিম চাষ বন্ধ করেছে। মায়ানমারে আবার একটা সোনালি ত্রিভুজ আছে, যেখানে থাইল্যান্ড, মায়ানমার ও লাওসের সীমান্ত মিশেছে। সেখানেই আফিম-হেরোইন উৎপাদন সবচেয়ে বেশি।

থাইল্যান্ড বলতে মনে পড়ল, এটা এখন গাঁজার স্বর্গরাজ্য। ব্যাংককে গাঁজা বৈধ করার পর সেখানকার খাও স্যান রোডে গাঁজাকে কেন্দ্র করে শপিং মল হয়ে গিয়েছে। প্ল্যান্টোপিয়া মার্কেটে সবসময় ধোঁয়ায় ঢাকা থাকে। গাঁজা কিনে লোকে যাচাই করে ওখানে। ব্যাংককের ব্যস্ততম রাস্তা সুকুমভিট রোডে পঞ্চাশের বেশি দোকানে মেলে গাঁজা ফুলের কুঁড়ি আর ধূমপানের নানা সরঞ্জাম।

এই যে বাংলাদেশ, সেখানে নিত্যনতুন ট্যাবলেটের কথা শুনবেন। একটা নিষিদ্ধ হলে আর একটা শুরু হবে। একটা রুট বন্ধ হলে শুরু হবে আরেকটা রুট। আমাদের যেমন মিজোরাম ড্রাগ ঢোকার অন্যতম পথ, বাংলাদেশে তেমন চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার। বাংলাদেশে এক বছর আগে ১০০ কোটির বেশি কোকেন উদ্ধার হয়েছিল ঢাকা বিমানবন্দরে। এসেছিল আফ্রিকান দেশ মালাউয়ি থেকে। ইথিওপিয়া ও কাতার হয়ে। পাচার হত ভারতে। বাংলাদেশে 'শয়তানের নিঃশ্বাস' নামে এক ড্রাগ এসেছে। আসল নাম স্কোপোলামিন। ওই ড্রাগ আপনার কাপড়, হাত বা মোবাইলে লাগালে কিছুক্ষণের জন্য আপনি মানসিক নিয়ন্ত্রণ হারাবেন। এই সুযোগে সবকিছু চুরি হয়ে যাবে, বুঝতেই পারবেন না।

শিলিগুড়ি বা মালদায় নিষিদ্ধ ড্রাগ বলতে বোঝায় ব্রাউন সুগার, কোকেন, হেরোইন বা লামা। তা শুধু ওখানেই আটকে নেই ড্রাগ মাফিয়াদের পৃথিবী। যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়া এখন নারকো স্টেট। সেখানে ক্যাপ্টাগন নামক মাদক সুপারহিট। একটা সময় ওই ক্যাপ্টাগন বড়ি খেয়ে ইসলামিক স্টেটের যোদ্ধারা দিনরাত যুদ্ধ করত। নেশার বড়ি খেয়ে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালাতে সুবিধে হত। কী করছে, কী করছে না, হুঁশই থাকত না। সিরিয়া ও লেবাননে খুব সস্তায় তৈরি হত ওই ওষুধ। বলা হত, গরিবের কোকেন।

পাচারেরও কত রকম রাস্তা! ইকুয়েডরের দুজন এবং এক স্প্যানিশ, তিনজন মিলে এক সাবমেরিনে ব্রাজিল থেকে ইউরোপে নিয়ে যাচ্ছিল ১৫ কোটি ডলারের কোকেন। এই সাবমেরিন আবার চোরাচালানকারীদেরই বানানো। ব্রাজিলের আমাজন পেরিয়ে ইউরোপ যেতে অন্তত সাতাশদিন। কুড়ি হাজার লিটার জ্বালানি লাগে। বুঝতেই পারছেন, কতটা গরম। তিনটে লোকের খাবার বলতে ছিল এনার্জি বার ও ক্যান ভর্তি সার্ডিন মাছ। টয়লেট বলতে ছিল প্লাস্টিক ব্যাগ। এই বেআইনি সাবমেরিনগুলো আবার তৈরি হয় গায়ানা বা সুরিনামের গভীর জঙ্গলে। সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা, যারা সাবমেরিন চালিয়ে এত কষ্টে বেআইনি ড্রাগ নিয়ে যায়, তাদের অধিকাংশকেই মেরে ফেলা হয়। আটলান্টিক মহাসাগরে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ এবং অ্যাজোরেসের আশপাশে নাকি একটি গণকবরখানা রয়েছে। কোকেন খালাস করে ওখানেই ইচ্ছে করে ডুবিয়ে দেওয়া হয় সাবমেরিন চালকদের।

ঠিক এই জায়গাতেই এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা মিশে যায়। ড্রাগের স্বর্গরাজ্য কলম্বিয়া এবং মেক্সিকোর পাচারকারীরা স্পেনের অপরাধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করে। ইতালি, স্পেনের মতো ইউরোপে মাদক পাচারের বড় কেন্দ্র আবার বেলজিয়ামের অ্যান্টওয়ার্প। সেখান থেকে নেদারল্যান্ডস হয়ে কোকেন যায় ইউরোপের নানা শহরে। বছরখানেক আগে শুনেছিলাম, বেলজিয়ামের বিচারমন্ত্রী ভিনসেন্ট কিকেনবর্ন মারাত্মক সুরক্ষিত বাড়িতে থাকেন। কেন? ডাচ অপরাধীরা হুমকি দিয়েছিল, মন্ত্রীকে অপহরণ করবে।

নারী দিবসের প্রেক্ষাপটে ড্রাগ সংক্রান্ত লেখাতেও অবশ্য থাকা উচিত মেয়েদের কথা। দুই সম্পূর্ণ চরিত্রের দুজনের কথা বলি।

কলম্বিয়ার প্রয়াত গ্রিজেলডা ব্লাঙ্কো। তাঁর সম্পর্কে কলম্বিয়ার মাদক মহারাজ পাবলো এসকোবার বলেছিলেন, 'জীবনে একজনকেই ভয় পেতাম।' সত্তর বা আশির দশকে 'কোকেন গডমাদার' বলা হত গ্রিজেলডাকে। নিজের তিন স্বামীকেই মেরে ফেলেছিলেন তিনি। বলা হত 'ব্ল্যাক উইডো'। তাঁকে নিয়ে হলিউডে ছবি পর্যন্ত হয়েছে। সিরিজ বানায় নেটফ্লিক্স।

দ্বিতীয়জন, বিশ্বে মাদকাসক্তির রাজধানী আফগানিস্তানের লায়লা হায়দারি। কাবুলের রাজপথে একটা ব্রিজ রয়েছে। নাম পুল-এ-সুখতা। সেই ব্রিজের নীচে কয়েক হাজার নেশাগ্রস্ত মানুষ নোংরার মধ্যে শুয়ে থাকত। বোধই কাজ করত না। অধিকাংশই আফিম-হেরোইন নিত। তাঁর নিজের ভাই নেশায় চুর জেনে লায়লা তাঁর বাড়ি যান। ভাইয়ের ঘরে স্ত্রী ও তিন কন্যা। তাঁদের বাঁচাতে ভাইকে বাড়ি থেকে বের করে দেন লায়লা। ভাই তখন চলে যায় ব্রিজের নীচে।

ভাইকে খুঁজতে গিয়ে দিব্যচক্ষু খুলে যায় লায়লার। সেখানে চার হাজার নেশাগ্রস্ত-- ভাইকে পাবেন কোথায়? অনেকে মলমূত্র, সিরিঞ্জের মধ্যে শুয়ে। অনেকে মৃত। লায়লা নিজের টাকায় তৈরি করেন মাদার্স ক্যাম্প। সব নেশাগ্রস্তর জন্য। জঙ্গিরা হত্যার হুমকি দিলেও থামেননি। পুনর্বাসন কেন্দ্রের পাশে ছিল লায়লার কফি শপ। সেই অর্থেই চলত ক্যাম্প।

লায়লা আজ কোথায়, তাঁর মাদার্স ক্যাম্প, কফি শপ তালিবান জমানায় চলে কি না, সেটা হোয়াটসঅ্যাপের এআই পর্যন্ত স্পষ্ট বলতে পারে না।

আমাদের দেশেও লায়লার মতো উচ্চশির প্রচুর নারী। ড্রাগ দুনিয়ায় ভারতের সাম্প্রতিকতম লজ্জা ঢাকতে তাঁরাও তাঁদের শহরে কিছু করে যাচ্ছেন, এই স্বপ্ন দেখে চলি।

আজ

১৯০৮

স্বাধীনতা সংগ্রামী লোকনাথ বল জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

১৯৫৬

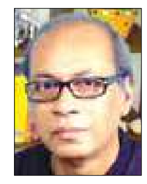

লেখক রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

তারকাদের যদি এত মিটিং-মিছিলে দেখা যায়, তাহলে টিকিট কেটে মানুষ তাদের পর্দায় চাইবে কেন? অভিনেতাদের শুধু অভিনয় নিয়ে থাকা উচিত। অন্য জগতে প্রবেশ করলেই, সে রাজনীতি বা অন্য কিছু, নজর ঘুরে যায়। উত্তমকুমার সুখেনদাকে বলেছিলেন, তুই এত ঘুরে বেড়াস, এটা ঠিক না।

- প্রভাত রায়

ভাইরাল/১

মধ্যপ্রদেশে এক হাসপাতালের বিরুদ্ধে রোগীকে আইসিইউতে আটকে রেখে মোটা টাকা বিল করার অভিযোগে আলোড়ন। 'কোমা'য় থাকা রোগী নাকে নল, হাতে ক্যাথেটার নিয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসেন। তাঁর দাবি, আইসিইউতে আটকে রাখা হয়েছিল। অভিযোগ অস্বীকার হাসপাতালের।

ভাইরাল/২

ট্রেন আসার সময় লাইন পারাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও এক তরুণের বাইক কাঁধে রেললাইন পারাপারের ভিডিও ভাইরাল। লেভেল ক্রসিংয়ের গেট বন্ধ থাকলেও তরুণটি বাইক কাঁধে তুলে লাইন টপকে চলে যান।

উত্তরের পাঁচালি

বানারহাটের নেপথ্যে

ধূসর অতীতে ডুয়ার্সে যখন প্রচণ্ড পানীয় জলের অভাব ছিল তখন আজকের বানারহাট জনপদ এলাকায় জলের উৎস ছিল। তাই ওই এলাকা লোকমুখে পরিচিত হয়েছিল 'পানিরহাট' নামে। অপভ্রংশ হয়ে 'পানারহাট' হয়ে তারপর কালের স্রোতে তা 'বানারহাট'। আবার অনেকে বলেন বিডিআর-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেশন হিসেবে ১৯০৩ সালে বানারহাটের আত্মপ্রকাশের পর চা বাগানে সস্তায় শ্রমিক জোগান দেওয়ার জন্য এজেন্ট বা আড়কাঠি মারফত 'বান্দা' বা মজদুর সদ্যপ্রতিষ্ঠিত রেলস্টেশনে কেনাবেচা হত। এই বান্দা বিনিময় কেন্দ্র হিসেবে 'বান্দারহাট' তথা আজকের 'বানারহাট'-এর সৃষ্টি।

জীবন যেমন।। বানারহাটে একদিন। ছবি : মলি দত্ত

১৮৬৪ সালে তৃতীয় ভারত-ভুটান যুদ্ধের কেন্দ্র ছিল বানারহাটের পাশের 'চামুরচি'। ১৮৭৭-১৮৭৮ সালে জলপাইগুড়ি শহরের বাঙালি শিল্পপতিদের হাতে তৈরি 'মোগলকাটা' চা বাগান এবং এর ১৭ বছর পর ১৮৯৫ সালে সম্পূর্ণ ব্রিটিশ সাহেবদের হাতে তৈরি হয় 'বানারহাট' চাবাগান। ধীরে ধীরে একের পর এক মোট ২২টি চা বাগান গড়ে ওঠে। ১৯০৫ সালে এই বানারহাটে সাপ্তাহিক হাট বসা শুরু হয়।

–শুভজিৎ দত্ত

নাটকে নিবেদিত

রতনকুমার চৌধুরী।

নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়ি এখন পরিচিত নাম। একেবারেই গ্রামীণ এই জনপদে পাঁচ-ছয় দশক আগে যাত্রাপালার কদর ছিল বেশি। সেই যাত্রাপালার পাশাপাশি নাটকের চর্চা তখন শুরু হয়েছিল যে ক'জন পড়ুয়ার দৌলতে তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন রতনকুমার চৌধুরী। প্রায় ৬০ বছর আগে প্রাইমারি স্কুলের যখন ছাত্র রতন তখন থেকেই নাটকে অভিনয় শুরু। পরবর্তীতে ছাত্র জীবনে বহু নাটকে অভিনয়। পরে প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। শিক্ষক থাকাকালীনও পড়ুয়াদের নিয়ে বহু নাটক পরিবেশন করেন। চাকরি জীবন থেকে অবসরগ্রহণ করেন ১১ বছর আগে। এখনও নাটক ছাড়েননি। বরং নতুন প্রজন্মকে নাটকে ধরে রাখার জন্য তাঁর উদ্যোগে ভাবনা নাট্যম সংস্থা গড়ে ওঠে। রতনবাবুর নেতৃত্বে এই সংস্থা বছরে দুটি করে নাট্যোৎসব করছে পলাশবাড়িতে। আবার তাঁর নাটকের দল উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্তে নাটক পরিবেশন করছে। রতন নিজে শতাধিক নাটকে নানা চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তাঁর স্বরচিত নাটক আটটি। এছাড়া বহু বিখ্যাত নাট্যকারের লেখা নাটক পরিচালনা করেছেন। এভাবে তিনি যেন এই জনপদে এখন 'নাট্যগুরু' হিসেবে স্বীকৃত। তবে এখনও সরকারি কোনও পুরস্কার মেলেনি। কিন্তু পলাশবাড়ির ললিতকলা অ্যাকাডেমি 'রতন'-কে চিনেছে। সম্প্রতি তাদের উদ্যোগে এবারের বার্ষিক অনুষ্ঠানে 'নাট্যগুরু' হিসেবে রতনকে সংবর্ধিত করা হল। সংস্থার প্রতিনিধি প্রণবকুমার সেনের কথায়, 'নাটকের জন্য রতনবাবু যা করেছেন তাকে সম্মান জানাতেই আমাদের এই ক্ষুদ্র উদ্যোগ।'

– সুভাষ বর্মন

ইচ্ছেডানায় আকাশে উড়ুক নারীসত্তা

নারী দিবসে নানা আশাভরসার কথা শোনা যায়। কিছু স্বপ্ন পূরণ হয়, কিছু স্বপ্ন পূরণ হয় না। তবু জীবন থামে না।

চিরদীপা বিশ্বাস

স্টেশনের ওয়েটিং রুমে হঠাৎ দুই মহিলার মতানৈক্য কান ছুঁল।

'কোনও কাজই ছোট নয় বলে আবার আকারে ইঙ্গিতে চাকরিরতা মহিলাদেরই সফল বলছিস তা হলে।'

'তা নয় দিদি, তুমি চাকরির অফারটা না নিয়ে এখন কী করছ, না ছাদবাগানে ফুল ফোটাচ্ছ আর বলছ এটাই ভালো লাগে। আজকের দিনে দাঁড়িয়েও...মানে কীভাবে!'

একুশ শতকের উদারমনা নারী হিসেবে আমার অন্তরাত্মাও ওই 'চাকরি ছেড়েই সুখী আছি' মার্কা মনোভাব মেনে নিতে পারছিল না কিছুতেই। হ্যাঁ, হয়তো পয়সাকড়ির অভাব নেই, তাই বলে নিজের একটা ঠিকঠাক আয় থাকবে না! ঘর গুছিয়ে, রান্না করেই তৃপ্তি মেলে ধরনের চিন্তাভাবনা উনিশ শতকীয়। পুরুষতন্ত্র হিপনোটাইজ করে রেখে দিয়েছে পুরো, আর কিছু না। আপনমনেই এসব ভাবতে ভাবতেই এবার অন্য আরেক কাকিমার গলা পেলাম 'আমারও নার্সারির শখ ছিল খুব। আর্থিক অসচ্ছলতা ছিল না সেরকম কিন্তু শিক্ষিত হয়েও যদি চাকরি না করি তাহলে লোকে কী বলবে? অগত্যা ...।'

দীর্ঘশ্বাস আর না বলা ওই কথাগুলো সেদিন অনেক কিছু শিখিয়েছিল। সত্যিই তো, ভালো থাকার স্বাধীনতা তো সবার থাকা উচিত। নারীসমাজের অধিকাংশের ধারণা একরকম হতেই পারে। তাই বলে সংখ্যালঘিষ্ঠের অন্যরকম চাওয়াটা ছোট করে দেখব! এও তো বৈষম্যই হল। কোনও নারী চাইতেই পারেন উচ্চশিক্ষিত হওয়ার পরেও তিনি প্রথাগত

দিকে যাবেন না। এর মধ্যিখানে আমাদের অতি বিপ্লবী মনে উদ্রেক হওয়া 'কী করে এভাবে নারী সুখী হতে পারে' গোত্রীয় প্রশ্ন নিয়ে সবসময় সবক্ষেত্রে সোচ্চার হওয়াটা কি খুব দরকার?

অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অবশ্যই ভীষণ প্রয়োজন। কিন্তু আশপাশের নারীগোষ্ঠীর চলা পথে হাঁটলেই যে কাঙ্ক্ষিত সফলতা আসবে এমনটা তো নয়। পূর্ব নারীরা শেকল ভেঙে চলেছে যেমন, ঠিক তেমন প্রয়োজন পড়লে সেই চেনা ছকও ভেঙে নিজেদের ভালো থাকার ঠিকানা খুঁজে নিতে হবে। হতেই পারে কম্পিউটার শেখার বদলে কেউ তার সেলাই-ফোঁড়াইকে আগলে রাখতে চায়, ক্ষতি কী! সেটাই হোক তার স্বাবলম্বী হওয়ার পথের সঙ্গী।

আসলে সব কাজে খুঁত ধরতে ধরতে আমরা ভুলেই যাই যে, করার পাশাপাশি 'না করা'র সিদ্ধান্ত গ্রহণও একপ্রকার স্বাধীনতা। সেই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই আমরা অতি উদার কেউ কেউ ভুরু কোঁচকানো যে মন্তব্যগুলো করে বসি, তা আদতে আমাদেরই বৈষম্য সৃষ্টিকারী বানায়। তাই ইকুয়ালিটির ধ্বজা উড়িয়ে, হাজার গন্ডা বিবিধের মাঝে, এক রঙের চশমা পরে, সকলকে জাস্টিস দেওয়ার চরম চেষ্টা করা নিতান্তই মুর্খামি। দিনের শেষে শান্তিতে সুখী জীবন কাটাতে তাই কোনও নারী যদি কর্পোরেট জব ছেড়ে স্ব-ইচ্ছায় ইউটিউবার হতে চান তাঁকেও যেমন সম্মানের চোখে দেখা উচিত, ঠিক তেমন কেউ যদি ফুলবাগানে ফুল ফুটিয়ে, ঘুরে বেড়িয়ে ফোটো তুলে বা ঘরের মধ্যে থেকেই রকমারি নিত্যনতুন রান্নাবান্না করে, উল বুনে সুস্থ-স্বাভাবিক এবং আনন্দময় জীবন কাটাতে চান, তবে তাতে পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের গন্ধ বৃথা খুঁজতে নেই।

(লেখক প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। কোচবিহারের ভূমিকন্যা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৮৪

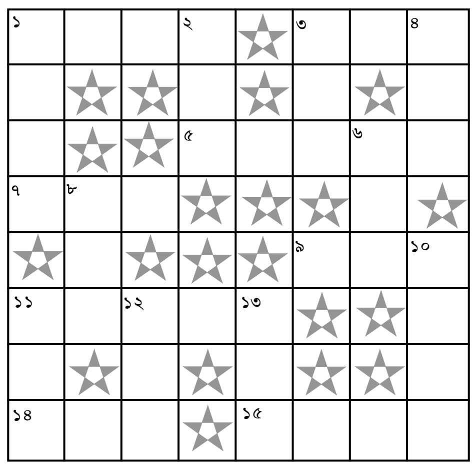

পাশাপাশি : ১। তীরভূমি, বেলাভূমি ৩। অতি মূল্যবান রত্ন বা মণি ৫। ত্রিপুরি উপজাতির ভাষা ৭। ঢিলে করে বাঁধা খোপা ৯। পাপিষ্ঠ, পাপাত্মা ১১। শিবের অংশে জাত ভৈরব, মৃত্যুরূপি শিবানুচর ১৪। মাফ, রেহাই ১৫। দুই দলের আড়াআড়ি, একই দলের মধ্যে নানা গোষ্ঠীর বিরোধ।

উপর-নীচ : ১। আস্ফালন করা, উত্তেজিত হয়ে লাফালাফি করা ২। লোকসংসর্গ-প্রিয়, আমুদে ৩। প্রশ্নের উত্তর, বরখাস্ত ৪। রসজ্ঞ, সমঝদার ৬। লালাভ, রক্তাভ ৮। পায়চারি, চৌকি ১০। বৈষ্ণবদের কপালে গেরিমাটির তিলক ১১। বাক্য, নির্দেশ ১২। শিব, উচ্চাঙ্গ সংগীতের একটি রাগ, একটি নদ ১৩। বরদাতা, ইচ্ছাপূরণকারী।

সমাধান ■ ৪০৮৩

পাশাপাশি : ১। সিকিম ৩। জাউ ৫। কথ্য ৬। কমলা ৮। নোলক ১০। দাদন ১২। জগৎ ১৪। হাবা ১৫। দাদ ১৬। জঙ্গম।

উপর-নীচ : ১। সিটকানো ২। মকমক ৪। উত্তম ৭। লাই ৯। লাজ ১০। দাগাবাজ ১১। নরোত্তম ১৩। গলদা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পুরোহিত ভাতার দাবি

বালুরঘাট, ৭ মার্চ : পুরোহিত ভাতা দেওয়ার দাবিতে সরব হল দক্ষিণ দিনাজপুর পুরোহিত কল্যাণ সমিতি। শুক্রবার বালুরঘাটে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান করে পুরোহিতদের ভাতা দেওয়ার দাবি জানান তাঁরা। এদিন বাৎসরিক সনাতনী ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধির প্রার্থনা করেছেন বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন। সমিতির সম্পাদক প্রদীপ ভাদুড়ি বলেন,'পাঁচ বছর আগে মুখ্যমন্ত্রী পুরোহিত ভাতার ঘোষণা করেছিলেন। তারপরে এই জেলার কয়েকজন ভাতা পান। কিন্তু অনেক গরিব পুরোহিত সেই ভাতা থেকে বঞ্চিত। যাতে সকলেই ভাতার আওতায় আসতে পারে সেই কারণে আমরা একত্রিত হয়েছি।'

গাছে টোটোর ধাক্কা, জখম ৪

বালুরঘাট, ৭ মার্চ : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা গাছে ধাক্কা মারল একটি যাত্রীবাহী টোটো। পথ দুর্ঘটনায় জখম হলেন চালক সহ চারজন। শুক্রবার দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বালুরঘাট ব্লকের বোয়ালদার গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেরেন্ডা এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান স্থানীয়রা। পরে আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আহত টোটোমালিকের নাম রঞ্জন মোহন্ত। তপনের দাঁড়াল এলাকায় তাঁর বাড়ি। পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

অনুপ্রবেশে

প্রথম পাতার পর

ওই ঘটনার তদন্তে হ্যাচারির কর্ণধার অমৃত দাসকে বাংলাদেশ থেকে মাছের ডাক্তারকে অবৈধ অনুপ্রবেশ করিয়ে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বাংলাদেশি ডাক্তারের আধার কার্ড ও প্যান কার্ড বাজেয়াপ্ত হতেই নথি তৈরি চক্রের খোঁজ শুরু করে পুলিশ। তদন্তে বেসরকারি ব্যাংকে অস্থায়ী আধার বিভাগের কর্মী অলোক পালকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

ওই তিনটি বাংলাদেশি গ্রেপ্তারির ঘটনাতেই সীমান্ত থেকে চক্রের মাথা ও আধার কার্ড তৈরির মাথাদের গ্রেপ্তার করে দুশ্চিন্তায় পড়েছে গোয়েন্দারা। তিনটি ঘটনাতেই দেখা যায় অবৈধ অনুপ্রবেশে যেমন সাহায্য করা হচ্ছে, তেমন আধার কার্ড তৈরি অনায়াসে হয়েছে। সবই হচ্ছে টাকার বিনিময়ে। প্রথম দুটি ঘটনাতে আধার কার্ড অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে জাল করা হলেও বাংলাদেশি ডাক্তারের ঘটনায় আধার ও প্যান কার্ড তৈরি করেছে অসাধু কারবারিরা। তিনটি ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই সীমান্ত সুরক্ষা নিয়ে দুশ্চিন্তা বেড়েছে পুলিশের। সীমান্তে আর কত চক্র সক্রিয় রয়েছে, তা ভাবাচ্ছে গোয়েন্দাদের। তবে সীমান্ত সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে সক্রিয় চক্রের সন্ধানে নেমেছে পুলিশ।

চামাগ্রামে র‍্যাফ-পুলিশ, পরীক্ষার্থীদের তল্লাশি

অভিযুক্তদের একই ঘরে বসিয়ে পরীক্ষা

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ৭ মার্চ : শুক্রবার ছিল উচ্চমাধ্যমিকের ফিজিক্স, এডুকেশন ও মিউটেশনের পরীক্ষা। আর তাই চামাগ্রামে তল্লাশির সময় শিক্ষক নিগ্রহে কাঠগড়ায় ওঠা পরীক্ষার্থীদের একই ঘরে বসিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নেওয়া হল। শুধু তাই নয়, পরীক্ষার্থীদের হাতে আক্রান্তের পরেও তল্লাশি থেকে পিছু হঠতে নারাজ শিক্ষকরা। তবে পরীক্ষার জন্য চামাগ্রাম স্কুলে মোতায়েন করা হয়েছিল বিপুল পরিমাণের পুলিশ। ছিল কঠোর নিরাপত্তা। পরীক্ষা ব্যবস্থা পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন খোদ মালদা জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক বাণীব্রত দাস।

পরীক্ষার্থীরা জানিয়েছে, পরীক্ষাকেন্দ্রের আশপাশে কোনও অভিভাবক ও বহিরাগতকে ঘেঁষতে দেয়নি পুলিশ। পরীক্ষাকেন্দ্র ও আশপাশের এলাকায় সর্বক্ষণ চলেছে র‍্যাফ ও পুলিশের নজরদারি।

বুধবার ইংরেজি পরীক্ষার দিন চামাগ্রাম হাইস্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের তল্লাশি চালানোর সময় পরীক্ষার্থীদের হাতে আক্রান্ত হন। তাই শুক্রবার স্কুলজুড়ে ছিল থমথমে পরিবেশ। বুধবার ঘটনার পর উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য স্কুল পর্যবেক্ষণে আসেন। ঘটনার তদন্ত করে পরীক্ষা যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়, তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি।

> সুস্থভাবে পরীক্ষা হয়েছে। সব ঠিক আছে। পুলিশের কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে।
>
> **বাণীব্রত দাস**
> পরিদর্শক (মাধ্যমিক)

শুক্রবার পরীক্ষা ব্যবস্থা পরিদর্শনে উপস্থিত হলেন মালদা জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক বাণীব্রত দাস। ছিলেন বৈষ্ণবনগর বিধানসভার বিধায়ক চন্দনা সরকার। চামাগ্রাম হাইস্কুলে উপস্থিত ছিলেন বৈষ্ণবনগর থানার আইসি বিপ্লব হালদার সহ বিশাল পুলিশবাহিনী। তিনি র‍্যাফবাহিনী নিয়ে স্কুল সহ আশপাশের এলাকায় সর্বক্ষণ নজরদারি চালান। অভিযুক্ত ক্যামদিটোলা হাই মাদ্রাসার চিহ্নিত ছাত্রদের আলাদা ঘরে বসিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় শিক্ষা সংসদের তরফে।

মালদা জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক বাণীব্রত দাস জানান, 'সুস্থভাবে পরীক্ষা হয়েছে। সব ঠিক আছে। পুলিশের কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

চামাগ্রাম হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শক্তিপদ সরকার বলেন, 'শান্তিপূর্ণভাবেই চলছে পরীক্ষা। সেদিনের ঘটনা আর মনে রাখতে চাই না।'

স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একাংশ জানান, 'সঠিকভাবে নিরাপত্তা পেলে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নির্দেশমতো পরীক্ষার্থীদের তল্লাশি চালাতে কোনও অসুবিধা নেই।' জেলা উচ্চমাধ্যমিকের জয়েন্ট কনভেনার বাসিরুল ইসলাম বলেন, 'ওই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে, সেটা খেয়াল রাখা হচ্ছে।'

ভাতার দাবিতে পথে আশাকর্মীরা

মালদা ও বালুরঘাট, ৭ মার্চ : একবার নয়, একাধিকবার আন্দোলনে শামিল হয়েছেন আশাকর্মীরা। প্রতিশ্রুতি মিললেও সমস্যার সমাধান হয়নি। বেতন অনিয়মিত। কাজ করতে গিয়ে নানান সমস্যার সন্মুখীন হতে হচ্ছে। আশাকর্মীদের অভিযোগ, এবারের রাজ্য বাজেটে তাদের জন্য কোনও ঘোষণা করা হয়নি। তাই আন্দোলনে নামলেন মালদা জেলার আশাকর্মীদের একাংশ। শুক্রবার জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরে তাঁরা বিক্ষোভ দেখান।

সিএমওএইচ অফিসে বিক্ষোভে আশাকর্মীরা। শুক্রবার। - অরিন্দম বাগ

আশাকর্মীদের মূল দাবির মধ্যে রয়েছে, ন্যূনতম বেতন ১৫ হাজার টাকা। সেইসঙ্গে তাদের সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতি দিতে হবে। এছাড়াও বকেয়া সমস্ত ভাতা দ্রুত প্রদান করতে হবে। এমনই ছয় দফা দাবিতে শুক্রবার জেলা মুখ্য স্বাস্থ্যকর্তার কাছে ডেপুটেশন দিল পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের মালদা শাখা। সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা মেহবুবা খাতুন বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে আমরা আন্দোলন করছি। আশ্বাস দেওয়া হলেও আমাদের সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। আমরা মোট ছয় দফা দাবিতে জেলা স্বাস্থ্যকর্তাকে ডেপুটেশন দিলাম। সমস্যার সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।'

মালদা জেলা মুখ্য স্বাস্থ্যকর্তা সুদীপ্ত ভাদুড়ি বলেন, 'আশাকর্মীদের অনেকগুলি দাবি রয়েছে। দাবিগুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাব।'

এদিকে, শুক্রবার দুপুরে বালুরঘাটে অবস্থিত জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। শুধুমাত্র ঘেরাও বিক্ষোভ নয়, পরে বিক্ষোভকারী আশাকর্মীদের প্রতিনিধিদলের তরফে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে নিজেদের দাবিপত্র তুলে দেয়। তাদের দাবি পূরণ না হলে আগামীদিনে তাঁরা আরও বড় আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

এদিন মোট ছয় দফা দাবিতে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দ্বারস্থ হন জেলার আশাকর্মীরা। দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য আশাকর্মীদের রাজ্য সরকার কর্তৃক ভাতা ন্যূনতম ১৫ হাজার টাকা করতে হবে। মৃত আশাকর্মীদের পরিবারকে এককালীন পাঁচলক্ষ টাকা দিতে হবে। আশাকর্মীদের জন্য সরকার ঘোষিত সমস্ত ছুটি, সরকারি স্বাস্থ্যকর্মীর স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। এমন ৬ দফা দাবিতে শুক্রবার দুপুরে বালুরঘাটে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের সদস্যরা। এদিনের কর্মসূচিকে ঘিরে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বিশাল পুলিশ মোতায়েন ছিল। এদিকে আজ শুধু বালুরঘাট নয়, রাজ্যের সব জেলাতেই এই কর্মসূচি চলছে।

সংগঠনের জেলা সভানেত্রী নমিতা মহন্ত বলেন, 'আজ আমরা ছয় দফা দাবিতে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দ্বারস্থ হয়েছি। আমাদের দাবিগুলি একদমই ন্যায়সংগত। আশাকর্মীরা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অন্যতম মেরুদণ্ড। এরাই বরাবর বঞ্চিত। আশাকর্মীরা এখনও সরকারি স্বাস্থ্যকর্মীর পরিচয় পায়নি। এইসব দাবিতে এদিন গোটা রাজ্যের পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতেও বিক্ষোভ প্রদর্শন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।'

কীটনাশক পান পরীক্ষার্থীর

রায়গঞ্জ, ৭ মার্চ : মেডিকেল কলেজের বেডে শুয়ে পরীক্ষা দিল দুই পড়ুয়া। একজন একটি নার্সিংহোমের বেডে শুয়ে। এই তিন পরীক্ষার্থী হল রায়গঞ্জের দেবীনগর কৈলাসচন্দ্র রাধারানি বিদ্যাপীঠের মাম্পি মণ্ডল, করণদিঘির সাবধান হাইস্কুলের মোসামাত খাদিজা এবং দুয়ারিন স্কুলের সাকিলা খাতুন।

গত বৃহস্পতিবার বাবা-মায়ের বকুনির জেরে অভিমান করে মাম্পি। পরে কীটনাশক পান করে। ভর্তি করা হয়েছিল মেডিকেলে। রাতে সুস্থ হলে পরিবার স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে। অনুরোধ জানায়, মেডিকেলে বিছানায় শুয়ে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার জেলা কনভেনর সুব্রত সাহাকে জানালে তিনি মেডিকেলে পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। বাকি দুই পড়ুয়া প্রসবযন্ত্রণা নিয়ে মেডিকেল ও নার্সিংহোমে বসে পরীক্ষা দিয়েছে। তবে নার্সিংহোমের পরীক্ষার্থীকে আগামীদিনে মেডিকেল কলেজ থেকে পরীক্ষা দিতে হবে।

নেশামুক্তিকেন্দ্র

প্রথম পাতার পর

এবং ছেলেমেয়েদের খরচ মেটাতে গিয়ে ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়ছেন বাড়ির মহিলারা। নেশামুক্তি কেন্দ্রগুলির অনুমোদন পাওয়া গেলে স্বাস্থ্য সাথীর মাধ্যমে চিকিৎসার জন্য আবেদন করা হবে।

জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক পূরণকুমার শর্মা বলেন, 'জেলার রূপাহারে একমাত্র একটি নেশামুক্তি কেন্দ্রে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। বাকিদের কোনও লাইসেন্স এখনও নেই।' তবে বিনা লাইসেন্সে ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্টের মতো হোম চলছে? এ ব্যাপারে নেশামুক্তি কেন্দ্রের এক মালিকের কথায়, 'লাইসেন্সের জন্য আবেদন করা হয়েছে।' কিন্তু সরকারি ছাড়পত্র না পেয়েও নেশামুক্তি কেন্দ্রে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা চলছে কীভাবে? আর সেই নেশামুক্তি কেন্দ্রের খরচ জোগাড় করতেই নাকি রাতের ঘুম ছুটছে মহিলাদের।

অবসর জল্পনা

প্রথম পাতার পর

রোহিতের ক্রিকেট থেকে বিদায় বাজনার মধ্যেই শ্রেয়সকে নিয়ে নয়া তথ্য সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, ঘরোয়া ক্রিকেটে পারফর্ম করে জাতীয় দলে কামব্যাক ঘটানোর পর থেকে স্বপ্নের ছন্দে থাকা শ্রেয়স খুব দ্রুত বিসিসিআইয়ের মূল চুক্তিতে ফিরতে চলেছেন। হয়তো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালের পরই সেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে যাবে। ঘরোয়া ক্রিকেট না খেলার অবাধ্যতার কারণে বোর্ডের মূল চুক্তি থেকে শ্রেয়সের সঙ্গে ঈশান কিষানও বাদ পড়েছিলেন। সূত্রের খবর, বড় অঘটন না হলে দুজনই বোর্ডের মূল চুক্তিতে ফিরতে চলেছেন। আর সেটা খুব দ্রুত।

বিতর্কিত জায়গার দখল নিল পুরসভা

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ৭ মার্চ : প্রকৃত মালিক নির্ধারণ না হওয়ায় জায়গার দখল নিল বুনিয়াদপুর পুরসভা। শুক্রবার বুনিয়াদপুর পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডে

ওই বাস্তু ফাঁকা জমি পুরসভা দখল করে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

বছর পাঁচেক আগে স্থানীয় যুগলচন্দ্র মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি সিদ্ধার্থ চৌধুরী ও রঞ্জিতা চৌধুরীর কাছ থেকে কিনে নেন। কিন্তু জায়গা বিক্রির পরেই মারা যান সিদ্ধার্থ চৌধুরী। কেনা জায়গা মাপজোখ করতে গিয়ে যুগলবাবু স্থানীয় বাসিন্দাদের বাধার মুখে পড়েন। সমস্যা মেটাতে হস্তক্ষেপ করে পুরসভা। ঘিরে দেওয়া হয় বিতর্কিত সেই জায়গাটিকে। এমনকি পুরসভার তরফে সেখানে সাইনবোর্ডও লাগানো হয়। এই পরিস্থিতিতে পুরসভার বিরুদ্ধে মামলাও করেন যুগলবাবু। বছর কয়েক পরে নতুন পুর প্রশাসক নিযুক্ত হন। বিতর্কিত জায়গাটি নিয়ে সমাধানের জন্য সোমবার বিকেলে আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। সেখানে যুগলবাবু অপমানিত হলে বাধ্য হয়ে ফিরে আসেন বলে অভিযোগ। পুনরায় সেই জায়গায় পুরসভার তরফে মাটি ফেলা হয়।

পুরসভার বিতর্কিত জায়গা, সাইন বোর্ড (ইনসেটে)। - সংবাদচিত্র

এবিষয়ে যুগলচন্দ্র মণ্ডল জানান,'জায়গাটি নিয়ে আইনের আশ্রয় নিয়েছি। পুরসভা কী করছে করুক। আমরা বাধা দেব না। আইনের পথেই চলব। প্রয়োজনে উচ্চ আদালতে যাব।'

পুর প্রশাসক কমল সরকার বলেন,'যেহেতু জায়গার আসল মালিক কে, তা নির্ণয় হয়নি। তাই জায়গাটি আমাদের হেপাজতে নিয়েছি। স্থানীয়দের যাতায়াতে ও বর্ষায় যাতে সমস্যা না হয়, তার জন্য সেখানে মাটি ফেলা হয়েছে।'

গদ্যে দিশারি উত্তরবঙ্গ, পদ্যে মগ্ন নারী

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ৭ মার্চ : কোচবিহার বাংলা গদ্যের জন্ম দিয়েছে। সারা বাংলাকে গদ্যচর্চার পথ দেখিয়েছে। সেই কোচবিহারেই এতদিনেও সেভাবে কোনও নারী সাহিত্যিককে উঠে আসতে দেখা গেল না। সুনীতি দেবী, সাবিত্রী দেবী, নিরুপমা দেবীর সাহিত্যের কথা সকলেরই জানা। তারপর বিরাট শূন্যস্থান। কোচবিহারের সাহিত্যে নারীদের আর সেভাবে দেখা গেল না। কবিতার বাইরে গদ্যসাহিত্যের বিরাট গণ্ডিতে পরবর্তীকালে নারীদের পদচারণা একপ্রকার নেই বললেই চলে। শুধু কোচবিহার নয়, গত ১০০ বছরে উত্তরবঙ্গ থেকে একমাত্র তিলোত্তমা মজুমদার ছাড়া আর কাউকে সেভাবে উঠে আসতে দেখা গেল না। আর একটি নারী দিবসের প্রাক্কালে এই অভাব নিয়ে অনেকের সঙ্গে কথা কথা হল। গদ্যচর্চার জন্য যে ধৈর্য দরকার, যে সময় দেওয়া প্রয়োজন, যে একাগ্রতা দরকার সেখানেই ঘাটতি রয়েছে।

কোচবিহারের সুচন্দ্রা ভট্টাচার্য লোকসংস্কৃতি গবেষক, গল্পকার। তাঁর পাঁচটি বই রয়েছে। তার একটি বর্তমানে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে রয়েছে। তাঁর মতে, 'নির্মেদ গদ্য লিখতে অনেক পড়তে হয়। গদ্য লেখার জন্য অনেকটা মগ্নতা দরকার। হয়তো সেই ধৈর্যটা আজকাল মেয়েদের হয় না।'

গদ্যলেখা দিয়েই লেখালেখির জগতে হাতেখড়ি পাপড়ি গুহ নিয়োগীর। পরবর্তীতে কবিতা লেখায় মনোযোগ দিলেও আবার গদ্যেই ফিরে এসেছেন তিনি। তিনিও বললেন, 'গদ্য লেখা ধৈর্যের ব্যাপার। হয়তো গদ্য লিখলে অত সহজে লাইম লাইটে আসা যায় না, যত তাড়াতাড়ি কবিতার ক্ষেত্রে মঞ্চ পাওয়া যায়।' উপন্যাস রচনায় আপাতত ব্যস্ত তিনি। গদ্যচর্চা করলেও এখনও পর্যন্ত তাঁর গায়ে কবির তকমাই সেঁটে আছে। কবি চৈতালি ধরিত্রীকন্যা জানালেন, সময়টা একটা বিরাট ফ্যাক্টর। গদ্যের জন্য প্রচুর সময় দিতে হয়।

কোচবিহারে বসে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে বেহারোদন্ত বইটি লিখেছিলেন মহারানি বৃন্দেশ্বরী দেবী। প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৯ সালে। এটাই মহিলার লেখা এবং কোচবিহারে ছাপা প্রথম বই। কবিতার আকারে লেখা। কারণ সে সময় নারীদের মধ্যে গদ্যে লেখার প্রচলন হয়নি। তারপর থেকেও দিন অনেক এগিয়েছে কিন্তু সেই ধারা পালটায়নি।

এখনকার মাধবী দাস পত্রিকা সম্পাদনা করেন, কবিতার সঙ্গে গদ্যেরও চর্চা করেন। তাঁর কথায়, 'নিজের পরিচিতি লাভ করার একটা সহজ পন্থা হল কবিতা। গদ্যের জন্য সময় দিতে হয়, প্রচুর পড়াশোনা করতে হয়, প্রচারের আলোর উলটো দিকে থাকতে হয়। সেই কারণেই হয়তো নারীদের খুব একটা গদ্যচর্চায় দেখতে পাওয়া যায় না।'

কোচবিহারের মেয়ে সোমোজা দাস নিজেকে পুরোপুরি লেখার মধ্যেই ডুবিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'কবিতা দিয়ে লেখা শুরু হলেও গল্প শখে লিখতাম। একটা সময়ের পর মনে হল গল্প লিখেই বেশি আনন্দ পাচ্ছি। নিজেকে প্রকাশ করতে পারছি। তাই আপাতত গদ্যেই আছি।' শিলিগুড়ির রিমি দে-র মতে, গদ্য নিয়ে উত্তরবঙ্গে মেয়েরা কাজ করছে না তা কিন্তু নয়। বর্তমানে লেখালেখির ক্ষেত্রে যে পরিচিতি তা বাণিজ্যিক পত্রিকার মাধ্যমেই তৈরি হয়। লিটল ম্যাগাজিন সাহিত্যের একটা বিরাট চর্চার ক্ষেত্র হলেও বেশিরভাগ লেখাই লিটল ম্যাগাজিনকেন্দ্রিক হয়ে যাওয়ায় লেখকদের সেই পরিচিতি পেতে অনেকটাই সময় লেগে যায়। তিনি নিজেও গদ্যচর্চা করে যাচ্ছেন বহু বছর হল। জলপাইগুড়ির টিপলু বসু জানালেন, চাকরির পাশাপাশি মূলত কবিতা লিখতেন। অল্প কিছু গদ্যচর্চাও করেছেন। তাঁর মতে, 'মাঝ রাতে উঠে চার লাইন কবিতা লিখে নেওয়া যায়। গদ্য সেভাবে লেখা সম্ভব নয়।'

ইসলামপুরের মনোনীতা চক্রবর্তীর গদ্যের বই রয়েছে। আরেকটি নির্বাচিত গদ্য প্রকাশনার মুখে। তাঁর কথায়, বর্তমান সময়ে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার কারণে মানুষের ধৈর্য অনেক কমে গিয়েছে। একটা গদ্য লেখার জন্য যে একাগ্রতা ও নিমগ্নতা প্রয়োজন সেটাতে কোথাও যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে।' আলিপুরদুয়ারের মধুমিতা চক্রবর্তীর গদ্য লেখার ইচ্ছে থাকলেও আজ পর্যন্ত সেটা হয়ে ওঠেনি। বললেন, 'কবিতা নিয়ে চর্চা বেশি হয় সেই কারণে যে কোনও লেখা লিখতে গেলে সেটা কবিতাতেই বদলে যায়।'

গদ্য নিয়ে এখন যাঁরা চর্চা করছেন তাঁর মধ্যে আছেন এণাক্ষী মজুমদার, জয়শীলা গুহ বাগচী, হলদিবাড়ির শাঁওলি দে, জলপাইগুড়ির শ্বেতা সরখেল, হিমি মিত্র রায়, নন্দিতা পাল, তনুশ্রী পাল। দুটি ছোট গল্পের সংকলন এবং দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে শিলিগুড়ির মহুয়া ঘোষের। তাঁর মতে, 'হাতা খুন্তির পাশাপাশি কলমটা তো আঁকড়ে ধরে বাঁচতে হবে তা না হলে শ্বাস নিয়ে বাঁচা যাবে না।'

এপিক বিভ্রান্তি রোধে ৩ মাসে

প্রথম পাতার পর

বলে অভিযোগ তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগের তির ছিল নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপির দিকে।

ভোটার তালিকায় জালিয়াতির বিষয়টি নিয়ে অবশ্য আগেই সরব হয়েছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিও। লাগাতার অভিযোগের জবাবে কমিশন প্রথমে জানিয়েছিল, একই এপিক নম্বরে একাধিক নাম থাকার অর্থ মোটেও ভুয়ো ভোটার নয়। এদিন কমিশন জানিয়েছে, এপিক নম্বর যাই থাকুক, একজন ভোটারের নাম যে ভোটকেন্দ্রের তালিকায় থাকবে, তিনি শুধুমাত্র সেই কেন্দ্রেই ভোট দিতে পারবেন। অন্যত্র নয়।

কমিশনের বক্তব্য শুনে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের আন্দোলনের নৈতিক জয় এই ঘোষণা। তাই নির্বাচন কমিশন এই কথা বলতে বাধ্য হয়েছে। দিল্লি ও মহারাষ্ট্রে যা করেছে সেই চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গিয়েছে। তবে কমিশনের বিজ্ঞপ্তি জারির পরও ভোটার তালিকা স্ক্রুটিনিতে কোনও শিথিলতা করবে না তৃণমূল।' দলের অপর সাংসদ সাকেত গোখলে বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে অস্বীকার করার পর অবশেষে নির্বাচন কমিশন স্বীকার করেছে যে একাধিক ব্যক্তিকে একই এপিক নম্বর দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কমিশনের মিথ্যাচার ফাঁস করার পরই এই কেলেঙ্কারির পর্দা উঠেছে।' নির্বাচনি আধিকারিকদের জন্য নির্ধারিত নির্দেশিকা থাকা সত্ত্বেও কীভাবে ভুল সিরিজ ব্যবহৃত হল, প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। সাকেতের খোঁচা, 'ভোটার তালিকা যাচাইয়ের সফটওয়্যার কি তবে কাজ করেনি? যদি ২০০০ সাল থেকে এই সমস্যা চলে আসে, তাহলে এতদিন কেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি? বর্তমানে কত সংখ্যক ডুপ্লিকেট এপিক নম্বর রয়েছে, নির্বাচন কমিশন কেন সেটি প্রকাশ করছে না?'

কমিশনের সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও তৃণমূল যে বিষয়টি সহজে হাতছাড়া করতে নারাজ সেটাও তারা স্পষ্ট করে দিয়েছে। সোমবার থেকে সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হচ্ছে। তখন ভুতুড়ে ভোটার তালিকা নিয়ে তদন্ত এবং আলোচনার দাবি তুলেছে তারা। এই ইস্যুতে কেন্দ্রকে চেপে ধরতে একযোগে নোটিশ দিয়েছে তৃণমূল, কংগ্রেস, ডিএমকে, আপ, সপা। জোড়াফুল শিবিরের দাবি, 'আমরা চাই অধিবেশনের শুরু থেকেই এপিক ইস্যু নিয়ে আলোচনা হোক।' এদিকে কমিশনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে বিজেপিও। দলের প্রধান মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'একজনের সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্রের নম্বরের সঙ্গে আরও একজনের নম্বর মিলে থাকলে তা সংশোধন করা যেতেই পারে। কমিশন আগেই সেকথা জানিয়েছিল। সেটাই এবার স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।' তবে ভুতুড়ে ভোটার তালিকা নিয়ে তৃণমূল যখন সরব, তখন বিজেপির হাতিয়ার ভুয়ো ভোটার। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় ১৬ লক্ষেরও বেশি ভুয়ো ভোটারের নাম রয়েছে। ২০২৬ সালের আগে যে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা হবে তা যেন ভুয়ো ভোটারমুক্ত তালিকা হয়। আমরা চাই ফিঙ্গার প্রিন্ট প্রুফের মাধ্যমে ভোট হোক। তাহলে আর কোনও ভুয়ো ভোটারই ভোট দিতে পারবে না।' ১১ মার্চ মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গেও এই ইস্যুতে তাঁরা দেখা করে একটি স্মারকলিপি দেবেন বলে জানিয়েছেন সুকান্তবাবু।

১১ পঞ্চায়েতে

প্রথম পাতার পর

মাধবী অষ্টম শ্রেণি পাশ। ইংরেজিতে সড়োগড়ো না হলেও বাংলাটা ভালোই বোঝেন। তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি, 'প্রধানের সব কাজকর্ম আমিই করি। তবে কাগজপত্র দেখাশোনার ক্ষেত্রে স্বামীর সাহায্য একটু নিতেই হয়। না হলে কোনও ক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তি হয়ে গেলে কেউ তো ফাঁসিয়ে দিতে পারে।' মাধবীর স্বামী জয়দেব বর্মন বলেন, 'প্রধানের দায়িত্ব স্বাধীনভাবে আমার স্ত্রীই সামলান। আমি কোনও মাতব্বরি করি না। তবে কাগজপত্র বোঝার ব্যাপারে সে কিছু ক্ষেত্রে আমার সহযোগিতা চায়। আমি সেই সাহায্যটুকু করি। না হলে... বুঝতেই তো পারছেন।'

সদর ইটাহার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিলকিস পারভিনের মত আবার ভিন্ন। বিলকিস উচ্চশিক্ষিত। তিনি বলেন, 'আমাকে শুধু পঞ্চায়েত নয়, ঘরও সামলাতে হয়। ভোর ৫টায় উঠে রান্নাবান্না সেরে ছেলেমেয়েকে খাইয়ে স্কুলের জন্য রেডি করি। সকাল ৮টায় ওদের স্কুলের গাড়িতে উঠিয়ে নিজের বাকি কাজ সেরে ১০-১১টার মধ্যে চলে আসি পঞ্চায়েতে। ৪টা পর্যন্ত পঞ্চায়েতের কাজ করে বাড়িতে ফিরে সন্ধ্যায় আবার ছেলেমেয়েকে নিয়ে পড়াতে বসি। পঞ্চায়েতের কাজে আমার স্বামী নাক গলাতে আসেন না। তিনি থাকেন তাঁর স্কুল, রাজনীতি ও বাইরের কাজকর্ম নিয়ে। প্রধানের কাজটা আমি স্বাধীনভাবে নিজেই করি।' বিলকিসের স্বামী সাহেরুল হকের কথায়, 'আমি কেন প্রধানের কাজে নাক গলাতে যাব? আমার স্ত্রী নিজেই সেই কাজে যথেষ্ট পারদর্শী। কর্মক্ষেত্রে তাঁর স্বাধীনতায় আমি হস্তক্ষেপ করতে চাইও না।'

বধূকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ

পতিরাম, ৭ মার্চ : পতিরাম থানার অধীন চকরাম এলাকায় এক গৃহবধূকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। ঠাকুরপুরার বাসিন্দা বিউটি মহন্তের সঙ্গে চকরামের মনোজ দেবনাথের প্রায় চার বছর আগে বিয়ে হয়। কিন্তু দাম্পত্যের সুখ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

বিয়ের দেড় বছর পর বিউটি একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেন, যা স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন মেনে নিতে পারেননি বলে অভিযোগ। এরপর থেকেই শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে থাকেন ওই বধূ। তার ওপর বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্যও চাপ দেওয়া হত বলে অভিযোগ। আরও অভিযোগ, ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝিতে অত্যাচার চরমে পৌঁছায় ও বিউটিকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। প্রাণ বাঁচাতে তিনি ঠাকুরপুরার বাপের বাড়িতে ফিরে আসেন ও স্বামী সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে পতিরাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ জানিয়েছে, তারা বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে।

কুশলী ছকে তৃণমূলের তিন কিসসা

প্রথম পাতার পর

বলে যেন গায়ের জ্বালা মেটান বিরোধী দলনেতা। গায়ের জ্বালা কেন? না, মমতাকে হারিয়ে তাঁর বঙ্গের অধীশ্বর হওয়া স্বপ্নেই থেকে গিয়েছে। বিজেপিতে যোগ দিয়ে তিনি ভেবেছিলেন, হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার মতো তাঁর ফুঁ শুনে দলে দলে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা সোজা তাঁর পিছন পিছন মোদি-শা'র দরজায় পৌঁছে যাবেন।

সেই স্বপ্ন সাকার না হওয়া পর্যন্ত এই জ্বালা থেকে রেহাই নেই কাঁথির অধিকারী পরিবারের মেজোপুত্তুরের। সে পরের কথা, বাস্তব হল ভূত ধরতে তৃণমূলের 'খেলা হবে' থেকে সহস্র যোজন পিছিয়ে বিজেপি। মাঝখানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে ঘিরে বিক্ষোভ না হলে এই ভূত তাড়ানোই এখন মেগা ইভেন্ট বাংলায়। যে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের রাশ পুরোটা তৃণমূলের হাতে। সব কাজ ছেড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে দলটাকে এই ম্যানেজমেন্টে নামিয়ে দিলেন, তার নেপথ্যে নিশ্চয়ই কিছু আছে।

হুঁ হুঁ মশাই, ছক আছে। হিসাব কষা ছক! মহারাষ্ট্র ও দিল্লি বিধানসভার নির্বাচনে বিজেপির সাফল্যে ভূতুড়ে ভোটারের ভূমিকার অভিযোগ নিয়ে হইচই হচ্ছে। পুরো প্রমাণিত না হলেও অভিযোগটির সত্যতা একেবারে নেই বলা যাবে না। তার চেয়ে বড় কথা, অভিযোগটা চর্চায় আছে। পাবলিক খাচ্ছে ভালো। পাবলিক যা খায়, তাকে সুন্দর মোড়কে আরও বেশি করে গেলানো প্রায় সব রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য। পাবলিকের পছন্দের বিষয়ে পাবলিককে ডুবিয়ে রাখো।

রাজনীতির ছকের মারপ্যাঁচে দেশের বাঘা বাঘা নেতাদের ঘোল খাওয়াতে বরাবরই এগিয়ে তৃণমূল নেত্রী। যাঁর নিন্দা করা সহজ। কিন্তু উপেক্ষা করা অসম্ভব। মমতার সব কাজ ও কথার পিছনে থাকে সূক্ষ্ম হিসেব। কুমারগ্রামের মতো ভোটার তালিকা থেকে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের বাদ পড়ার অভিযোগটাকে তো ভূত তাড়ানোর অভিযানে আড়াল করে দেওয়া যায়। ইংরেজিতে যাকে বলে 'অফেন্স ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স' আর কী! এটা ভোটার তালিকা ম্যানেজমেন্টের প্রথম কারণ।

দ্বিতীয় কারণটি তৃণমূল নামক দলটার ঘরোয়া সমীকরণ ও বাস্তবতা। কেমন সেটা? এক এক করে দেখে নিই।

(১) বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে পেশ করা শিল্প প্রস্তাব বাস্তবায়নে সম্প্রতি নবান্নে লগ্নিকারীদের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী নিজের দলের কিছু নেতার তোলাবাজি, সিন্ডিকেটরাজ ইত্যাদি শিল্পোদ্যোগে বড় অন্তরায় বলে মেনে নিয়ে বলেছেন, এরকম করলে কেউ রেহাই পাবে না। যা তিনি মাঝে মাঝে বলে থাকেন। তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের একাংশের কাছে সেই হুমকি অনেকটা 'কানে দিয়েছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো'র মতো। এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেওয়া যায়।

নাহলে কি মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পরপরই মালদা জেলায় গোবিন্দ চৌধুরী নামে তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত সদস্য আবাস পাইয়ে দিতে কাটমানি আদায় করতে পারেন? সেই কাটমানির অর্থসংগ্রহ করতে সাবিয়ান চৌধুরী নামে এক গরিব মানুষকে ছাগল পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়েছে। ভাবতে পারেন!

কাটমানি, সিন্ডিকেটরাজ, জমির বেআইনি কারবার, অবৈধ নির্মাণ ইত্যাদি অভিযোগের পাহাড় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। সব অভিযোগেই কাঠগড়ায় তৃণমূল। শিলিগুড়ির অদূরে আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়ন প্রকল্পের জমিতে বেআইনিভাবে বেসরকারি স্কুল নির্মাণ করেছেন এক তৃণমূল নেতা। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের কুশিদায় আবার দলেরই কার্যালয় ভেঙে দখল করে নিয়েছেন শাসকদলের আরেক নেতা। শিলিগুড়িতে শিক্ষামন্ত্রীর ওপর হামলার প্রতিবাদে শামিল না হওয়ায় কয়েকজন শিক্ষককে হুমকি দেওয়া হয়েছে।

বদলির সময় দেখে নেওয়া হবে বলে শাসানো হয়েছে। যেসব ঘটনার উল্লেখ করলাম, তার সবই গত এক সপ্তাহের। তাহলে বুঝুন, বছরের পর বছর কত শত অন্যায়, দুর্নীতি হয়ে চলেছে। বাংলাজুড়ে ভূতুড়ে ভোটার খোঁজার হিড়িকে এসবও তো চাপা দেওয়া যায়। তৃতীয় কারণ, ২০২৬-এর আগে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ব্যামো থেকে দলকে কিছুটা নিস্তার দেওয়া। নাহলে বিরোধীদের দরকার হবে না, তৃণমূলই তৃণমূলকে হারিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

কোচবিহার জেলায় উদয়ন গুহ, রবীন্দ্রনাথ ঘোষদের বক্তব্য, আচরণ শুনলে-দেখলে মনে হবে না, তাঁরা দলীয় সতীর্থ। আপাতত তাই নাওয়া-খাওয়া ভুলে দিনরাত ভূত দ্যাখো! তাতে শেষরক্ষা হবে কি না, সে পরের কথা!

সিভিকের দাদাগিরি

প্রথম পাতার পর

অভিযুক্ত ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে জেলা পুলিশের তরফে ক্লোজ করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, ওই গাড়িচালক ব্যবসায়ীদের গোরু ডালখোলা হাট থেকে নিয়ে আসছিলেন। ভেলা বাড়ি নাকা পয়েন্টে অভিযুক্ত ওই তিন সিভিক গাড়ি আটকান। অভিযোগ সিভিকরা এক হাজার টাকা দাবি করেন। পাঁচশো টাকা দিতে চাইলে সেই টাকা নিতে অস্বীকার করে সিভিকরা। এরপর চালককে গাড়ি থেকে নামিয়ে নাকা পয়েন্টের ভিতরের ঘরে ঢুকিয়ে বেধড়ক মারধর করে তিনজনে মিলে। চালকের হাতে আঘাত লাগে।

আক্রান্ত চালক রুহুল আলির বক্তব্য, 'আমি প্রতি সপ্তাহে ডালখোলা এলাকা থেকে গোরু নিয়ে আসি। প্রতিবারই টাকা দিতে হয় নাকা চেক পয়েন্টে। গতকালও আমি ৫০০ টাকা দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু ওই তিন সিভিক ভলান্টিয়ার আমার কাছে হাজার টাকা দাবি করে। সে টাকা দিতে না পারায় আমাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে বেধড়ক মারধর করে।'

গাড়ির খালাসি শাহির আলম বলেন, 'আমার গাড়িচালককে ওরা যখন টেনে হিঁচড়ে মারধর করছিল, আমি বাধা দিতে গেলে ওরা উলটে আমার উপরও আক্রমণ করে।' শুক্রবার ঘটনা জানাজানি হতেই ড্রাইভার কর্মী ইউনিয়নের সদস্যরা দোষীদের শাস্তির দাবিতে প্রতিবাদে সরব হন। তাঁরা দাবি করেন, এইভাবে গাড়ি থেকে টাকা তোলা বন্ধ না করলে আন্দোলনে নামবেন। এলাকার তৃণমূলের যুব সাধারণ সম্পাদক মকরম আলি বলেন, 'এটা খুব অন্যায় হয়েছে। আমি পুলিশ প্রশাসনকে বলেছি অবিলম্বে ওই তিন সিভিকের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করতে।

ঘটনা প্রসঙ্গে জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব জানান, 'অভিযুক্ত তিন সিভিককে জেলা পুলিশ লাইনে ইতিমধ্যেই ক্লোজ করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে। এলাকায় থাকা সিসিটিভি ক্যামেরা এবং অন্যান্য ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

সংশোধনী

শুক্রবার প্রকাশিত 'স্কুলে দুই শিক্ষকের মারামারি' শীর্ষক সংবাদে ভুলবশত লেখা হয়েছে, মানিকচক থানার পুলিশ আর বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তরের দুজন শিক্ষাবন্ধুকে মোতায়েন করে সাংবাদিকদের মূল ফটকে আটকে দেওয়া হয়। তার জায়গায় হবে, মানিকচক থানার পুলিশ, বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তরের দুইজন শিক্ষাবন্ধু ও সাংবাদিকদের মূল ফটকে আটকে দেওয়া হয়। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

কলকাতায় মালদার বিবেক

তরুণ বিবেক দাস। ছেলেবেলাতেই হাতে তুলে নিয়েছিলেন তেলরং, অ্যাক্রিলিক আর তুলি। নিজের মনেই ক্যানভাসে আঁকিবুকিতে ফুটিয়ে তুলতেন নানা কথা। ছবি এঁকে পেট ভরবে না, ভালোই জানতেন। পেটের তাগিদে গড়েন দুর্গাপ্রতিমা। তাতে পেট ভরলেও মন ভরত না। তাই এবার কুড়িটি ক্যানভাসে নিজের আঁকা ছবি নিয়ে সটান হাজির কলকাতায়। চারুবাসনা আর্ট গ্যালারিতে তাঁর আঁকা ছবির প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। ৩ মার্চ শুরু হয়েছে। চলবে ১০ মার্চ পর্যন্ত।

উদ্বোধনে বসেছিল চাঁদের হাট। যোগেন চৌধুরী, সমীর আইচ, জয় গোস্বামী, বাদশা মৈত্ররা হাজির ছিলেন। প্রতিটি ক্যানভাসে শিল্পী ফুটিয়ে তুলেছেন নিজের সাময়িক অনুভূতির কথা। 'আনটাইটেলড' ১ থেকে ২০ কোনও ছবির নামকরণ করেননি তিনি। প্রদর্শনীর নাম দিয়েছেন, 'কলকাতায় বিবেক দাস'।

তাঁর প্রতিটি ছবি বিমূর্ত কেন, প্রশ্নের উত্তরে বিবেক জানান, 'সারা দেশের বর্তমান পরিস্থিতি দেখে নিজের মধ্যে একটা যন্ত্রণা কাজ করছে, যা মুখে প্রকাশ করতে পারছি না। আসলে আমার প্রতিবাদের ভাষা, রং-তুলি। আমার প্রতিবাদ, আমার যন্ত্রণা আমি এই ২০টি ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলেছি।'

তথ্য ও ছবি : কল্লোল মজুমদার

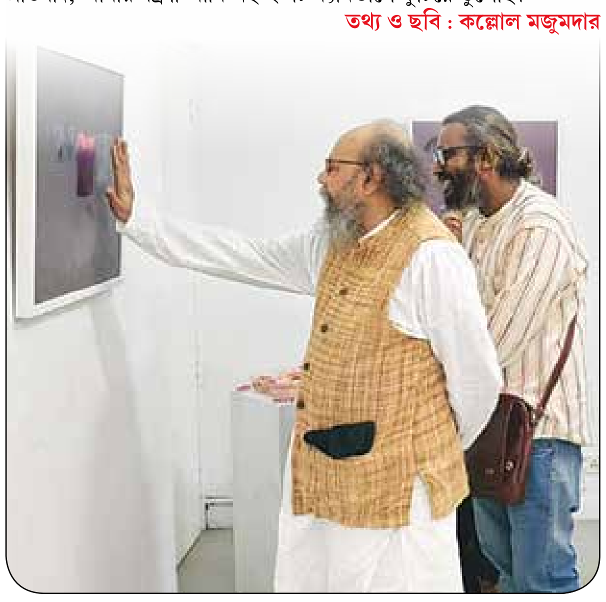

ফোটোস্টোরি

গ্রামীণ গৌড়বঙ্গে শিমুল আনে বসন্তের বার্তা : গ্রামবাংলার মানুষ ক্যালেন্ডারের তারিখ গণনা করতে না পারলেও শিমুল গাছে ফুল এলেই বলতে পারেন, কবে আসছে ফাগুন। রাস্তার দু'ধারে শুকনো ঝরাপাতা। হাওয়ায় দোল খায় বনানী। পাতার আড়ালে কোকিলের ডাক আর আগুনরঙা পলাশ-শিমুল জানান দেয় বসন্ত এসে গেছে। পাতাঝরা নিঃসঙ্গ পথের পাশে শিমুলের গাছ বসন্তের পাহারাদার।

– সুকুমার বাড়ই

রবি থেকে শনি ইভনিং শো

মালদা

- ৮ ও ৯ মার্চ, শনি ও রবিবার মালদার শান্তিভারতী পরিষদ প্রাঙ্গণে দুপুর ১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সৃজনীহাট হস্তশিল্প প্রদর্শনী ও মেলা
- ৮ মার্চ, শনিবার মালদা কলেজ ও অডিটোরিয়ামে সন্ধে ৬টায় অন্যরঙ্গের ব্যবস্থাপনায় নাটক 'পুরোনো ট্রাঙ্ক'
- ১১ মার্চ, মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৫টায় মালদা টাউন হলে বসন্ত উৎসব
- আগামী ১৬ মার্চ, রবিবার সন্ধ্যা ৬ টায় মালদা টাউন হলে সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সুধাংশুকুমার কর্মকারের স্মরণে 'দিনান্ত বেলায়'- বই প্রকাশ অনুষ্ঠান

যাঁরা ইভনিং শো বিভাগে নিজেদের সেমিনার, ওয়ার্কশপ, নাটক সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের খবর দিতে চান, তাঁরা আমন্ত্রণপত্র পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযূপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা-৭৩২১০১

মনোজ মিত্র স্মৃতি নাট্যোৎসব

অনিন্দ্য সরকার

সম্প্রতি বাংলার নাট্য জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক মনোজ মিত্রকে শ্রদ্ধা জানিয়ে মালদা দুর্গাকিংকর সদনে মঞ্চস্থ হল মালদা অন্যরঙ্গের নবতম দুটি প্রযোজনা। মনোজ মিত্রের লেখা এবং সৌমেন ভৌমিকের নির্দেশনায় 'নিউ রয়্যাল কিসসা' অবলম্বনে 'সবই প্রতীকী' এবং 'নরক গুলজার' অবলম্বনে 'স্বর্গে কেলেঙ্কারি' মঞ্চস্থ হল। হবুচন্দ্র রাজা ও গবুচন্দ্র মন্ত্রীর শাসনকাল ফুটে উঠেছে 'সবই প্রতীকী' নাটকে। স্বৈরাচারী রাজার শাসনকালে দেশবাসীদের অসন্তোষ ক্রমে বিদ্রোহের রূপ নেয়। নবাব হওয়ার লোভে হবুচন্দ্র রাজা এবং রাজা হওয়ার আশায় গবুচন্দ্র মন্ত্রী কীভাবে এক ভন্ড যোগী বাঁকাশশীবাবার প্রতারণায় দেশবাসীর বিদ্রোহের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে, তা এই নাটকের মূল বিষয়। মন্ত্রীর চরিত্রে নবনীতের অভিনয় সবচেয়ে ভালো লাগে। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন পল্লব, জিৎ, একান্ত প্রমুখ। সংগীতে রয়েছেন সৌমিক চৌধুরী ও আলোক প্রক্ষেপণে কুণাল সরকার।

দ্বিতীয় নাটক 'স্বর্গে কেলেঙ্কারি'। মনোজ মিত্রের নাটককে এই সময়ের প্রেক্ষিতে বিনির্মাণ করেছেন আশাবরী। আদ্যোপান্ত রাজনৈতিক এই নাটকে উঠে এসেছে সাম্প্রতিকতম আর জি করের নৃশংস হত্যার ঘটনা, মেয়েদের রাতদখল, পদত্যাগের দাবি, শাসকদলের উৎসবে ফেরার কথা। স্বর্গে এক অপ্সরাকে ধর্ষণের অপরাধে দেবীদের আন্দোলন আর এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে দেবতাদের ভূমিকা এই নাটকের বিষয়। হাস্যরসাত্মক সংলাপে এই নাটক পুরুষতান্ত্রিকতা ও রাজনৈতিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন ছুড়ে দেয়। বাহুল্যহীন মঞ্চ ও পোশাক নির্মাণে দাবার চালের ব্যবহার নগ্ন সমাজব্যবস্থার বিভাজনকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। মঞ্চ ও পোশাক নির্মাণে আশাবরী ও সুদেষ্ণা। অভিনয় করেছেন সৌমেন ভৌমিক, আশাবরী, সুদেষ্ণা, সোমনাথ প্রমুখ। কুণাল সরকারের আলোক প্রক্ষেপণ মঞ্চে এক স্বর্গীয় মায়া তৈরি করে, কিন্তু পুরো নাটক জুড়ে একই আলোর ব্যবহার একঘেয়ে লাগে। সঙ্গীতে রয়েছেন সৌমিক চৌধুরী।

এছাড়াও মঞ্চস্থ হয় রায়গঞ্জ ইন্সটিটিউট প্রযোজিত নাটক 'ওথেলো'। নির্দেশনায় সুরজিৎ ঘোষ। শেক্সপিয়রের নাটককে মঞ্চে উপস্থাপনা করা কঠিন একটি কাজ। মঞ্চসজ্জা, পোশাক নির্মাণ, আবহ এ নাটকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট রীতিমতো পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়েছে। ওথেলোর চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুরজিৎ ঘোষ ও ডেসডিমোনার চরিত্রে চন্দ্রিমা দাস। মালদা অন্যরঙ্গের নাট্যোৎসবে মনোজ মিত্রের দুটি নাটকের এমন উপস্থাপন অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

গঙ্গারামপুরে উড়ান

গঙ্গারামপুর শহরের মিলনী ক্লাব মঞ্চে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে 'উড়ানের' বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল। সমাজের কোনও শিশু অবহেলিত নয়। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের উৎসাহিত করতে প্রায় আট বছর আগে গঙ্গারামপুরে 'উড়ান' সংস্থাটি গড়ে তোলা হয়। খোলা হয় স্কুল। লেখাপড়ার পাশাপাশি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য নাচ, গান, আবৃত্তি ও খেলাধুলার ব্যবস্থা করা হয়। এদিন ছিল উড়ানের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বার্ষিক অনুষ্ঠানের শুরুতে সংস্থার পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের নাচ, গান, আবৃত্তি এবং বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন উড়ানের সম্পাদক তথা শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক প্রণবকুমার সাহা, সভাপতি অনিমেষ নন্দী, সহ সভাপতি নীহারকান্তি ঘোষ প্রমুখ।

তথ্য : বিপ্লব হালদার

গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে খনগানের পালা

প্রবাদ আছে, ক্ষণিকের সময়ে নামে জনপ্রিয় খ্যাতি খনগানের পালা। আজ ছড়িয়েছে জেলাজুড়ে। সম্প্রতি ভারতীয় গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে চোপড়া থেকে ইটাহার পর্যন্ত প্রতিটি ব্লকে জনপ্রিয় লোকপালা-পাঁচালি, ডকুমেন্টারি শেষে অনুষ্ঠিত হচ্ছে খনগানের পালা। হেমতাবাদ ব্লকের রসনপুরে মনোকিতাম ঢাকেশ্বরী খনপালায় উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ডঃ হিরন্ময় ঘোষাল, নাট্যব্যক্তিত্ব ভোলা মুখার্জি প্রমুখ। রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির বহুল প্রসারের জন্য তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করতে চাইছে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। সংগঠনের জেলা সম্পাদক সুজিত গোস্বামী বলেন, 'অপসংস্কৃতির দাপাদাপিতে গ্রামের জনপ্রিয় প্রাচীন লোকসংস্কৃতি যাতে বিলুপ্ত না হয়ে যায়, তাই এই উদ্যোগ।'

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের অমূল্য সম্পদ জনপ্রিয় খন মাটির গান নিয়ে তথ্যচিত্র বানানোর উদ্যোগ নিয়েছে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া রসনপুর গ্রামে তথ্যচিত্রের জন্য বসেছিল পালাগানের আসর। ধর্মীয় উন্মাদনার বিরুদ্ধে, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে, লোকসংস্কৃতির প্রসার ঘটাতে ও আরও গবেষণার জন্য ভারতীয় গণনাট্য সংঘ এই উদ্যোগ নিয়েছে। উত্তর দিনাজপুরের জেলা সভাপতি বিশ্বনাথ সিংহ জানান, 'গণনাট্য সংঘ দীর্ঘদিন ধরেই নিজের উদ্যোগে চোপড়ার খনপাঁচালি ছাড়াও হালুয়া-হালুয়ানি সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছে।'

লোকশিল্পী ভুরু দেবশর্মা জানিয়েছেন, 'লুপ্তপ্রায় পাঁচালি খন পালাগানকে পুনরুদ্ধার করে সারাদেশের সামনে আনার জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, এতে আমরা খুবই খুশি।' এদিনের অনুষ্ঠানে তিনজন শিল্পীর বয়স ৬০ উর্ধ্ব। মে মাসে উত্তর দিনাজপুর জেলায় সলিল চৌধুরী জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানে খন, হালুয়া-হালুয়ানি, মুখোশ ছাড়াও অন্যান্য লোকআঙ্গিকে তথ্যচিত্রের কাজগুলো দেখানো হবে।

হেমতাবাদ ব্লকের সংগঠনের সম্পাদক বাঁকা বর্মন বলেন, 'প্রতিটা জেলায় লোকআঙ্গিকের তথ্যচিত্রের কাজ করছেন নির্মাণ পরিচালক শুভাশিস মুখার্জি।' তিনি আরও বলেন, আধুনিকতার চাপে আজ প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে উত্তরবঙ্গের মানুষের জনপ্রিয় খনপাঁচালি পালাগান। অদূর ভবিষ্যতে এই গানকে স্মৃতি হিসেবে ধরে রাখার উদ্যোগ খুবই প্রয়োজন ছিল।

তথ্য : দীপঙ্কর মিত্র

মন ছুঁল বীণা নিক্কণ

সম্প্রতি গঙ্গারামপুরের বীণা নিক্কণ কেন্দ্রের বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল রবীন্দ্রভবনে। দেবী চৌধুরানি, একলব্য, কলিযুগ, ঋতুরঙ্গ, সত্যযুগ, ভূতের নাচসহ একাধিক থিম ছাড়াও তারক মেহেতার উলটো চশমা, আর্মি ও বহুরূপী শিল্পীদের সম্মান জানিয়ে নৃত্যের আয়োজন করা হয়। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান এই তিন বিষয়ের মিলিত নাচ মুগ্ধ করে।

কেন্দ্রের শিক্ষিকা সুশ্বেতা দাস বলেন, 'জনপ্রিয় বেশ কয়েকটি নৃত্যের মাধ্যমে বিভিন্ন থিম তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আশা করি, সেগুলি দর্শকদের মনে দাগ কেটেছে।'

তথ্য ও ছবি : বিপ্লব হালদার

গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা দিবস

সম্প্রতি জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় বোমকা যোগাযোগ সংঘ ও গ্রন্থাগারে পালিত হল গ্রন্থাগারের ৪০ তম প্রতিষ্ঠা দিবস ও রায়সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার ১৬০ তম জন্মজয়ন্তী। মনীষীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন শুরু হয় দুই দিনের অনুষ্ঠান।

বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পাশাপাশি ছিল আবৃত্তি, প্রশ্নোত্তর, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। সান্ধ্য অনুষ্ঠানে ছিল নাচ, গান, আবৃত্তি, হাস্যকৌতুক এবং ভাওয়াইয়া গান। ম্যারাথন, সাঁতার সহ শেষদিনের কৌতুক নাটিকা 'পাগলা জামাই'-এ জামাইয়ের ভূমিকায় দেবাশিসের অভিনয় নজর কাড়ে।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের প্রাণপুরুষ ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবন, কর্ম এবং রাজবংশী সমাজে তাঁর অবদান ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা সভার পর প্রকাশিত হয় স্মারক পত্রিকা 'চেতনা' পত্রিকা।

তথ্য : গৌতম দাস

বইবাগানে ভাষা চেতনা

জেলা গ্রন্থাগারের বইবাগানে আলোর দিশার ১৫তম অধিবেশনে 'মাতৃভাষা চেতনা ও বাঙালি' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য উপস্থাপন করেন জেলা জনশিক্ষা প্রসার আধিকারিক সংগীতসুন্দর মণ্ডল।

দিশিতা প্রামাণিকের 'আমি বাংলায় গান গাই' দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এছাড়া বৈশালী সেন দত্ত ও রুপি মিশ্র গান শোনান। অনুষ্ঠানে অনাথবন্ধু রায় ও অমর কর্মকারের লেখা দুটি বই প্রকাশ হয়। সমাপ্তি সংগীত পরিবেশন করেন সুব্রত সোম। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সংস্থার সম্পাদক দুলাল ভদ্র ও সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক শ্যামল ঘোষ।

বইটই

নন্দদীর্ঘিকা উদ্রঙ্গ

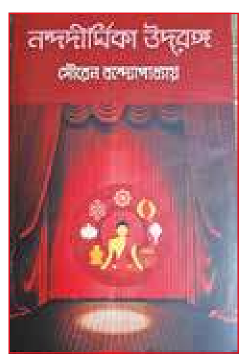

'নন্দদীর্ঘিকা উদ্রঙ্গ' ইতিহাসাশ্রিত নাটক হলেও অনেকটাই কাল্পনিক। রাজা মহেন্দ্রপাল দেবের রাজত্বকালকে অবলম্বন করেই নাটকের পরিক্রমা। সমকালীন গৌড়ের শাসনকার্য, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং বজ্রযানী সম্প্রদায়ের নানা রহস্যময় জটিল তন্ত্রাচারের চিত্র নাটকে স্থান করে নিয়েছে। চরিত্রচিত্রণ ও সংলাপ রচনায় নাট্যকার ইতিহাসের নির্মাণ করেছেন, তাই শব্দ ব্যবহার এবং বর্ণনার ক্ষেত্রে চিন্তার অবকাশ আছে। রাজকন্যা চন্দ্রিকার মৃত্যু এবং শঙ্খমালা তথা মানিক্যদেবীর মানসিক পরিবর্তন নাটকটিকে আকর্ষণীয় করেছে। তন্ত্রাচারী অঘোরনাথ, জয়পাল কিম্বা কৃষ্ণপদ্ম বা কাহ্নপাদ বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বাংলা ভাষার উদ্ভবপর্বের সময়কালের চিত্র প্রচ্ছন্নভাবে নাটকে স্থান পেয়েছে। সমাজজীবনের নানা উত্থান-পতনের কথা এবং আরব, তিব্বত ও ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে পাল রাজাদের নানা সম্পর্কের কথা যেমন এই নাটকে ধরা পড়েছে, তেমনই সমকালীন যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী গৌড়ের নানা সমৃদ্ধির কথাও নাটকের মধ্যে পরিবেশিত হয়েছে। জগজ্জীবনপুর তাম্রপত্রের আবিষ্কারের প্রেক্ষাপট ও পাল বংশমালায় মহেন্দ্রপালদেবের সংযোজন অবশ্যই ঐতিহাসিক বিষয়।

সীমানা পেরিয়ে

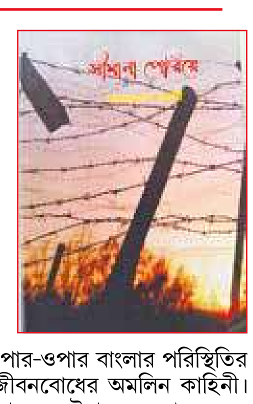

শ্যামাপ্রসাদ ঘরামির বাংলা প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থ 'সীমানা পেরিয়ে', কর্পোরেট পাবলিসিটি থেকে প্রকাশিত ১২৬ পাতার এই গ্রন্থে থরে থরে সাজানো রয়েছে লেখকের জীবনের টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতার। পাঠ করতে গিয়ে পাঠক কখনও নিজেকে খুঁজে পাবেন। লেখকের মা মনমোহিনী ঘরামীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে। ব্যক্তিজীবন ও তৎকালীন এপার-ওপার বাংলার পরিস্থিতির সহজ-সরল বিবরণে ফুটে উঠেছে জীবনবোধের অমলিন কাহিনী। 'সীমানা পেরিয়ে'র ছত্রে ছত্রে ধরা পড়েছে উদ্বাস্তু সমস্যার জ্বলন্ত কাহিনী। দেশভাগের ফলে কীভাবে মনুষত্ব ভাগ হয়ে যায়, তা চোখে জল আসার মতো কাহিনী হয়ে ফুটে উঠেছে এই বইয়ে।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযূপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা-৭৩২১০১

শংকরপুর হাই মাদ্রাসার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। ২০২৪ সালের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিশেষ স্থানাধিকারীরাও পুরস্কৃত হয়। – দীপঙ্কর মিত্র

ফোটোস্টোরি

কুমারগঞ্জের সাহাপুকুরে ডায়মন্ড পাবলিক স্কুলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে খুদেদের দেশপ্রেমের গানের তালে নাচ মুগ্ধ করল। – বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

মার্চ মাসের বিষয়
সাদা কালো

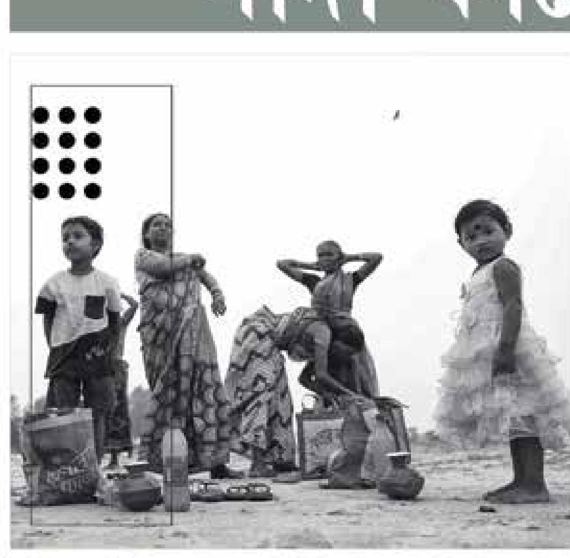

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

ছবি পাঠানোর শেষ তারিখ
২৪ মার্চ, ২০২৫

- ছবি পাঠান – photocontestubs@gmail.com-এ
- একজন প্রতিযোগী সর্বাধিক তিনটি ছবি পাঠাতে পারবেন।
- নির্বাচিত ছবি প্রকাশিত হবে **২৯ মার্চ, ২০২৫** সংস্কৃতি বিভাগে।
- ডিজিটাল ফর্মাটে ছবির মাপ হবে ১৮০০ x ১২০০ পিক্সেল।
- ছবির সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে – Photo Caption, ক্যামেরার বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য।
- ছবিতে Water Mark এবং Border থাকলে তা বাতিল হবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ছবি পাঠাবেন না।
- ছবির সঙ্গে অবশ্যই আপনার পুরো নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখে পাঠাবেন, অন্যথায় ছবি বাতিল বলে গণ্য হবে।
- উত্তরবঙ্গ সংবাদের কোনও কর্মী বা তাঁর পরিবারের কোনও সদস্য এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

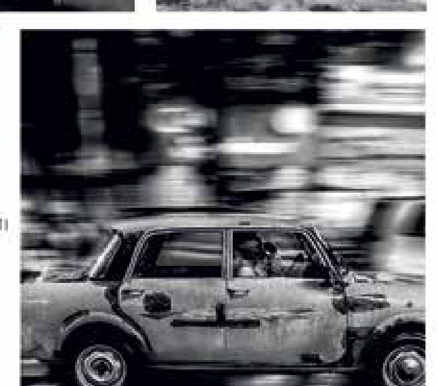

ছবি : শ্রীজিৎ দাস, চন্দন দাস, রৌনক শূর রায় ও নীহাররঞ্জন সরকার।

বার্ষিক অনুষ্ঠানে পিতা-পুত্রীর যুগলবন্দি

নিউজ ব্যুরো

পতিরাম মন্টেশ্বরী অ্যাকাডেমির বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এক জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হল। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল মা-ছেলে ও বাবা-মেয়ের যুগলবন্দি নৃত্য। এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ দর্শকদের আবেগপ্রবণ করে তোলে এবং অনুষ্ঠানকে অনন্য করে তোলে। মন্টেশ্বরী অ্যাকাডেমির এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

পাশাপাশি, স্বামী প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ চন্দন রায়। ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি বিভিন্ন ইভেন্টের কৃতীদের পুরস্কৃত করা হয়। সারদা শিশুতীর্থ রূপাহারের মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে স্কুলে অনুষ্ঠিত হল বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'অনুরণন ২০২৫'। এই অনুষ্ঠানে বিশেষ স্থানাধিকারীদের পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। স্কুলের প্রধানশিক্ষক বিশ্বনাথ পাল বলেন, 'গ্রামীণ এই স্কুলের আর্থিক সামর্থ্য কম থাকায় প্রতি বছর বড় অনুষ্ঠান করা সম্ভব না তাই প্রতি একবছর অন্তর বড় করে অনুষ্ঠান করি।'

দেশীয় লোকসংস্কৃতিকে চেনা-জানার জন্য তার চর্চা জরুরি। সেই প্রয়োজনীয়তাকে অনুভব করে উদয়পুর বালিকা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল বার্ষিক সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। স্থানীয় সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হয় বলে জানালেন স্কুলের প্রধানশিক্ষিকা নবনীতা সরকার।

কুমারগঞ্জের মোহনা কচিকাঁচা শিক্ষা অঙ্গনের বার্ষিক সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া উৎসব এবার গোটা মোহনা এলাকার অন্যতম জনপ্রিয় অনুষ্ঠানে পরিণত হল। অনুষ্ঠিত হয় ছোটদের নাটক। প্রথমদিনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করে।

ঢাকঢোল হাইস্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ ও বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষ হল। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের একক ও সমবেত নৃত্য ছাড়াও আবৃত্তি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ছবি ও তথ্য : চন্দ্রনারায়ণ সাহা, বিশ্বজিৎ প্রামাণিক, দীপঙ্কর মিত্র

দুর্দশা দেখে বার্ধক্য ভাতার আশ্বাস পুর কোঅর্ডিনেটরের

আবর্জনার স্তূপে ভাতের খোঁজ

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৭ মার্চ : আবর্জনার স্তূপ থেকেই চলে পেট। বয়সের ভারে করতে পারেন না ভারী কাজ। তাই সকাল হলেই বেরিয়ে পড়েন বস্তা হাতে। পাড়ার বিভিন্ন আবর্জনার স্তূপগুলিতে নেমে চলে কাগজ, প্লাস্টিকের খোঁজ। কারণ, দিনশেষে ওখান থেকে জুটবে ভাত। অবশেষে, তাঁর এই অন্ধকার জীবনে এক ফোঁটা সূর্যরশ্মি হয়ে আসে বার্ধক্যভাতার আশ্বাস।

শুক্রবার সকাল। নিয়মমাফিক বস্তা হাতে বেরিয়েছেন বিষ্ণু সরকার। চেহারায় বয়সের ছাপ স্পষ্ট। তবু রোজ সকালেই রায়গঞ্জ শহরের পাড়ায় পাড়ায় দেখা মেলে তাঁর।

বস্তা কাঁধে প্রৌঢ়। - সংবাদচিত্র

জিজ্ঞাসা করলে প্লাসিকের বোতল বস্তায় পুড়ে তাঁর অভিব্যক্তি, 'অনেক বয়স হয়েছে। অন্য কিছু করতে পারি না। তাই কাগজ ও প্লাস্টিক খুঁজে খুঁজে বের করে ভাঙরির দোকানে বিক্রি করি। কেজি প্রতি ১০ টাকা মেলে। কোনও দিন ৫০ আবার কোনও দিন ৭০ টাকা পাই। তাই দিয়েই চলে সংসার। কোনও সরকারি সাহায্য পাই না।' শহরের শ্মশান কলোনি এলাকার বাসিন্দা বিষ্ণু সরকার। ছেলে বিশ্বনাথ রাসবিহারী মার্কেটে মাছের আঁশ ছোলেন। কোনওদিন কাজ হয়, কোনও দিন হয় না। তাই সংসারের হাল ধরতে দুই কাঁধে বস্তা ও হাতে লাঠি নিয়ে এগিয়ে যান বিষ্ণুবাবু। আগে খড়ি ভাঙলেও এখন আর সেই কাজ করতে পারেন না তিনি। তাই সংসারের হাল ধরতে ভরসা ওই আবর্জনার স্তূপে থাকা প্লাস্টিক।

> শুক্রবার তাঁর সমস্ত কাগজপত্র জমা নিয়ে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করব।
>
> **তপন দাস,** কোঅর্ডিনাটর

বিষ্ণুবাবুর মতো দুই থেকে তিনজন রয়েছেন যারা সকাল হলেই আবর্জনা থেকে পেটের ভাতের ব্যবস্থা করেন। এদিকে এই ঘটনা শুনেই বিষ্ণুবাবুর বার্ধক্যভাতার ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর তপন দাস।

ছেলে বিশ্বনাথ সরকারের কথায়, 'বাজারে প্রতিদিন যাই, কিন্তু কাজ পাওয়া যায় না। কারণ, বাজারে মাছের আঁশ তোলার জন্য আরও দুইজন আছে।'

নতুন ক্যানালে মহানন্দায় আরও দূষণের আশঙ্কা

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ৭ মার্চ : মালদা শহরের জল জমা থেকে মুক্তি দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে বিকল্প পথে নর্দমা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে পুরসভা। ক্যানালের মাধ্যমে শহরের জমা জল মহানন্দায় গিয়ে ফেলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। পরিবেশপ্রেমীদের আতঙ্ক, নোংরা জল সরাসরি নদীতে মিশলে মহানন্দা আরও দূষিত হবে। তাই নদীতে ফেলার আগে ওই জল শোধন করে ফেলার দাবি তোলা হয়েছে।

মালদা ও পুরাতন মালদা শহরের বুক চিরে চলে গিয়েছে মহানন্দা নদী। যে নদী ক্রমাগত দূষিত হয়ে চলেছে। নানারকমের সামাজিক কাজ, প্রতিমা বিসর্জন, সাবান দিয়ে কাপড় কাচা, শহরের একাংশের নর্দমার জল প্রতিনিয়ত মিশছে নদীতে। যা নিয়ে কোনও হেলদোল নেই প্রশাসনের। তারই মধ্যে নতুন ক্যানাল আরও বিপদ ডেকে আনতে পারে বলেই মনে করছেন পরিবেশপ্রেমীরা।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের মালদা জেলা সম্পাদক মনোরঞ্জন দাসের দাবি, 'আমরা একটা সার্ভে করেছিলাম। যে সার্ভেতে দেখা গিয়েছে আমাদের শহরের ২৬২টি শৌচাগারের জল সরাসরি গিয়ে মিশছে নদীতে। শুধু তাই নয়, নদী পাড়ের ওয়ার্ডগুলির ৬টি হাইড্রেনের জল গিয়েও মিশছে মহানন্দায়।' এই তথ্য দিয়ে তিনি দাবি করেছেন, 'শহরকে জমা জল থেকে মুক্তি

ক্যানাল বসানোর কাজ চলছে। শুক্রবার মালদায় তোলা সংবাদচিত্র।

দিতে পুরসভা ও প্রশাসন যে উদ্যোগ নিয়েছে তা নিঃসন্দেহে ভালো। কিন্তু নোংরা জল যাতে সরাসরি নদী না গিয়ে পড়ে, সে ব্যাপারে পরিকল্পনা দরকার। আগে নোংরা জল শোধন করে নদীতে ফেলা দরকার। না হলে মহানন্দা অচিরেই বিপন্ন হবে।'

একই দাবি উঠেছে পরিবেশপ্রেমী সংস্থা সহকারের তরফেও। সংগঠনের তরফে সব্যসাচী মজুমদারের অভিযোগ, 'এটা খুবই আনন্দ ও প্রশংসার ব্যাপার যে ইংরেজবাজার পুরসভা ৩ নম্বর ওয়ার্ডে একটি ড্রেন তৈরি করছে। এতে মালঞ্চপল্লির মানুষ বর্ষাকালে জল জমার হাত থেকে রক্ষা পাবেন। কিন্তু এই ড্রেনটি মহানন্দা নদীর সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। যদি তাই হয় তবে এটা সমস্ত রকমের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি ও পদ্ধতির বিরোধী। মহানন্দা নদীতে এই জল ফেলার আগে অবশ্যই পারিশোধনের জন্য একটি ট্রিটমেন্ট প্লান্ট করা উচিত যাতে ওই নর্দমার জল পারিশোধনের পর নদীতে গিয়ে পড়ে। না হলে এটা হবে চরম পরিবেশ ও আইনবিরোধী কাজ।'

যদিও এই নিয়ে ইংরেজবাজার পুরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত কাউন্সিলার শুভময় বসুর মন্তব্য, 'এই কাজের সঙ্গে রাজ্য সেচ দপ্তরও যুক্ত। তাই শোধন করে নিশ্চয়ই জল নদীতে ফেলা হবে। আমরাও চাই না নদী দূষিত হোক।'

গঙ্গারামপুরে কোচ ডিসপ্লে বোর্ড দাবি

গঙ্গারামপুর, ৭ মার্চ : যাত্রীরা যাতে সঠিক কোচের সামনে দাঁড়িয়ে ট্রেন ধরতে পারেন তাই এবার গঙ্গারামপুর স্টেশনে কোচ ডিসপ্লে বোর্ডের দাবি উঠেছে। দাবি তুলেছেন গঙ্গারামপুর রেলযাত্রী থেকে শুরু করে রেল উন্নয়ন কমিটি। বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন রেল কর্তৃপক্ষ।

বিগত কয়েক বছর ধরেই গঙ্গারামপুর রেলস্টেশনে একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। বর্তমানে গঙ্গারামপুর স্টেশনের উপর দিয়ে চলাচল করে দিল্লি, কলকাতা, শিলিগুড়িগামী ট্রেন। যাত্রী সংখ্যাও জেলায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। তবে স্টেশনে কোচ ডিসপ্লে বোর্ড না থাকায় ট্রেনে উঠতে সমস্যায় পড়েন বয়স্ক, মহিলা কিংবা ভারী লাগেজ নিয়ে চলাচলকারী যাত্রীরা।

এক রেলযাত্রী শুভেন্দু দেবনাথ বলেন, 'টিকিট নিয়ে কোচ নম্বর জেনে প্ল্যাটফর্মের কোথায় দাঁড়াব এ বিষয়টি নিশ্চিত হতে পারি না। অনেক সময় আমাদের সঙ্গে অনেক লাগেজ থাকে, বয়স্ক মানুষজন থাকে, মহিলা যাত্রী থাকে। কোচ ডিসপ্লে বোর্ড না থাকায় ট্রেনে উঠতে খুব সমস্যা হয়।' আরেক রেলযাত্রী প্রসেনজিৎ কর্মকার বলেন, 'গঙ্গারামপুর স্টেশন থেকে প্রায়ই যেতে হয় কলকাতা, দিল্লি, শিলিগুড়ি। তখন কোচে উঠতে গেলে এক প্রান্ত থেকে ছুটে আর একপ্রান্তে যেতে হয় ।'

গঙ্গারামপুর রেল উন্নয়ন কমিটির সভাপতি প্রত্যুষ তালুকদারের কথায়, 'কোচ ডিসপ্লে বোর্ড বসাতে হবে। আমরা এই বিষয়গুলো ডিআরএম সাহেবের কাছে জানিয়েছি। আমরা আবারও লিখিত আকারে এই দাবি জানাব।'

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে জানান, 'কোচ ডিসপ্লে বোর্ডের কাজ তো করা যায়। আমাদের এটা দেখতে হবে যে এই দাবি এসেছে কিনা। কেউ দাবি জানিয়েছে কিনা, অর্থ বরাদ্দ হয়েছে কিনা, সে বিষয়গুলো খোঁজ নিয়ে বিস্তারিত বলতে পারব।'

ও মা...

যতই ব্যস্ত থাকুক, মাকে ছাড়া চলে না। বালুরঘাটে। - মাজিদুর সরদার

বসন্তোৎসবে বিশৃঙ্খলা রোধে পদক্ষেপ

গঙ্গারামপুর, ৭ মার্চ : গঙ্গারামপুরে বসন্তোৎসবে বিশৃঙ্খলা এবং অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুর কর্তৃপক্ষ বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মোতায়েন করা হবে পুলিশ। বসন্তোৎসবের অনুষ্ঠানের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কালদিঘি পার্কে গ্রিনসিটি প্রকল্পের মাধ্যমে বহু চারা লাগানো হয়েছে। বসন্তোৎসবের আনন্দে একটি গাছেরও যাতে ক্ষতি না হয়, সে ব্যাপারে উৎসব কমিটিকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আর্জি জানানো হয়েছে।

পুরপ্রধান প্রশান্ত মিত্র জানান, 'এবছর রেকর্ড সংখ্যক ভিড় হতে পারে। তাই এবছর নির্দিষ্ট সময়ে প্রভাতফেরি ও অনুষ্ঠান শেষ করার কথা বলা হয়েছে।'

পুরপ্রধান এও বলেন, 'কালদিঘি পার্কের চারা গাছগুলি যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেই বিষয়ে অনুষ্ঠান পরিচালন কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

প্রতি বছর গঙ্গারামপুরে কালদিঘি পার্কে ঘটা করে পালিত হয় বসন্তোৎসব। পুর কর্তৃপক্ষ মনে করছে এ বছর রেকর্ড সংখ্যক ভিড় হবে। এবছর বিগত দিনের সমস্ত ভিড় ছাপিয়ে যেতে পারে বলেও অনুমান করছে পুর কর্তৃপক্ষ।

কালিয়াগঞ্জে অবাধে রান্নার গ্যাসের কালোবাজারি

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ৭ মার্চ : বরাদ্দকৃত রান্নার গ্যাসের সেই সিলিন্ডার ব্যবহার করা হচ্ছে বাণিজ্যিক কাজে। কালিয়াগঞ্জ শহরের বিভিন্ন দোকান, হোটেল ও রেস্টুরেন্টে দিনের পর দিন চলছে এই অবৈধ কাজ। অথচ প্রশাসন নির্বিকার বলে অভিযোগ।

শুধু তাই নয়, খোলা বাজারে বুক চিতিয়ে দোকানে বসেই গ্যাস সিলিন্ডার রিফিলিং করছেন অসাধু ব্যবসায়ীদের একাংশ। কালিয়াগঞ্জ শহরের বুকে রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকার একটি পেট্রোল পাম্পের আশপাশে, ডাকবাংলো রোডের ধারে অবাধে পসার খুলে বসেছেন এই কালোবাজারিরা।

গৃহস্থের রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের দামের তুলনায় বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বেশি। এই কারণে অনেক ব্যবসায়ী কম দাম দিয়ে গার্হস্থ্য

গ্যাস রিফিলিং-এর দোকান।

কাজে ব্যবহৃত সিলিন্ডার কিনে নিচ্ছেন।

এমুহূর্তে গৃহস্থের কাজে ব্যবহৃত গ্যাস সিলিন্ডারের মূল্য ৯১০ টাকা। সেখানে বর্তমান বাজারে একটি বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডার কিনতে হয় ১ হাজার নয়শো টাকা দিয়ে। দামের এই বিশাল ঘাটতি মেটাতে ফড়েদের সাহায্য নিয়ে চোরাইপথে হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং মিষ্টির দোকানে অবাধে চলছে ঘরের কাজে ব্যবহৃত সিলিন্ডার।

এক অসাধু গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবসায়ীর কথায়, 'অনেক বাড়িতে ডবল গ্যাস সিলিন্ডার বরাদ্দ রয়েছে। কিন্তু ওই পরিবারগুলি একটির বেশি সিলিন্ডার ব্যবহার করেন না। ওই বাড়িগুলি থেকে অতিরিক্ত সিলিন্ডার নিয়ে এসে ২৫০ টাকা বেশি দামে বিক্রি করি।'

কালিয়াগঞ্জ ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি প্রকাশ কুণ্ডু বলেন, 'এমন ঘটনা আমরা সমর্থন করি না। আগেও মহেন্দ্রগঞ্জ এলাকায় প্রশাসনের তরফে অবৈধ গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহারের জন্য অভিযান চলেছে।'

আইসি দেবব্রত মুখার্জি জানান, 'জেলার এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ মাঝেমধ্যেই অভিযান চালায়। কিছুদিন আগে একজন গ্রেপ্তারও হয়েছিল। আমরা কালোবাজারিদের ধরতে আবার অভিযান চালাব।'

রেজিস্ট্রারকে স্মারকলিপি

রায়গঞ্জ, ৭ মার্চ : চার বছরের ডিগ্রি কোর্স বাতিলের দাবিতে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকারকে স্মারকলিপি দিল এআইডিএসও। বৃহস্পতিবার দপুরে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে সংগঠনের তরফে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

সংগঠনের জেলা সম্পাদক শ্যামল দত্ত জানান, 'চার বছরের ডিগ্রি কোর্সের ফলে ছাত্রছাত্রীরা সমস্যার সম্মুখীন। অনেকেই অকৃতকার্য হওয়ায় কলেজছুটের সংখ্যা বাড়ছে। তাই চার বছরের ডিগ্রি কোর্স বাতিল আমাদের মূল দাবি।'

ফুটপাথ দখল করে দোকান

ডালখোলা, ৭ মার্চ : দোকানদার ও তরমুজ বিক্রেতাদের সাজানো পসরায় ফুটপাথে পা ফেলার জায়গা নেই। ডালখোলা পুরসভার পূর্ণিয়া মোড়, ১২ ও ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের সংযোগস্থল। ব্যস্ততম এই রাস্তার ফ্লাইওভারের নীচের ফুটপাথ দখল করেই বসছে দোকান। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পথচারীদের। বাড়ছে যানজটও।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ইসলামপুর মহকুমা শাসক দাঁড়িয়ে থেকে ব্রিজের নীচের দোকানপাট সরানোর পরেও পুনরায় পূর্বের চেহারা নেয়। মাসখানেক আগে পুরসভার পক্ষ থেকে ফুটপাথের দোকানপাট সরানো হলেও বর্তমানে ফের রমরমিয়ে সেই ফুটপাথ দখল করেই চলছে ব্যবসা।

বাসিন্দা প্রতাপ যাদবের ক্ষোভ, 'ব্রিজের দেওয়াল ঘেঁষে চায়ের দোকান, ফলের দোকান, বিস্কুটের দোকান এই অবধি ঠিক ছিল কিন্তু বর্তমানে তরমুজের দোকানও বসছে ওই জায়গায়। জাতীয় সড়কের উপর দিয়েই যাতায়াত করতে হয় নিত্যযাত্রীদের। ফলে যে কোনও মুহূর্তে ঘটতে পারে দুর্ঘটনা।' কানকির বাসিন্দা আবদুল হাকিম বলেন, 'পূর্ণিয়া মোড় গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। তবে চলাচলের জন্য ফুটপাথ নেই বললেই চলে।'

প্রাক্তন কাউন্সিলার তথা সিটুর সভাপতি আবদুল হালিমের কথায়, 'ট্রাফিক পুলিশের নিষ্ক্রিয় মনোভাবের কারণেই এখানে যানজটের সৃষ্টি হয়।' ডালখোলা পুরসভার চেয়ারম্যান স্বদেশ সরকার জানান, 'যারা ফুটপাথ দখল করে ব্যবসা করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

নার্সিং পড়ুয়াদের শপথ

মালদা, ৭ মার্চ : এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শুক্রবার ৪২ জন নার্সিং শিক্ষার্থী সেবার আদর্শ ও মানবতার শপথগ্রহণ করেন। অতিথিরা নার্সিং পেশার গুরুত্ব ও মানবিকতার বার্তা তুলে ধরেন। নার্সিং শিক্ষার্থীদের কাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকার পরামর্শও দেওয়া হয়।

হাসপাতাল সুপার ডাঃ প্রসেনজিৎ বর বক্তব্যে বলেন, 'রোগীদের প্রতি সহানুভূতি ও নিষ্ঠার সঙ্গে সেবা প্রদানই একজন আদর্শ নার্সের পরিচয়। নবীন নার্সিং শিক্ষার্থীরা তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে সেবা করবেন বলে আশা রাখি।'

শিক্ষার্থীরা জানান, আমাদের কাজ শুধু শুশ্রূষা নয়, রোগীদের মানসিকভাবে সাহস দেওয়াও আমাদের কাজ। আজকের শপথ আমাদের সেই দায়িত্ব স্মরণ করাবে।

রংদার রোববার

নারী, তুমি স্বাধীনতা

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের পরদিন রংদার রোববারের প্রচ্ছদে কী থাকতে পারে ওই প্রসঙ্গ ছাড়া? রইল আজকের নারীদের স্বাধীন ভাবনা নিয়ে তিনটি পর্যালোচনা, তিন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে।

প্রচ্ছদ কাহিনী : অনিন্দিতা গুপ্ত রায়, ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় ও ছন্দা বিশ্বাস

ছোটগল্প : জয়ন্ত দে ও মনোনীতা চক্রবর্তী

কবিতা : সুব্রতা ঘোষ রায়, মৃণালিনী, অর্পিতা ঘোষ পালিত, বৃষ্টি সাহা, কণিকা দাস, বাবলি সূত্রধর সাহা ও সন্ধ্যা দত্ত

ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা : পূর্বা সেনগুপ্ত

ইনসেন্টিভ দাবি

বালুরঘাট, ৭ মার্চ : সরকারি নিয়ম অনুযায়ী পারফরম্যান্স লিংক ইনসেন্টিভ পাওয়ার কথা কমিউনিটি হেল্থ অফিসারদের। কিন্তু বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়মিত কাজ করলেও বিগত ৯ মাস ধরে এই ইনসেন্টিভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তারা। বুধবার এমনই দাবি তুলে সোচ্চার হলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার চুক্তিভিত্তিক কমিউনিটি হেল্থ আধিকারিকরা। এদিন অল ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন অফ কমিউনিটি হেল্থ অফিসার্স সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার উদ্যোগে চার দফা দাবিতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে।

এদিন তারা দাবি করেন, অন্য রাজ্যে কমিউনিটি হেল্থ অফিসারদের একাধিক সুবিধা দেওয়া হলেও তারা তা থেকে বঞ্চিত। কাজের ভিত্তিতে পারফরম্যান্স লিংক ইনসেন্টিভ নয় মাস ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে। যার ফলে গুরুতর আর্থিক সমস্যায় পড়ছেন তারা। দ্রুত সেই টাকা দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, অবসরের সময় প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি ও পেনশন না থাকায় ভবিষ্যৎ নিয়ে তারা চিন্তিত। এদিন বেতন বৃদ্ধি সহ অস্থায়ী কর্মী থেকে স্থায়ীকরণের দাবি জানানো হয়েছে।

কাজ রুখল ট্রাফিক পুলিশ

রায়গঞ্জ, ৭ মার্চ : উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবরের জেরে রায়গঞ্জ কুলিক পাখিরালয় সংলগ্ন কুলিক ব্রিজের ভেঙে পড়া রেলিং সারাই করছিল পিডব্লিউডি। কিন্তু তাতেও বিপদের সম্ভাবনা কমল না বলে দাবি শহরবাসীর। এমনকি এদিন রায়গঞ্জ ট্রাফিক পুলিশের আধিকারিকেরাও রেলিং-এর কাজ দেখে সন্তুষ্ট না হয়ে কাজ বন্ধ করে দেন।

কুলিকের ভাঙা ব্রিজের ওপর দিয়ে বহু বাস, লরি, ছোট গাড়ি, অটো, টোটো, সাইকেল, বাইক সহ পায়ে হেঁটে মানুষ চলাচল করে। কিন্তু ব্রিজটির অবস্থা একেবারে শোচনীয়। পথ নিরাপত্তা সপ্তাহে বিষয়টি জেলা শাসকের কাছে তুলে ধরা হয় এবং উনি পিডব্লিউডির আধিকারিকদের বিষয়টি দেখতে নির্দেশ দেন।

কুলিক ব্রিজে বসানো হচ্ছিল রেলিং

মাসখানেক আগে পরিদর্শনও করেন আধিকারিকরা। অবশেষে শুক্রবার রেলিং সারাইয়ের কাজ শুরু হয়।

রায়গঞ্জ ট্রাফিক পুলিশের ওসি তাপসকুমার বিশ্বাস বলেন, 'আমরা পৌঁছে দেখি, যে কাজ হচ্ছে, সেটা একেবারেই সঠিক নয়। রাস্তায় বড় গর্ত, সেখানে ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা ৮ থেকে ১০ দিনের মধ্যে ব্রিজ সারাইয়ের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করবে বলে জানায়। তাই আজ কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'

তাপসবাবু আরও বলেন, 'আমরা এমন কাজে সন্তুষ্ট নই। ওই ব্রিজের ওপরের অংশের গর্ত বন্ধ করে নতুন পিচ ঢালাই করতে হবে। পাশাপাশি ব্রিজের রেলিং শক্ত করতে হবে। তবেই সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।'

ভিন্ন ঘরানার ছবির মেলবন্ধন আর্ট ফেস্টে

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৭ মার্চ : উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ, রাজ্যের একাধিক জেলার চিত্রশিল্পীদের নিয়ে জমে উঠল বালুরঘাটের ছবি মেলা 'ফ্লো ২০২৫'। আতস শিল্পগোষ্ঠী ও স্ব- সংস্থার উদ্যোগে এই আর্ট ফেস্ট এবছর অষ্টম বর্ষে পড়ল। যেখানে দক্ষিণ দিনাজপুরের পাশাপাশি কলকাতা, হাওড়া, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, মালদা সহ একাধিক জেলার চিত্রশিল্পীদের শিল্পকর্ম স্থান পেয়েছে।

রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ভিন্ন ঘরানার ছবির মেলবন্ধন ঘটছে এবারের ছবি মেলায়। প্রতি বছরই নতুন কিছু সংযোজন করে চলেছে আতশ শিল্পগোষ্ঠী। গত কয়েক বছর ধরে আলপনা প্রতিযোগিতা হয়ে আসছে। এবছর সরা অঙ্কনের আয়োজন করা হয়েছিল। এবছর আর্ট ফেস্টে ২২০ টি ছবি প্রদর্শনীর আবেদন এসেছিল। যেখান থেকে ৮০ জন শিল্পীর বাছাই করা ১০০ টি ছবি জায়গা পেয়েছে ছবি মেলায়। পাশাপাশি ১৫ টি ভাস্কর্য রয়েছে ছবি মেলায়। যেখানে নতুন প্রজন্মের ভাস্কর্যশিল্পী প্রায় ১৩ জন রয়েছে।

নারায়ণপুরের চিত্রশিল্পী অর্ণব সাহা বলেন, 'বিভিন্ন মাধ্যমে ছবি আঁকলেও একরেলিক বেশি পছন্দ। দুর্গা বিসর্জনে বালুরঘাটবাসীর প্রচুর আবেগ। সেটিকেই এবার ক্যানভাসে তুলে ধরেছি। দর্শকের ভালো সাড়া পাচ্ছি।'

নিপুণ তুলির টানে চোখ দর্শকের। শুক্রবার বালুরঘাটে। - মাজিদুর সরদার

সাহেব কাছারির ভাস্কর্যশিল্পী সুমন প্রামাণিক বলেন, 'মহিলাদের ওপর দুর্বিষহ অ্যাসিড অ্যাটাক বিষয়কে ভাস্কর্যে তুলে ধরেছি। প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে আক্রান্তের মুখাবয়ব ফুটিয়ে তুলেছি। যার মাধ্যমে এর ভয়াবহতা ও এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর বার্তা দিচ্ছি।'

উদ্যোক্তা নেপাল দাস বলেন, 'ইতিমধ্যেই আমরা উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের যোগসূত্র স্থাপন করতে পেরেছি। আগামীতে এই ছবি উৎসবকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে রয়েছে।'

একান্ত সাক্ষাৎকারে কেকেআর অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে

‘ফেভারিট ভারত, তবে কাজ সহজ হবে না রোহিতদের’

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ মার্চ : ব্যক্তিগত কাজে দিন দুয়েক আগে দুবাই গিয়েছিলেন। কাজ সেরে আজ মুম্বই ফিরেছেন। সম্প্রতি কলকাতা নাইট রাইডার্স অধিনায়কের দায়িত্বও পেয়েছেন তিনি। ১২ মার্চ থেকে ইডেন গার্ডেন্সে কেকেআরের শিবিরের শুরু থেকেই হাজির থাকার কথা অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানের। তার আগে আজ দুবাই থেকে মুম্বই ফেরার পর মোবাইলে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে একান্ত সাক্ষাৎকার দিলেন রবিবারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফাইনাল নিয়ে। ঘোষণা করে দিলেন, ফাইনালে ফেভারিট টিম ইন্ডিয়াই। কিন্তু রোহিত শর্মাদের কাজটা এবার সহজ হবে না।

■ ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড ফাইনাল

● দুর্দান্ত একটা ম্যাচের অপেক্ষায় অনেকের মতো আমিও। দুই দলই চলতি প্রতিযোগিতায় দুর্দান্ত খেলছে। ফারাক একটাই, ভারত সব ম্যাচ জিতে ফাইনালে। আর ভারতের কাছে একটি ম্যাচ হেরে ফাইনালে কেন উইলিয়ামসনরা।

■ ফাইনালের ফেভারিট

● অবশ্যই ভারত ফেভারিট। কীভাবে বড় প্রতিযোগিতার আসরে পরপর ম্যাচ জিততে হয়, রোহিতরা ভালোই জানে। তবে ব্যক্তিগতভাবে একটা কথা বলতে পারি, রবিবারের ফাইনাল ম্যাচ সহজ হবে না ভারতের। দুবাইয়ের এই মাঠেই দিন কয়েক আগে ভারতের বিরুদ্ধে হারলেও চাপ তৈরি করতে পেরেছিল কিউয়িরা। সেটা হয়তো ওদেরও মনে থাকবে। সঙ্গে রাচিন রবীন্দ্র ও কেন উইলিয়ামসনকে নিয়েও সতর্ক থাকতে হবে।

■ ভারতের স্পিন চতুর্ভুজ

● দুবাইয়ের মন্থর বাইশ গজে চার স্পিনারে খেলার পরিকল্পনা চমকে দেওয়ার মতোই। বর্তমান আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে চার স্পিনার নিয়ে শেষ কবে কোন দল খেলেছে, মনে পড়ছে না। তবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্তকে কুর্নিশ জানাতেই হবে। যতদূর মনে হয়, ফাইনালেও হয়তো চার স্পিনারেই খেলবে রোহিতরা। দল হিসেবে গুছিয়ে নিয়েছে ভারত। একটা জয়ের ছন্দও পেয়েছে।

■ বরুণ ফাইনালের এক্স ফ্যাক্টর

● অবশ্যই। বরুণের রহস্য স্পিন খেলার অভিজ্ঞতা এই নিউজিল্যান্ড দলে উইলিয়ামসন, রাচিন ছাড়া বাকিদের তেমন নেই। ফলে বরুণের কোন ডেলিভারি বাইরে যাবে, আর কোনটা ভিতরে আসবে তা নিয়ে কিউয়ি ব্যাটারদের মনে দ্বিধা থাকবেই।

■ বিরাট-রোহিতের ফর্ম

বিরাট কোহলি-রোহিতের মতো ক্রিকেটার ফর্মে থাকলে ভারতীয় দল সাফল্যের পথে অনায়াসে এগিয়ে যাবে, সেটাই স্বাভাবিক। দুবাইয়ে ঠিক সেটাই হয়েছে। হয়তো রোহিত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে এখনও বড় রান পায়নি। কিন্তু আগ্রাসী শুরু দিয়েছে দলকে। আর বিরাটকে নিয়ে নতুন করে কী-ই বা বলি। যত দেখছি, মুগ্ধ হচ্ছি।

■ ফাইনালের পরই অবসরে রোহিত

● ঠিক জানি না। তবে এই বিষয়ে যে আলোচনা চলছে, সেটা কানে এসেছে। রোহিতই এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে।

■ ইডেনে কেকেআরের শিবির

● হ্যাঁ, ১২ মার্চ থেকে ইডেনে কেকেআরের শিবির শুরুর কথা। দুর্দান্ত একটা আইপিএল মরশুমের জন্য আমরা সবাই মুখিয়ে রয়েছি।

দল নিয়ে ধোঁয়াশা রাখলেন সীতাংশু

ভারতকে সতর্ক করছেন নাসের

দুবাই, ৭ মার্চ : চলছে কাউন্ট ডাউন। বাড়ছে উত্তেজনার পারদ। অপেক্ষার আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা। তারপরই দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে শুরু হয়ে যাবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল।

রোহিত শর্মার ভারতের বিরুদ্ধে নিউজিল্যান্ডের ফাইনালের যুদ্ধ শুরুর আগে আজ প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক নাসের হুসেন সতর্ক করেছেন টিম ইন্ডিয়াকে। দুবাইয়ের মন্থর বাইশ গজে বারবার কিউয়িরা কেঁপে যাবে, এমন নাও হতে পারে বলে মনে করছেন তিনি। স্কাই স্পোর্টস চ্যানেলে এক সাক্ষাৎকারে নাসের আজ বলেছেন, ‘গতকাল রাতে প্রাক্তন অজি অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চের সঙ্গে নৈশভোজের সময় ফাইনাল নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম। দুইজনই আমরা একমত যে, নিউজিল্যান্ড বারবার কেঁপে যাওয়ার দল নয়। মানসিকভাবে ওরা খুব শক্তিশালী। ওদের দলে এমন অনেক ক্রিকেটার রয়েছে, যারা একার হাতে যে কোনও পরিস্থিতি থেকে ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে পারে।’

যেদিন প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক নাসের টিম ইন্ডিয়াকে সতর্ক করেছেন। কিউয়িদের কঠিন মানসিকতার কথা তুলে ধরেছেন। সেদিনই ভারতীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় দুবাইয়ের আইসিসি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে ফাইনালের মহড়া শুরু করে দিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। অনুশীলনে পুরো দলই আজ হাজির ছিল। সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে উড়িয়ে দেওয়ার আত্মবিশ্বাসে ভর দিয়ে দুইদিনের ছুটি কাটিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটারদের অনুশীলনে রীতিমতো চনমনে দেখিয়েছে। অধিনায়ক রোহিতকে নিয়েও চলছে তুমুল চর্চা। ফাইনালের পরই তিনি নাকি অবসর নিতে পারেন, এমন কথাও শোনা যাচ্ছে। অনুশীলনে ভারত অধিনায়ককে দেখে মনেই হয়নি তাঁর মনের অন্দরে কী চলছে।

রবীন্দ্র জাদেজা ও কোচ গৌতম গম্ভীরকে সঙ্গে নিয়ে ফাইনালের জন্য অনুশীলনে চলেছেন রোহিত শর্মা। দুবাইয়ে শুক্রবার।

এদিনের ভারতীয় দলের অনুশীলনের মাঝে আরও একটি বিষয় সামনে এসেছে। ভারত-পাকিস্তান মহারণ যে পিচে হয়েছিল, সেই বাইশ গজেই খেতাবি লড়াইয়ে টক্কর নেবেন রোহিত-মিচেল স্যান্টনাররা।

শেষ দুই ম্যাচের মতো ফাইনালেও কি ভারতীয় দলের প্রথম একাদশে চার স্পিনার দেখা যাবে? সন্ধ্যার অনুশীলন শুরুর আগে ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক আজ মুখোমুখি হয়েছিলেন সাংবাদিকদের। তিনি ভারতীয় দলের প্রথম একাদশ বা চার স্পিনারের সম্ভাবনার বিষয়টি সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়েছেন। সীতাংশু বলেছেন, ‘দলের কোচ ও অধিনায়ক এই ব্যাপারে সঠিক তথ্য দিতে পারবে। আপনারা ভুল লোককে দলের প্রথম একাদশ নিয়ে প্রশ্ন করেছেন।’ অধিনায়ক রোহিত এখনও বড় রান না পেলেও বিরাট কোহলি রয়েছেন স্বপ্নের ছন্দে। শ্রেয়স আইয়ারও তাই। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে হার্দিক পান্ডিয়া রেঞ্জ হিটিংয়ের নয়া দিশা দেখিয়েছেন। দলের সার্বিক ব্যাটিং নিয়ে সীতাংশু বলেছেন, ‘রোহিতের বড় রান না পাওয়া নিয়ে আমরা একেবারেই উদ্বেগে নেই। বরং দলের ব্যাটিং নিয়ে আমি খুশি। দলের সাফল্যে ব্যাটাররা সবাই সমান অবদান রেখে চলেছে।’

ভারত চ্যাম্পিয়ন হবে

ভবিষ্যদ্বাণী জ্যোতিষীর

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ : রবিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল। কার ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে তার অপেক্ষায় ক্রিকেট বিশ্ব। তার আগে ফাইনাল নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন বিখ্যাত জ্যোতিষী গ্রিনস্টোন লোবো। তিনি জানিয়েছেন, ফাইনালে কাপ উঠবে রোহিত শর্মার হাতে।

লোবো বলেছেন, ‘আমি রোহিত শর্মার জন্মছক বিশ্লেষণ করেছি। এই মুহূর্তে মহেন্দ্র সিং ধোনির পরে যদি কোনও সেরা অধিনায়ক থাকেন, সেটা হিটম্যান। ওঁর জন্মছক অসাধারণ। বড় প্রতিযোগিতা জেতার মতো ক্ষমতা ওঁর রয়েছে।’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘রোহিতের জন্মছকে একটাই দুর্বল গ্রহ রয়েছে, সেটা প্লুটো। ২০২৩ বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের জন্মছকে প্লুটো শক্তিশালী ছিল। তাই ভারত ফাইনালে অজিদের কাছে পরাজিত হয়।’

লোবো দাবি করেছেন, একাধিক ভারতীয় ক্রিকেটারের জন্মছক খুব ভালো রয়েছে। তিনি বলেছেন, ‘লোকেশ রাহুল, হার্দিক পান্ডিয়া, শ্রেয়স আইয়ার ও অক্ষর প্যাটেলের জন্মছকে একাধিক গ্রহ ভালো জায়গায় রয়েছে। উলটোদিকে কিউয়িদের ছয়জন ক্রিকেটারের জন্মছকে একাধিক গ্রহ খারাপ রয়েছে। তাই কাপ জেতা কেবল সময়ের অপেক্ষা ভারতের জন্য।’

রোহিত কি ২৫-৩০ রানেই খুশি

প্রশ্ন গাভাসকারের

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ : ভারত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে। কিন্তু অধিনায়ক রোহিত শর্মার ব্যাটে বড় রানের দেখা নেই। সমালোচনায় বিদ্ধ ভারত অধিনায়ক। এবার কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকারের নিশানায় হিটম্যান।

কয়েকদিন আগেই রোহিত-সমালোচকদের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন কোচ গৌতম গম্ভীর। পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন, রান দিয়ে রোহিতকে বিচার না করে মাঠে তাঁর প্রভাবটা দেখা উচিত। গম্ভীরের সঙ্গে অবশ্য একমত নন গাভাসকার। বরং তিনি মনে করেন, আরও বেশি সময় ক্রিজে থাকা উচিত ভারত অধিনায়কের।

রোহিতের উদ্দেশে গাভাসকার প্রশ্ন তুলেছেন, ‘রোহিত কি ২৫-৩০ রান করেই সন্তুষ্ট? এটা কখনোই হওয়া উচিত নয়। আমি ওকে বলব, সাত-আট ওভারের পরিবর্তে যদি ২৫-৩০ ওভার ক্রিজে কাটানো যায়, তাহলে বেশি প্রভাব ফেলতে পারবে।’

টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম দশহাজারি সানি বলেছেন, ‘রোহিতের উচিত আরও বেশি সময় ক্রিজে থাকা। ও যদি অন্তত ২৫ ওভার পর্যন্ত ক্রিজে থাকে, তাহলে ভারত অনায়াসে ১৮০-২০০ রান তুলতে পারবে। যদি তার মধ্যে দুই উইকেটও পড়ে যায়, তাহলেও ৩৫০ রানে পৌঁছোতে কোনও অসুবিধা হবে না বিরাট কোহলিদের।’ তিনি আরও যোগ করেছেন, ‘গত দুই বছর ধরে একই ফর্মুলায় ব্যাটিং করছে রোহিত। এতে কখনও সাফল্য এসেছে। আবার কখনও ব্যর্থ হয়েছে ভারত অধিনায়ক। ও একজন দুর্দান্ত ব্যাটার। রোহিতের মতো প্রতিভা খুব কম ক্রিকেটারের আছে। তাই আমার মতে, ওর উচিত ক্রিজে বেশিক্ষণ থাকার দিকে নজর দেওয়া।’

রোহিতের ফর্ম নিয়ে প্রশ্ন ওঠার পাশাপাশি অবসর নিয়েও জল্পনা ছড়িয়েছে। টি২০ বিশ্বকাপের মতো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পরেই রোহিত-বিরাট একসঙ্গে অবসর নিতে পারেন বলেই ক্রিকেট মহলে জল্পনা চলছে। তবে প্রাক্তন ক্রিকেটার আকাশ চোপড়া বলেছেন, ‘সিদ্ধান্তটা ওদের ওপরই ছেড়ে দেওয়া হোক। তবে অবসর নিলে বিরাট-রোহিতের সামনে টেস্ট ছাড়া কোনও ফর্ম্যাট খোলা থাকবে না।’

এদিকে, নিউজিল্যান্ডকে নিয়ে ভারতকে সতর্ক করেছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার ওয়াসিম জাফর। তিনি বলেছেন, ‘গ্রুপ পর্বের মতো ফাইনালেও নিউজিল্যান্ডকে হারানো সহজ নয়। ওদের দলে ব্যাটিং গভীরতা অনেক। পাশাপাশি মিচেল স্যান্টনার, মাইকেল ব্রেসওয়েল, গ্লেন ফিলিপসের মতো স্পিনার রয়েছে।’

‘মায়ের পরামর্শে’ আরও দায়িত্ব নিতে তৈরি ভেঙ্কটেশ

রবিবারের ফাইনালে এগিয়ে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ মার্চ : অর্থ রোজগার করতে কে না চায়! কিন্তু সবাই কি সফল হয়?

সহজ জবাব, না। বহু মানুষ সারাজীবন পরিশ্রমের পরও কোটি টাকা রোজগার করতে ব্যর্থ হন। অথচ, ভেঙ্কটেশ আইয়ার কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে এক মরশুমের জন্যই পাচ্ছেন ২৩.৭৫ কোটি টাকা। আপনার জীবনে অর্থই কি অনর্থের মূল? আইপিএল নিলামে এত অর্থ পাওয়ার পর রাতে ঠিকমতো ঘুম হচ্ছে তো?

কলকাতায় আজ এক স্পোর্টস কনক্লেভে হাজির হয়েছিলেন কেকেআরের নতুন সহ অধিনায়ক ভেঙ্কটেশ। সেখানেই তাঁকে এমন প্রশ্নের সামনে পড়তে হল। এমন প্রশ্ন শুনে প্রথমে চওড়া হাসি নিয়ে নাইটদের নয়া সহ অধিনায়ক বলে দিলেন, ‘এত অর্থ পেলে কে না খুশি হবে বলুন তো? মাঝেমধ্যে নিজের ব্যাংক ব্যালেন্সের দিকে তাকালে দারুণ ভালো লাগে।’ এই পর্যন্ত বলে একটু থামলেন। তারপরই নিজের মায়ের দেওয়া পরামর্শের প্রসঙ্গ টেনে আনলেন ভেঙ্কি। বলে দিলেন, ‘আইপিএলে আমি নতুন নই। কিন্তু এবারের নিলামে এত অর্থ পাওয়ার পর আমার মা আমায় বলেন, কেকেআর তোমার উপর ভরসা করেছে। আস্থা দেখিয়েছে। অর্থও দিয়েছে। এবার তোমার কাজ হল নিজের দায়িত্ব পালন করা। নাইটদের জার্সিতে দলের দায়িত্ব পালনে আমি তৈরি।’

আজ সন্ধ্যাতেই কলকাতা ছেড়ে দিল্লি চলে গেলেন ভেঙ্কটেশ। দিন কয়েকের মধ্যেই কেকেআরের শিবির শুরু হলে ফের আসবেন ইডেন গার্ডেন্সে। তার আগে আজিঙ্কা রাহানের ডেপুটি বলে দিলেন, ‘অর্থ জীবনে প্রয়োজন। সেটা একটা দিক। তার চেয়েও বড় বিষয় হল দায়িত্ব। নাইট জার্সিতে সবরকম দায়িত্ব পালনের জন্য আমি তৈরি।’ রাহানেকে কেকেআরের অধিনায়ক ঘোষণার আগে দলের নেতা হিসেবে ভেঙ্কির নামই ভাসছিল। বাস্তবে সেটা হয়নি। তার জন্য মনের মধ্যে কোনও দুঃখ নেই তাঁর। ভেঙ্কির কথায়, ‘শেষবারের চ্যাম্পিয়ন দলের বেশ কয়েকজনকে ধরে রাখা হয়েছিল আগেই। পরে নিলামের আসর থেকেও বেশ কয়েকজনকে দলে নেওয়া হয়েছে। স্পষ্ট বলছি, আমরা শেষবারের চ্যাম্পিয়ন, এমন কোনও তকমা নিয়ে দল হিসেবে আমরা মাঠে নামতে চাই না। কারণ, এবারের আইপিএলে সবই আবার শূন্য থেকে শুরু করতে হবে।’ দলের স্বার্থে যে কোনও পজিশনে ব্যাটিংয়ের জন্যও তিনি তৈরি বলে জানিয়েছেন ভেঙ্কি। তাঁর কথায়, ‘দ্রুত সবকিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে মাঠে সেরাটা দেওয়ার স্কিলটা আমার জানা। সেভাবেই নিজেকে তৈরি রাখছি।’

২২ মার্চ থেকে ইডেনে শুরু আইপিএল। তার আগে এখন ক্রিকেট দুনিয়ার নজর রবিবারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফাইনালের দিকে। ফাইনালে কোন দলকে ফেভারিট বলে মনে হচ্ছে? ভেঙ্কটেশের অনায়াস জবাব, ‘ভারত অবশ্যই ফেভারিট। দল হিসেবে অনেক গোছানো ক্রিকেট খেলছে রোহিত ভাইরা। রবিবার নিউজিল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন হলে অবাকই হব।’

হেনরিকে পাওয়ার আশায় স্টিড

বরুণই কাঁটা, মানছেন কিউয়ি কোচ

দুবাই, ৭ মার্চ : তিন ম্যাচের ওডিআই কেরিয়ার এখনও পর্যন্ত। কিন্তু তাতেই হইচই ফেলে দিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী। চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ৭ উইকেট নিয়ে সর্বাধিক উইকেট শিকারিদের তালিকায় তিন নম্বরে রয়েছেন তিনি। চলতি টুর্নামেন্টে ৩৩ বছরের বরুণ এতটাই প্রভাব ফেলেছেন যে, ফাইনালে তাঁকেই সবচেয়ে বড় কাঁটা মনে করছেন নিউজিল্যান্ডের কোচ গ্যারি স্টিড।

গ্রুপ পর্বে ৪২ রানে ৫ উইকেট নিয়ে বরুণ একাই কিউয়িদের থামিয়ে দিয়েছিলেন। যা নিশ্চিতভাবেই মনে আছে স্টিডের। তাই বরুণ-ফ্যাক্টরকে মাথায় রেখেই খেতাবি লড়াইয়ের স্ট্র্যাটেজি তৈরিতে ব্যস্ত কিউয়ি শিবির। ভারতের মতো নিউজিল্যান্ডও শুক্রবার থেকে ‘ফাইনাল’ প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। দলের অনুশীলনের ফাঁকে কিউয়ি কোচ স্টিড বলেছেন, ‘বরুণ ভালো বোলার। চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছে। দুবাইয়ের পিচ কীরকম আচরণ করে, সেখানে বরুণ কতটা প্রভাব ফেলতে পারে আমাদের মাথায় রাখতে হবে। আমাদের বিরুদ্ধে ৪২ রানে ৫ উইকেট নিয়েছিল। তাই বরুণকে হালকাভাবে নেওয়ার উপায় নেই। ওর বিরুদ্ধে সঠিক পরিকল্পনা করেই নামব আমরা।’

সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দুটি উইকেট পেলেও ট্রাভিস হেডকে শুরুতেই তুলে নিয়ে ভারতীয় সমর্থকদের ‘মাথাব্যথা’ কমান গৌতম গম্ভীরের তুরুপের টেক্কা বরুণ। বিশেষজ্ঞরাও মনে করছেন, ফাইনালে বরুণের স্পিন সামলানো কিউয়ি ব্যাটারদের জন্য সহজ হবে না। স্টিডের কথায়, ‘যে কোনও দলে বরুণের মতো রিস্ট স্পিনার থাকলে প্রতিপক্ষের কাজ কঠিন হয়ে যায়। ব্যাটাররা তখন এই ধরনের স্পিন সামলানোর রাস্তা খুঁজতে থাকে। আমার মতে, বরুণকে দিনের আলোয় খেলা কিছুটা সহজ। ফ্লাডলাইটে আরও বেশি ভয়ংকর হয়ে ওঠে। তবে ও বিশ্বমানের বোলার। আমাদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই নিজের দক্ষতা দেখিয়েছে। ফাইনালে বরুণই আমাদের জন্য বড় কাঁটা হতে চলেছে। ওকে নিয়ে আলাদাভাবে ভাবতেই হবে।’

রাচিন রবীন্দ্র-কেন উইলিয়ামসনের শতরানে সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাতে অসুবিধা হয়নি নিউজিল্যান্ডের। তবে কিউয়ি শিবিরে চিন্তার জায়গা দলের প্রধান পেসার ম্যাট হেনরির চোট। প্রোটিয়া ম্যাচে ক্যাচ ধরতে গিয়ে কাঁধে চোট পান হেনরি। তাঁর ফাইনালে নামা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন রয়েছে। তবে দলের সেরা পেসারকে রবিবারের খেতাবি যুদ্ধে পাওয়ার আশায় স্টিড। বলেছেন, ‘পজিটিভ দিক হল, চোট পাওয়ার পরও হেনরি দুই ওভার বোলিং করেছিল। কিন্তু ওর কাঁধ এখনও ফুলে রয়েছে। বেশকিছু স্ক্যান হয়েছে। আশা করি, হেনরিকে আমরা ফাইনালে পাব। ওকে মাঠে নামানোর সবরকম চেষ্টা জারি রয়েছে। হেনরি একান্তই না পারলে জ্যাকব ডাফি বা নাথান স্মিথ খেলবে।’

ফুরফুরে মেজাজে ফাইনালের প্রস্তুতিতে বরুণ চক্রবর্তী, বিরাট কোহলি, লোকেশ রাহুলরা।

নাইট সমর্থকদের হৃদয়ে গম্ভীর

কলকাতা, ৭ মার্চ : গতবার মেন্টর হয়ে কলকাতা নাইট রাইডার্সে ফেরেন গৌতম গম্ভীর। মাত্র এক মরশুম কাজ করেও ছাপ রেখে গিয়েছেন। খরা কাটিয়ে কেকেআরের তৃতীয় আইপিএল ট্রফি জয়ের নেপথ্য নায়কও তিনিই। দরজায় কড়া নাড়ছে আরও একটা আইপিএল। প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে নাইট রাইডার্স। গম্ভীরের ছেড়ে যাওয়া আসনে বসেছেন ডোয়েন ব্রাভো। কিন্তু কেকেআরের সঙ্গে গোতির আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। নাইট কর্ণধার শাহরুখ খান সেটাই মনে করেন।

শাহরুখ বলেছেন, ‘গম্ভীরের সঙ্গে কেকেআরের সম্পর্ক আজকের নয়। তাই আমি কখনই মনে করিনি ও আমাদের দল ছেড়ে গিয়েছে। কিছু মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বটা এরকমই হয়। আমার কাছে গম্ভীর তাদেরই একজন।’ নাইট সাজঘরে গোতির প্রত্যাবর্তন নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আবেগে ভরে উঠল কিং খানের গলা। বললেন, ‘কেকেআরে ওর ফেরাটা খুব জরুরি ছিল। তাই গম্ভীরের ফেরার খবর যখনই নিশ্চিত হয়, তখনই আমি সামাজিক মাধ্যমে তা জানিয়ে দিই।’

মোহনবাগানের পয়েন্ট মনে নেই মোলিনার

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ মার্চ : যে ম্যাচটা হওয়ার কথা ছিল চ্যাম্পিয়নশিপের, সেটাই এই মুহূর্তে গুরুত্বহীন।

শুরুটা নড়বড়ে হলেও শেষদিকে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে ক্রমাগত টক্কর দিয়ে গেছে এফসি গোয়া। মাঝে পরপর দুই ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নষ্ট করায় তো সবুজ-মেরুন সমর্থকদের কপালে চিন্তার ভাঁজও পড়তে শুরু করে। সমর্থকদের ওই চিন্তাক্লিষ্ট মুখই সম্ভবত তাতিয়ে তোলে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা অ্যান্ড কোং-কে। যার ফলস্বরূপ দুই ম্যাচ বাকি থাকতেই চ্যাম্পিয়নের তকমা গায়ে শেষ ম্যাচ খেলতে নামছে মোহনবাগান। এই ম্যাচের পরই শিল্ড হাতে তুলে দেওয়া হবে দলের। কিন্তু মোলিনা আবার এসব নিয়ে ভাবতেই নারাজ। অন্য যে কোনও কোচ হলে এতক্ষণে ক্লাউড নাইনে পৌঁছে যেতেন। তিনি সেখানে আবার শেষ ম্যাচ কীভাবে জিতে শেষ করা যায়, কত পয়েন্ট পেলে আরও ভালো হবে, এসব নিয়ে ভাবতে ব্যস্ত। তাঁর দল কত পয়েন্টে দাঁড়িয়ে? কাছাকাছি হলেও সংখ্যাটা ভুলই বললেন সাংবাদিক সম্মেলনে। তাঁর দল ৫৩ পয়েন্টে পৌঁছে গেছে শুনে বেশ খুশি খুশি হয়ে মন্তব্য করেন, 'তাই নাকি! তাহলে তো বেশ ভালো। কিন্তু শনিবার জিততে পারলে আরও ভালো জায়গায় যাওয়া যাবে। আর আমাদের সেই চেষ্টাই করা উচিত।'

আসলে এফসি গোয়া ম্যাচ হয়তো তাঁর কাছে খানিকটা হলেও প্রতিশোধের ম্যাচও। গোয়ায় গিয়ে মানোলো মার্কুয়েজের বিপক্ষে হারটা হয়তো মন থেকে মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে একদা স্পেনের স্পোর্টিং ডিরেক্টরের পদে বসে থাকা ভদ্রলোকের। তাই এদেশের ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি যদি স্পোর্টিং ডিরেক্টর হতেন তাহলে কী করতেন প্রশ্ন করলে সরাসরি জানিয়ে দেন, 'আমি কেন বলব? আমি মোহনবাগানের কোচ। এদেশের স্পোর্টিং ডিরেক্টর নই।' অর্থাৎ মানোলোর শুধু ক্লাব স্তরে নয়, দেশের কোচ হিসাবেও কোনও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় তিনি নেই। বরং জাতীয় শিবিরে যাতে ফুটবলারদের চোট-আঘাত না আসে সেদিকে কোচের দৃষ্টি থাকবে বলে খানিক যেন হুঁশিয়ারিই দিয়ে ফেললেন, 'ফুটবলারদের যাতে চোট না হয় সেদিকে মানোলো নজর দেবে বলে আশা করছি।' ওই ম্যাচে হারের শোধ নিতে তাই মুম্বই সিটি এফসির মতো পরীক্ষানিরীক্ষায় না গিয়ে সেরা দলই নামাবেন বলে নিজেই জানিয়ে দেন, 'গোয়ার শক্তিশালী দল। তাই ওদের বিপক্ষে সেরা দলই নামাব। কারণ ম্যাচটা জিততে হবে আমাদের।' মানোলোও যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে বলেছেন, 'একটা ক্লাব যারা সব দলের বিপক্ষে গোল পেয়েছে এবং সবথেকে কম গোল খেয়েছে তাদের তো সমীহ করতেই হবে।' এই ম্যাচ জিতলে এবারে অনেক রেকর্ডের মতো আরও একটা রেকর্ড গড়বে মোহনবাগান। ভারতীয় ফুটবলে প্রথম দল হিসাবে লিগে ১০০০ পয়েন্টে পৌঁছানোর গৌরব অর্জন করবে তারা।

এই ম্যাচে কিছু কার্ড সমস্যা রয়েছে। লেফট ব্যাকে শুভাশিস বসুর জায়গায় হয়তো আশিক কুরনিয়ান খেলবে। জেমি ম্যাকলারেনের তিনটি কার্ড বলে তাঁকে নকআউট পর্যায়ের জন্য বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছে। নিয়ম হল লিগের শেষ ম্যাচে চতুর্থ কার্ড দেখলে তাঁকে বসতেই হত প্রথম দফার সেমিফাইনালে। কিন্তু না খেললে সেমিফাইনাল থেকে পুরোনো কার্ড আর গণ্য হবে না। এছাড়াও মাঝমাঠে অভিষেক সূর্যবংশী ও দীপক টাংরি নেই। তবে অনিরুদ্ধ থাপা চোট সারিয়ে ফেলায় সমস্যা নেই।

সবমিলিয়ে নিজেদের ঘরের মাঠে অপরাজিত থাকার রেকর্ড ধরে রাখার পাশাপাশি নকআউটের জন্য আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নেওয়াই এই ম্যাচ থেকে একমাত্র লক্ষ্য মোহনবাগানের।

আইএসএলে আজ

নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি বনাম ইস্টবেঙ্গল এফসি
সময় : বিকাল ৫টা, **স্থান :** শিলং

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম এফসি গোয়া
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিওহটস্টার

রিল্যাক্সড মুডে জেমি ম্যাকলারেন। শুক্রবার কলকাতায় ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

> গোয়ার শক্তিশালী দল। তাই ওদের বিপক্ষে সেরা দলই নামাব। কারণ ম্যাচটা জিততে হবে আমাদের।
>
> **হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা**

শিল্ড প্রদান অনুষ্ঠান আজ

সিনিয়ারদের সঙ্গে মঞ্চে বাগানের জুনিয়াররাও

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ মার্চ : মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের কড়া হেড কোচ সরাসরি নাকচ করেছেন শিল্ড জয়ের শেষ ম্যাচ ঘিরে বাড়তি উৎসব পালনের প্রস্তাব। তাই স্টেডিয়াম ঘিরে সাজগোজ থাকলেও, শনিবার বাড়তি কোনও আয়োজন করছে না সবুজ-মেরুন ম্যানেজমেন্ট।

হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার এই কড়া মানসিকতার জন্যই সম্ভবত সাজঘরের নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাত থেকে কখনও বেরিয়ে যায়নি। বরং দলে সুযোগ না পেয়েও দিমিত্রিস পেত্রাতোস অপেক্ষা করছেন এবং সঠিক দিনে নিজেকে মেলে ধরতে পেরেছেন। যা মানছেন দিমি নিজেও, 'আমাদের মাঠে এবং মাঠের বাইরে প্রত্যেকের মধ্যে দারুণ সম্পর্ক। আর আমাদের সাফল্যে এটার বিরাট ভূমিকা আছে। আর এটার জন্যই হয়তো আমি তিন বছর ধরে এখানে আছি।' শেষ ম্যাচের গুরুত্ব না থাকলেও তাই কোচের মতোই দিমিও বলছেন, 'দল কীভাবে খেলবে, কাকে খেলাবেন, সেসব কোচের ভাবনা। কিন্তু আমাদের কাজ হল মাঠে নেমে খেলাটা উপভোগ করা এবং নিজেদের সেরাটা মেলে ধরা। সমর্থকদের জন্যই প্রতিটি ম্যাচ জিততে চাই আমরা।' সবকিছুই যে কোচ নিজে নিয়ন্ত্রণ করেন, সেটা আড়ালে বলছেন ম্যানেজমেন্টের লোকজনও। তিনি নকআউট ট্রফি জয়ের জন্য সবকিছু তুলে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই গতবারের মতো ঘোড়ার গাড়ি-টারি বাতিল। কোচের মন্ত্র একটাই, 'মাঠে এসো, খেলো এবং জেতো।' তবে শিল্ড প্রদানের মঞ্চে ম্যাচের শেষে ক্লাবের সবক'টা বয়সভিত্তিক দলকে ডাকা হচ্ছে। ওই বাচ্চা ছেলেরা এসে শুভাশিস বসুদের হাতে ট্রফি দেখে যাতে স্বপ্ন দেখা শুরু করতে পারে, সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত। এছাড়া মূল গেট থেকে স্টেডিয়াম চত্বরের পুরোটাই আলো দিয়ে সাজানো হবে। আসছেন প্রচুর সংখ্যায় অতিথিও। যার মধ্যে এআইএফএফ, রাজ্যের নেতা-মন্ত্রী, এফএসডিএলের কর্তারাও থাকবেন বলে এদিন জানানো হল।

৬২ হাজার টিকিট বাজারে ছাড়া হয়েছে। যার মধ্যে রাত পর্যন্ত হাজার খানেক পড়ে আছে বলে খবর। অর্থাৎ মোলিনা না চাইলেও শনিবাসরীয় রাতটা সমর্থকরা আনন্দ-উচ্ছ্বাসে উদযাপন করতে ইতিমধ্যেই তৈরি।

> দল কীভাবে খেলবে, কাকে খেলাবেন, সেই সব কোচের ভাবনা। কিন্তু আমাদের কাজ হল মাঠে নেমে খেলাটা উপভোগ করা এবং নিজেদের সেরাটা মেলে ধরা। সমর্থকদের জন্যই প্রতিটি ম্যাচ জিততে চাই আমরা।
>
> **দিমিত্রিস পেত্রাতোস**

অনুশীলন সেরে ফিরছেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস ও মনবীর সিং। ছবি : ডি মণ্ডল

কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু ডোম্মারাজু গুকেশের হাতে তুলে দেওয়া হল ইস্টবেঙ্গলের জার্সি।

আজ রিজার্ভ বেঞ্চ নিয়েই তিন পয়েন্ট চান বিনো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ মার্চ : চলতি আইএসএল থেকে ইস্টবেঙ্গলের কিছু পাওয়ার নেই, কিছু হারানোরও নেই। তাগিদ পয়েন্ট টেবিলে যতটা সম্ভব ভালো জায়গায় শেষ করা। লাল-হলুদের কাছে এখন তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে টিকে থাকা।

চ্যালেঞ্জ লিগ প্রথম লেগের কোয়ার্টার ফাইনালে ঘরের মাঠে এফকে আর্কাদাগের কাছে হারতে হয়েছে। তাই ফিরতি লেগের গুরুত্ব ইস্টবেঙ্গলের কাছে আরও বেশি। জিততে না পারলে এএফসি-র আশাও শেষ হয়ে যাবে। তবে খেলতে হবে আর্কাদাগের মাঠে, অপরিচিত পরিবেশে। তাই সেখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে খানিক আগেই তুর্কমেনিস্তান উড়ে যাচ্ছে লাল-হলুদ ব্রিগেড। শনিবার সকালেই কলকাতা থেকে মুম্বই রওনা হবে দল। সেখান থেকে দুবাই হয়ে আশগাবাত। সেখান থেকে আবার আর্কাদাগের যে মাঠে খেলা হবে তার দূরত্ব প্রায় ৩০ কিলোমিটার। জানা গিয়েছে রবিবার বিশ্রাম নিয়ে সোমবার প্রস্তুতিতে নামবে ইস্টবেঙ্গল।

শনিবারই আবার আইএসএলে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিরুদ্ধে ম্যাচ ইস্টবেঙ্গলের। দুই দলের কাছে ম্যাচটা নেহাতই নিয়মরক্ষার। ফলে লাল-হলুদের প্রথম সারির খেলোয়াড়দের নিয়ে অস্কার ব্রুজোঁ যখন তুর্কমেনিস্তান উড়ে যাবেন, তখন রিজার্ভ বেঞ্চের ফুটবলারদের নিয়েই নর্থইস্ট ম্যাচের ঘুঁটি সাজাচ্ছেন তাঁর সহকারী বিনো জর্জ। একমাত্র বিদেশি হিসাবে দলের সঙ্গে গিয়েছেন ক্লেইটন সিলভা। সিনিয়ার দলের ফুটবলার বলতে ডেভিড লালহালানসাঙ্গা। এছাড়া জেসিন টিকে, মার্ক জোথানপুইয়া, আমান সিকেরা রয়েছেন। যদিও বিনো বলেছেন, 'তিন পয়েন্টই আমাদের লক্ষ্য। পরিস্থিতির জন্য বেঞ্চের প্লেয়ারদের খেলাতে হবে। এটা কোনও সমস্যাই নয়।' একইসঙ্গে লাল-হলুদ কোচের সংযোজন, 'এটা ওদের প্রমাণ করার মঞ্চ। এখন দেখার ওরা নিজেদের কতটা মেলে ধরতে পারে।' আসলে সুপার কাপের আগে রিজার্ভ বেঞ্চকে দেখে নেওয়ার এটাই সুযোগ ইস্টবেঙ্গলের কাছে। উলটোদিকে সুপার সিক্সে জায়গা করে নেওয়া নর্থইস্টও এই ম্যাচে প্লে-অফ পর্বের প্রস্তুতি সেরে রাখতে চাইবে। এদিকে লাল-হলুদের যে ফুটবলাররা শিলং গিয়েছেন কোচ বিনো সহ তাদের বেশ কয়েকজন রবিবার তুর্কমেনিস্তানের উদ্দেশে রওনা হবেন বলে খবর।

১৬ মাস পর জাতীয় দলে নেইমার

রিও ডি জেনেইরো, ৭ মার্চ : চোট সারিয়ে মাঠে ফিরেছেন। ফিরেছেন ছেলেবেলার ক্লাব স্যান্টোসে। গোলও করছেন। এবার ব্রাজিল জাতীয় দলেও ফিরলেন নেইমার।

২০২৩ সালের অক্টোবরে সেই যে চোটের কবলে পড়েছিলেন, তারপর থেকেই জাতীয় দলের বাইরে নেইমার। কেটে গিয়েছে প্রায় ১৬ মাস। তবে ডোরিভাল জুনিয়ারের দল বারবারই তাঁর অভাব বোধ করেছে। ২০২৬ বিশ্বকাপ আঞ্চলিক বাছাই পর্বের দক্ষিণ আমেরিকা বিভাগে ব্রাজিলের অবস্থান পাঁচ নম্বরে। এদিকে মার্চের আন্তর্জাতিক বিরতিতে কলম্বিয়া ও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে দুইটি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। ওই দুই ম্যাচের জন্য ঘোষিত প্রাথমিক স্কোয়াডে নেইমার ছিলেনই। এবার চূড়ান্ত দলেও জায়গা করে নিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে ব্রাজিল কোচ ডোরিভাল বলেছেন, 'নেইমার ছন্দে ফেরার চেষ্টা করছে। ওর দক্ষতা নিয়ে কখনই আমাদের কারও সংশয় ছিল না। আর ব্রাজিল দলের কাছে, সতীর্থদের কাছে নেইমার কী তা আলাদা করে বলার প্রয়োজন পড়ে না।'

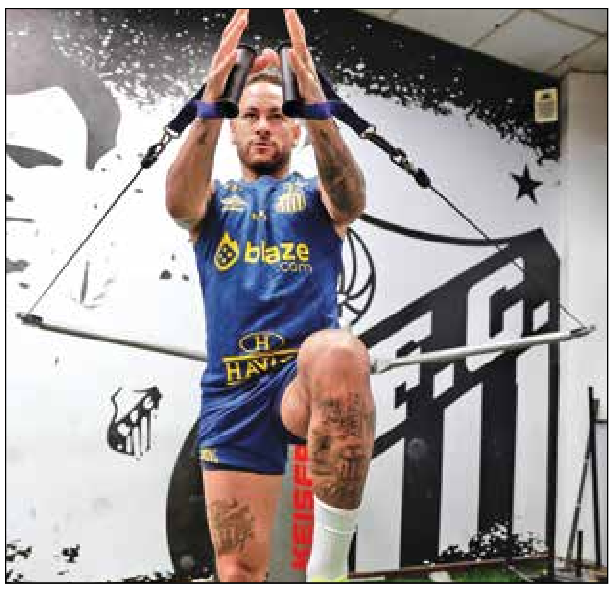

কসরত করে শক্তি বাড়িয়ে নিচ্ছেন নেইমার।

নেইমার ছন্দে ফেরার চেষ্টা করছে। ওর দক্ষতা নিয়ে কখনই আমাদের কারও সংশয় ছিল না। আর ব্রাজিল দলের কাছে, সতীর্থদের কাছে নেইমার কী তা আলাদা করে বলার প্রয়োজন পড়ে না।

ডোরিভাল জুনিয়ার
ব্রাজিলের কোচ

ব্রাজিলের স্কোয়াড

গোলরক্ষক
অ্যালিসন বেকার, এডেরসন, বেন্টো।

ডিফেন্ডার
ড্যানিলো, মার্কুইনোস, গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েস, এডের মিলিটাও, গুইলহেরমে আরানা, ওয়েসলি, ভ্যানডারসন, লিও ওর্টিস, মুরিল্লো।

মিডফিল্ডার
রাফিনহা, ব্রুনো গুইমারেজ, লুকাস পাকুয়েতা, ম্যাথিয়াস কুনহা, আন্দ্রে, এস্তেভাও, গারসন।

স্ট্রাইকার
নেইমার, ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, রডরিগো, স্যাভিনহো, জোয়াও পেদ্রো।

উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগ খেলার ফাঁকে দার্জিলিং ঘুরে গেলেন রিচা ঘোষ।

শুভেচ্ছা
জন্মদিন

বাবা বেদাংশু (বিড্ডু)
তোমার প্রথম শুভ জন্মদিনে এই প্রার্থনা করি ও শুভেচ্ছা জানাই- ভাল মানুষ হও, সমাজের ও দেশের কাজে লাগো-
ডাঃ বিদ্যুৎ বিশ্বাস (বাবা), দীপিকা সরকার (মা)
আত্মীয়স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীগণ

জিতল শংকর ক্লাব

কোচবিহার, ৭ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃক্লাব সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শুক্রবার ধলুয়াবাড়ি শংকর ক্লাব ১৫ রানে আয়োজকদের কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে প্রথমে শংকর ক্লাব ৪০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৯৭ রান তোলে। অনীল পালের অবদান ৫৮ রান। গোবিন্দ রায় ৩১ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে কোচিং ক্যাম্প ৩৯.৩ ওভারে ১৮২ রানে গুটিয়ে যায়। সায়ন সাহা ২৮ রান করেন। ম্যাচের সেরা অর্কজিৎ দত্ত ২৫ রানে ৪ উইকেট পেয়েছেন। শনিবার খেলবে ভারতমাতা ক্লাব ও তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা।

ম্যাচের সেরা অর্কজিৎ দত্ত। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

ফাইনালে রাইডার্স

চালসা, ৭ মার্চ : বাতাবাড়ি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল স্যাটিসফায়েড রাইডার্স। শুক্রবার প্রথম কোয়ালিফায়ারে তারা ৭ উইকেটে এইচএমজেড ওয়ারিয়রকে হারিয়েছে। মিলন সংঘ মাঠে প্রথমে এইচএমজেড ১২ ওভারে ৪ উইকেটে ১২৩ রান তোলে। ২ উইকেট নেন জামশেদ আলি। জবাবের রাইডার্স ৯.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ১২৪ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা জামশেদ আলি ৪৮ রান করেন। শনিবার দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে খেলবে এমবি চ্যালেঞ্জার্স ও রোলিং লায়ন্স।

পুলিশের ভলিবল শুরু

কোচবিহার, ৭ মার্চ : কোচবিহার জেলা পুলিশের ১৪ দলীয় ভলিবল শুক্রবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে নারায়ণী ব্যাটেলিয়ান ২-০ সেটে কোতোয়ালি থানাকে হারিয়েছে। পরের ম্যাচে তুফানগঞ্জ থানা একই ব্যবধানে পুলিশ লাইনের বিরুদ্ধে জয় পায়। পুলিশ লাইনের মাঠে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য।

মণিকা স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : শিলিগুড়ি ভেটারেন্স প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের দপ্তরে বৃহস্পতিবার প্রয়াত অ্যাথলিট মণিকা সিংহের স্মরণসভা হয়। সেখানে সদস্যরা মণিকারা ছবিতে ফুল-মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। সভায় তাঁর খেলোয়াড়ি জীবনের কথা তুলে ধরেন অ্যাসোসিয়েশনের সচিব স্বপনকুমার দে, মণিকার স্বামী নির্মল সিংহ, অমল আচার্য, শুভাশিস ঘোষ, সমীর ভট্টাচার্য, শান্তি সিংহ, নিরঞ্জ মণ্ডল প্রমুখ।

ফাইনালে গ্রিন

জলপাইগুড়ি, ৭ মার্চ : মিলন সংঘের বিধুভূষণ দেব ও রবীন্দ্রনাথ মিত্র ট্রফি মহিলা ফুটবলে ফাইনালে উঠল গ্রিন জলপাইগুড়ি। সেমিফাইনালে তারা ৩-১ গোলে ঘুঘুডাঙ্গা স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়েছে। গোল করেন ম্যাচের সেরা জলপাইগুড়ির প্রমীলা দাস। তাদের বাকি গোল দুইটি জ্যোতি কুমারী ও রীতিকা রায়ের। ঘুঘুডাঙ্গার গোলটি অঞ্জিতা টেক্কার।

জয়ী রাইনোস

মালবাজার, ৭ মার্চ : সংকার সমিতি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে শুক্রবার এসটি ব্রাদার্স ৪ উইকেটে ক্যালটেক্স মোড় রাইনোসকে হারিয়েছে। প্রথমে রাইনোস ১২ ওভারে ৫ উইকেটে ১০৩ রান তোলে। জবাবে এসটি ১০.৪ ওভারে ৬ উইকেটে ১০৪ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা এসটি-র কৃষ্ণা অধিকারী।

ইডেনের টিকিটের দাম বাড়ল
অনলাইনে বিক্রি শুরু হতেই হাহাকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ মার্চ : অপেক্ষার আর দুই সপ্তাহ। রবিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল শেষের পরই ২২ মার্চ থেকে শুরু হতে চলা অষ্টাদশ আইপিএল নিয়ে আগ্রহ আরও বাড়বে।

সেই আগ্রহের রেশটা কেমন হতে পারে, বোঝা গেল আজ। অনলাইনে আজ অষ্টাদশ আইপিএলের প্রথম দিকের কিছু ম্যাচের টিকিট বিক্রির জন্য ছাড়া হয়েছিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেই টিকিট শেষ হয়ে গেল। বাকি পড়ে থাকল অগণিত ক্রিকেটপ্রেমীর টিকিটের চাহিদা। যা হাহাকারে পরিণত হতে সময় লাগেনি।

শেষবারের তুলনায় এবার ইডেন গার্ডেন্স ম্যাচের টিকিটের দাম বেড়েছে। দিন দুয়েক আগে সিএবি-তে ছিল অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠক। সেই বৈঠকের পরই জানা যায়, আসন্ন আইপিএলে টিকিটের ন্যূনতম মূল্য ৭৫০ থেকে বেড়ে ৯০০ হচ্ছে। আজ সকালের দিকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে সেই বর্ধিত মূল্যে অনুমোদন দেওয়া হয়। জানা গিয়েছে, ইডেনে ম্যাচের টিকিটের নয়া মূল্য হল ৯০০, ২০০০, ৩৫০০, ৫০০০, ৬০০০ ও ১০০০০। আইপিএলের হসপিটালিটি বক্সের টিকিটও আরও মহার্ঘ হয়েছে।

যদিও টিকিটের দাম বাড়লেও ক্রিকেটপ্রেমীদের তাতে কুছ পরোয়া নেই। বরং ২২ মার্চের ইডেনে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচের টিকিটের জন্য এখন থেকেই হাহাকার চরমে। আজ বিকেলের দিকে সিএবি-র এক কর্তা বলছিলেন, 'ইডেনে কেকেআর বনাম আরসিবি-র পাশে আরও কয়েকটি ম্যাচ নিয়ে উন্মাদনা চরমে যাবে। মিলিয়ে নেবেন আমার কথা।'

জয় পেল চেলসি

কোপেনহেগেন, ৭ মার্চ : উয়েফা কনফারেন্স লিগের শেষ ষোলোর ম্যাচে প্রথম লেগে জয় পেল চেলসি। তারা ২-১ গোলে হারিয়েছে এফসি কোপেনহেগেনকে। ৪৬ মিনিটে রিস জেমস গোল করেন। ৬৫ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান এনজো ফার্নান্ডেজ। কোপেনহেগেনের হয়ে একটি গোলশোধ করেন গ্যাব্রিয়েল পেরেইরা।

গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান

কলকাতা, ৭ মার্চ : অনূর্ধ্ব-১৫ এআইএফএফ সাব-জুনিয়ার লিগে গ্রুপ 'এ'-তে চ্যাম্পিয়ন হল মোহনবাগান। তারা শুক্রবার ৬-২ গোলে হারিয়েছে বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমিকে। এইবারের গ্রুপপর্বে দশটি ম্যাচ খেলে সবক'টিতেই জিতেছে তনুময় বসুর ছেলেরা। এবার তারা পরবর্তী পর্বে খেলবে। গ্রুপে রানার্স হয়ে পরবর্তী পর্বে গিয়েছে লাল-হলুদও। এদিন তারা ৭-১ গোলে হারিয়েছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে। দশ ম্যাচে লাল-হলুদের সংগ্রহ ১৬ পয়েন্ট।

ড্র করল দুই প্রধান

কলকাতা, ৭ মার্চ : ডেভেলপমেন্ট লিগের ম্যাচে গারোওয়াল হিরোজের বিরুদ্ধে ২-২ গোলে ড্র করেছে মোহনবাগান। বাগানের হয়ে গোল করেন রাজ বাসফোর ও বিনয় মুরগোদ। গারওয়ালের হয়ে জোড়া গোল নীলিম কুমারের। এদিকে অপর ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল ১-১ গোলে ড্র করেছে সুদেবা দিল্লির বিরুদ্ধে। লাল-হলুদের হয়ে গোল করেন শিজাশ টিপি। সুদেবার গোলদাতা সুমিত।

গোল করলেও ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে জেতাতে পারলেন না জোশুয়া জির্কজি। বৃহস্পতিবার রাতে রিয়াল সোসিয়েদাদের বিরুদ্ধে।

অপরাজিত থেকেও চাপে রুবেনের দল

সান সেবাস্তিয়ান, ৭ মার্চ : ইউরোপা লিগে অপরাজিত দৌড় বজায় থাকল। তবে শেষ ষোলোর প্রথম লেগে রিয়াল সোসিয়েদাদের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করায় ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের চাপও বাড়ল।

এফএ কাপ থেকে লাল ম্যাঞ্চেস্টারের বিদায়ঘণ্টা বেজে গিয়েছে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগেও কোনও আশা নেই। ভরসা একমাত্র ইউরোপা লিগ। তবে বৃহস্পতিবার রাতে সোসিয়াদাদের সঙ্গে ম্যাচ ড্র করে ইউনাইটেড। প্রথমার্ধে দুই দল সমান তালে চেষ্টা করে গেলেও গোলমুখ খোলেনি। ৫৭ মিনিটে দুর্দান্ত গোলে লাল ম্যাঞ্চেস্টারকে এগিয়ে দেন জোশুয়া জির্কজি। তবে ব্রুনো ফার্নান্ডেজের একটা ভুল ম্যাচে ফেরায় সোসিয়েদাদকে। পেনাল্টি পায় স্প্যানিশ ক্লাবটি। তা থেকে গোল করেন ওয়ারজাবাল।

ম্যাচ ড্র করার পর মিশ্র প্রতিক্রিয়া ম্যাঞ্চেস্টার কোচ রুবেন অ্যামোরিমের। তিনি বলেছেন, 'সোসিয়েদাদ পেনাল্টি পাওয়ার আগে পর্যন্ত আমরা যথেষ্ট ভালো খেলেছি। শেষ মিনিট কুড়ি আমাদের ক্লান্ত দেখাল। সেই সুযোগটাই ওরা কাজে লাগিয়েছে।' তাঁর সংযোজন, 'কোথাও হয়তো একটা সমস্যা হচ্ছে। সবাই সেরাটা দিচ্ছে, জিততে চাইছে। তবুও কোনও একটা জায়গায় কমতি থেকেই যাচ্ছে।' ঘরের মাঠে ফিরতি লেগে নামার আগে সেই সমস্যার জায়গাটাই খুঁজে বের করতে চান অ্যামোরিম।

> সোসিয়েদাদ পেনাল্টি পাওয়ার আগে পর্যন্ত আমরা যথেষ্ট ভালো খেলেছি। শেষ মিনিট কুড়ি আমাদের ক্লান্ত দেখাল। সেই সুযোগটাই ওরা কাজে লাগিয়েছে। কোথাও হয়তো একটা সমস্যা হচ্ছে। সবাই সেরাটা দিচ্ছে, জিততে চাইছে। তবুও কোনও একটা জায়গায় কমতি থেকেই যাচ্ছে।
>
> **রুবেন অ্যামোরিম**

শিলিগুড়িতে মেয়েদের ইউনিফর্ম কোচিংয়ে সায় দিলেন স্নেহাশিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি, ৭ মার্চ : ঋদ্ধিমান সাহা-রিচা ঘোষের শহর হলেও শিলিগুড়ির ক্রিকেট পরিকাঠামো নিয়ে বর্তমান সময়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। তারপরও বিভিন্ন বয়সসীমা মিলিয়ে শিলিগুড়ি এবার চারটি আন্তঃজেলা প্রতিযোগিতা পেয়েছে। শুক্রবার শিলিগুড়ি সফরে এসে বাস্তবটা নিজের চোখ দেখে নিতে চাইলেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠ দেখে সন্ধেবেলায় তিনি কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ দপ্তরে এসেছিলেন। সেখানেই ছেলেদের মতো মেয়েদের বয়সসীমার ইউনিফর্ম কোচিংয়ে সায় দিয়ে গিয়েছেন। একইসঙ্গে বেঙ্গল প্রো লিগে শিলিগুড়ির খেলোয়াড় বাড়ানোর ব্যাপারেও তাঁকে উৎসাহী মনে হয়েছে। পরিষদের কর্মকর্তাদের সঙ্গে স্নেহাশিসের আলোচনার সময় উপস্থিত ছিলেন মেয়র গৌতম দেবও। সিএবি সভাপতিকে তিনি ক্রিকেট পরিকাঠামোর উন্নতি নিয়ে আশ্বস্ত করেছেন বলে জানা গিয়েছে।

আলোচনার মাঝে পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী তাঁর কাছে ছেলেদের মতো মেয়েদেরও বয়সসীমা ইউনিফর্ম কোচিং শুরুর আবেদন রাখেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাতে সবুজ সংকেত দিয়ে সিএবি সভাপতি ঘোষণা করেছেন আগামী মরশুম থেকেই তা চালু করার। গত বছর বেঙ্গল প্রো লিগে পুরুষদের বিভাগে শিলিগুড়ি থেকে মাত্র একজন সুযোগ পেয়েছিল। মহিলাদের বিভাগে সংখ্যাটা ছিল ৭। ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মার আর্জি ছিল আসন্ন মরশুমে সেই সংখ্যা বাড়ানোর। এজন্য প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের খোঁজ দেওয়ার দায়িত্ব স্নেহাশিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুদীপ বসুকে দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

জলপাইগুড়িতে ছোটদের সঙ্গে স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। -অনীক চৌধুরী

খোঁজ নিলেন জলপাইগুড়িরও

সিএবি সভাপতি হিসেবে স্নেহাশিস প্রথমবার জলপাইগুড়ি এসে শুক্রবার জেলা ক্রীড়া সংস্থা এবং ক্লাবগুলোর সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করলেন। এদিন বিকেলে সিএবি-র জেলা কমিটি সদস্য সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ প্রবীর চক্রবর্তী এবং সিএবি-র সদস্য রক্তিম বণিককে সঙ্গে নিয়ে জেলা ক্রীড়া সংস্থার দপ্তরে আসেন তিনি। স্নেহাশিসের কাছে সংস্থার নিজস্ব মাঠ, বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গনের একটি অংশে ক্রিকেট সহ অন্যান্য খেলার জন্য ছাড়পত্রের ব্যবস্থা, এসি কলেজের মাঠে ক্রিকেটে পিচের জন্য মাটি, বাউন্ডারি রোপ এবং এক টনের একটি রোলার চাওয়া হয়। সিএবি সভাপতি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। স্নেহাশিস এদিন টাউন ক্লাব, এসি কলেজ এবং বিশ্ব বাংলার মাঠ ঘুরে দেখেন। পরে সাংবাদিকদের স্নেহাশিস বলেছেন, 'জেলা থেকে প্রচুর প্রতিভা রাজ্যস্তরে উঠে আসছে। আমরা তাদের নারচারও করছি। জেলাস্তরে প্রতিভা তুলে আনতে বয়সভিত্তিক বেশকিছু টুর্নামেন্ট করছি, সেখান থেকেও নতুন প্রতিভা উঠে আসছে।'

সুমিত মহন্তকে সংবর্ধনা দিচ্ছে ফকিরগঞ্জের কৃষ্ণপুর স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল ক্লাব। ছবি : বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

সুমিতকে সংবর্ধনা

কুমারগঞ্জ, ৭ মার্চ : 'গ্রামের ছেলে সোনাইকে জানাই অভিনন্দন'- এভাবেই শুক্রবার নিজের গ্রামে সংবর্ধিত হলেন বাংলার রনজি ট্রফি দলের সদস্য সুমিত মহন্ত। দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জ ব্লকের সীমান্তবর্তী গ্রাম সমজিয়ার সুমিত জেলার প্রথম ক্রিকেটার রনজি ট্রফিতে সুযোগ পেয়েছিলেন। বর্তমানে বালুরঘাটের বাসিন্দা হলেও সুমিতের আদি বাড়ি সমজিয়া গ্রামে। শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত গ্রামে সংবর্ধনা পেয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন সুমিত। বলেছেন, 'ছোটবেলায় স্কুল ছুটি পেলেই সমজিয়ায় আসতাম, এখানকার বন্ধুদের সঙ্গে খেলতাম। আজ নিজ গ্রামের মানুষদের থেকে এমন সম্মান পেয়ে দারুণ লাগছে। এখনও অনেক পথ বাকি। আরও ভালো খেলে জেলার নাম উজ্জ্বল করতে চাই।'

এদিন ফকিরগঞ্জের কৃষ্ণপুর স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল ক্লাবের তরফে প্রথমে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেখানে সুমিত এক প্রীতি ম্যাচেও অংশ নেন। এরপর সমজিয়া বাসস্ট্যান্ডে সুমিতকে সংবর্ধনা দেয় সমজিয়া তরুণ সংঘ ও পল্লি পাঠাগার।

রজতের শতরান

বালুরঘাট, ৭ মার্চ : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে শুক্রবার দ্য গ্রিন ভিউ স্কুল অফ ক্রিকেট ১৬১ রানে বালুরঘাট টাউন ক্লাবকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে গ্রিন ভিউ টসে জিতে ৪৪.২ ওভারে ২৬১ রান তোলে। ম্যাচের সেরা রজত কর্মকার ১২৯ রান করেন। ঈশান মালির অবদান ৬৩। সোমুজিৎ সেন ৩৩ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন তন্ময় বর্মন (৩৬/৩) জবাবে টাউন ৩০.৪ ওভারে ১০০ রানে অল আউট হয়। উৎসব বসু ৩৭ রান করেন। মৈনাক সাহা ৭ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিয়ে রজত কর্মকার। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

ম্যাচের সেরা রহিমুল ইসলাম। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

রহিমুলের ৯৪

বালুরঘাট, ৭ মার্চ : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আম্পায়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের ক্রিকেটে শুক্রবার বুনিয়াদপুর মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা ১০ রানে কচিকলা অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। টাউন ক্লাব মাঠে বুনিয়াদপুর ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৯০ রান তোলে। ম্যাচের সেরা রহিমুল ইসলাম ৯৪ রান করেন। সমীর শীল ১৭ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে কচিকলা ২০ ওভারে ১৮০ রানে আটকে যায়। ভাস্কর মাহাতো ৪৭ ও সমীর ৩১ রান করেন। কার্তিক সরকার ২৩ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন সৌভাগ্য সরকার (২৮/২)।